The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা
উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 870 | 16 May 2025 | শুক্রবার ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

Xefer Rahman Returning To Acting
→ Page 19

Malikah combating hate and building community in Queens
→ Page 18

India concerned over ban on AL activities
→ Page 18

Cuomo campaign risks fresh penalty
→ Page 19

সেনাপ্রধানের রহস্যজনক নীরবতা!

মনোয়ারুল ইসলাম/মাসুদ করিম

বাংলাদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ১৮টি বছর বাংলাদেশ প্রকৃত নির্বাচনের কোন মুখ দেখেনি। নতুন প্রজন্ম দেখেনি নির্বাচনী উৎসব। দেখেছে দিনের ভোট রাতে দেবার নৃত্য। ৩০০ আসনের ১৫৪টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি হবার বেহায়নার নির্লজ্জ হাসি। এমনি এক সন্ধিক্ষনে ১৮ কোটি মানুষ দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য মুখিয়ে আছে। সংস্কারের জিকির, হাসিনার বিচার ও ইউনূস-এনসিপি ও জামাতের খোয়াবে নির্বাচন আদৌ হবে কিনা প্রশ্ন উঠেছে। ষড়যন্ত্র চলছে নির্বাচন নিয়ে। হঠাৎ করেই সেনা প্রধান ওয়াকারুজ্জামানের চুপসে যাওয়া ও নিরবতা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কোন কারনে তিনি আমেরিকা সফরে আসেন নি। তা নিয়েও প্রশ্নও উঠেছে। ৩০ দিনের মধ্যে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণা নিয়ে টানাপেড়েন চলছে। সরকারের সুবিধাভোগী অংশীদার হয়ে যমুনা ঘেরাও নাটক দেখেছে জাতি। এনসিপির পতাকাতলে জামায়াত শিবির প্রতিশোধটি নিল আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়ে। ঐতিহ্যবাহী দলটি হারালো নির্বাচন কমিশনের রেজিস্ট্রেশন। ভারত এ নিষেধাজ্ঞায় নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে।

অর্ন্তবর্তি সরকার নির্বাচনের কোনও রোডম্যাপ এখনও দেয়নি। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল-জাজিরায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, জনগণ নির্বাচন চাইছে না। ফলে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ এখনও অস্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন বন্ধে নানা তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা পরিস্থিতি ঘোলাটে হচ্ছে। বিভিন্ন পক্ষ আন্দোলনে নেমেছে। মিয়ানমারে মানবিক করিডোর দেবার কথা বলেও পরিস্থিতি খারাপ করা হচ্ছে। পাহাড়ে ও সমতলে ↘ এরপর ২১ পৃষ্ঠায়

অক্টোবরে প্রতি পরিবার পাবেন ৫ শত ডলার

আজকাল রিপোর্ট

চলতি বছর 'ইনফ্লেশন রিফান্ড' চেক পাচ্ছেন নিউইয়র্কের প্রায় ৮০ লাখ নিউইয়র্কার গভর্নর ক্যাথি হোকুল ঘোষিত এই পরিকল্পনার আওতায় রাজ্যের অতিরিক্ত কর রাজস্ব থেকে ২ বিলিয়ন ↘ এরপর ২১ পৃষ্ঠায়

বিয়ে করলেই ডলার দেবেন ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলে আর্থিক সহায়তার পরিকল্পনা করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এছাড়া ৬ সন্তান বা তারও বেশি জন্ম দিয়েছেন এমন মায়েদের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। জন্মহার ও পারিবারিক মূল্যবোধ বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় প্রভাবশালী মিডিয়া নিউইয়র্ক টাইমস। এতে বলা হয়েছে, মায়েদের আরও সন্তান নিতে উদ্বুদ্ধ করতে উপায় খুঁজছে হোয়াইট হাউজ। ↘ এরপর ২১ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেলেন জয়

আজকাল রিপোর্ট

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে এবং তাঁর তথ্য ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ ↘ এরপর ২১ পৃষ্ঠায়

নাঈম টুটুল সংবর্ধিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের ট্রাষ্টি সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় নিউইয়র্কে ↘ এরপর ২১ পৃষ্ঠায়

মন্তব্য প্রতিবেদন

বন্ধ করুন আষাঢ়ি নির্বাচনের গল্প

শওকত হোসেন

হাসিনার হাতে কতজন শহীদ হয়েছেন আর কতজনইবা চোখ ও অংগ হারিয়েছেন, তাদের পুরো একটা তালিকা এ সরকার এবং বিপ্লবের তথ ।কথিত দাবিদাররা গেল নয় মাসেও তৈরী করতে পারে নাই। কারণ, তারা এতদিন চাঁদাবাজী ও নিজেদের আখের গুছিয়ে ড: ইউনূসের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রাজসিক কায়দায় এন পি সি নামক বহুল বিতর্কিত একটি রাজনৈতিক ↘ এরপর ২১ পৃষ্ঠায়

রাজনৈতিক আঁচড় নিউইয়র্ক বইমেলায়

- রেহমান সোবহান, রওনক জাহান ও ফিলিস টেইলর আসছেন মুক্তধারার মেলায়
- রিটন, মোহাম্মদ উল্লাহ ও বেলাল বেগ থাকছেন বঙ্গবন্ধু মেলায়

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা আগামী ২৩শে মে থেকে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে (১৫৩-১০ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি ৩৪তম বইমেলা। এবারের বইমেলার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'ব্লকেড' খ্যাত আমেরিকান বন্ধু ফিলিস টেইলর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন সাহিত্য সমালোচক, দার্শনিক ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, রেহমান সোবহান, ড. রওনক জাহান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) সিতারা বেগম। এই বইমেলার শুভ উদ্বোধন করবেন কবি ও ঔপন্যাসিক সাদাত হোসাইন।

এছাড়াও, আমন্ত্রিত লেখকগণের মধ্যে থাকছেন ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ড. আবদুন নূর, লেখক ও বিতার্কিক বিরূপাক্ষ পাল, কবি ও লেখক ড. আবেদীন কাদের, কবি শামস আল মমীন, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক মুস্তাফিজ শফি, লেখক ও সাংবাদিক সরকার কবিরুদ্দীন, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, অনুবাদক নাজমুন নেসা পিয়ারি, কবি জাফর আহমদ রাশেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামীম রেজা, কবি ও প্রাবন্ধিক বদরুজ্জামান আলমগীর, কবি জসিম ↘ এরপর ২১ পৃষ্ঠায়

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $14.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কন্সট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা, গাড়ী/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য, ফেডারেল ডিসএবিলিটি
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ 917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury, Attorney at Law

RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ENROLLED AGENT
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA & CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health.
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী-এর কলাম রবীন্দ্রনাথ নেই, কিন্তু আছেন এবং থাকবেন
০৫ পৃষ্ঠায়

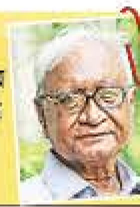

মারুফ মল্লিক-এর কলাম খালেদা জিয়ার নিজের মতো করেই প্রত্যাবর্তন
১০ পৃষ্ঠায়

ড. হাসনান আহমেদ-এর কলাম দেশ আগে, না রাজনৈতিক দল?
১২ পৃষ্ঠায়

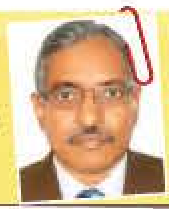

নিউইয়র্কে তাহসানের জমজমাট কনসার্ট

আজকাল রিপোর্ট

জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খানের কনসার্ট গত ১০ মে নিউইয়র্কের কুইন্সে অনুষ্ঠিত হয়। কনসার্টকে কেন্দ্র করে এক জমকালো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় মিলিত হন বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, সঙ্গীত অনুরাগী ও তাহসানের ভক্তকুল। এতে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কুইন্সের রেগো পার্কের জয়া হলের এই কনসার্টে ছিল উপচে পড়া ভিড়, যা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় রূপ নেয়।
উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় ফেসবুক পেজ বিউটিফুল লেডি এবং ইজাজুল ইসলাম নাইমের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটের এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বিক্ষোভে গ্রেফতার নিউআর্ক মেয়র

আজকাল রিপোর্ট

নতুন অভিবাসন আটক কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভের কারণে গ্রেফতার হতে হয়েছে নিউ জার্সির নিউআর্ক সিটির মেয়র রাস বারাকা। গত ১০ মে বিতর্কিত বেসরকারি কারা সংস্থা জিইও গ্রুপের পরিচালিত ডেলানি হল নামের একটি অভিবাসন আটক কেন্দ্রের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)। একটি দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আসছিলেন।
প্রতিবাদ চলাকালে অনধিকার প্রবেশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে মেয়র বারাকাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে কয়েক ঘণ্টা হেফাজতে রেখে সন্ধ্যায় মুক্তি দেওয়া হয়।
ঘটনাটি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেক অধিকারকর্মী ও রাজনীতিক। এ এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য

বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আজকাল রিপোর্ট

আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের বর্তমান ড. ইউনূস সরকারের সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি আবারও পুনর্ব্যক্ত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা জটিল সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে বলে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আওয়ামী লীগের মতো একটি পুরনো রাজনৈতিক দলের সকল কার্যক্রম বর্তমান অন্তর্বর্তীকালিন সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিষয়টিও সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করা হয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে কাজ করে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছি'।
তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মৌলবাদী মতাদর্শকে উৎসাহিত করতে এবং সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন যোগানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমিকার দিকে আমাদের দৃষ্টি রয়েছে। কাশ্মীরে সহিংসতাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে ডেভিড পিগট জানান, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বকে আমরা মূল্য দিই। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে কাজ করে আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করতে এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে মা দিবসে বর্ণিল কনসার্ট ও নৈশভোজ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ কুইন্স প্যালেসে গত ১১ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'মা দিবস কনসার্ট'। ব্যতিক্রমধর্মী এই সাংস্কৃতিক আয়োজনটি ছিল নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক আনন্দঘন মিলনমেলা।
মা ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে এবং গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার-এর সৌজন্যে অনুষ্ঠিত আয়োজনে গান, আড্ডা ও নৈশ ভোজনের মধ্য দিয়ে মা দিবস উদযাপন করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনপ্রিয় উপস্থাপক মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও শারমিনা শিরাজ সোনিয়া।
অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার ছিল নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'আজকাল'। অনুষ্ঠানে বিশেষ এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকার 'ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে' হামলা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা হিলসাইডের ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে ঢুকে একদল যুবক হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৬৮ স্ট্রিটের এই এলাকায় হামলার ঘটনা আগেও ঘটেছে বলে জানা যায়। গত ১৩ মে, মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় ৭-৮ জন যুবক একযোগে ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ে। এসময় তাদের হট্টগোল আর গালাগালিতে ক্রেতাদের অনেকে ভয়ে বের হয়ে যান। যুবকরা ক্যাশে থাকা একজন কর্মচারিকে শারীরিকভাবে মারধর করে। তারা হোটেলের টেবিলে রাখা পানির বোতল নিয়ে যায়। তাদের পরনে এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

সচেতনতা তৈরিতে বিআইইএস'র সভা

আজকাল ডেস্ক

বাংলাদেশি-কানাডিয়ান বয়স্ক নাগরিকদের সুরক্ষা ও সচেতনতার লক্ষ্যে, বেঙ্গলি ইনফরমেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস (বিআইইএস) গত ৭ মে টরন্টোর ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউতে অবস্থিত নিজস্ব কার্যালয়ে একটি প্রতারণা সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে কমিউনিটির প্রায় ৩০ জন বয়স্ক নাগরিক অংশগ্রহণ করেন।
সংগঠনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মোস্তফা আকন্দের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর কো-অপ শিক্ষার্থী ইপ্সিতা দাস একটি তথ্যবহুল পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা করেন।উপস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতারণা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও কৌশল তুলে ধরা হয়। এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাংলা ব্লকেড ইউএসএ'র আনন্দ মিছিল

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের খুশিতে নিউইয়র্কে আনন্দ মিছিল করেছে প্রবাসীদের সংগঠন বাংলা ব্লকেড, ইউএসএ । নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এ আয়োজনে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অংশ নেন। তবে ডাইভারসিটি প্লাজার সামনের এই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মীদের জমায়েতে পরিবেশন করা হয় দেশাত্মবোধক সংগীত। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন বিএনপির নিউইয়র্ক শাখার নেতাকর্মীরা।
রাজধানী ঢাকায় আন্দোলনের মুখে আওয়ামীলীগ নিষিদ্ধের এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনে বাড়ি
- পাবলিক অকশনে বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শরট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
150 Groat Nack Road, Groat Nack, New York-11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়

Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99
Midnight & Driver Special

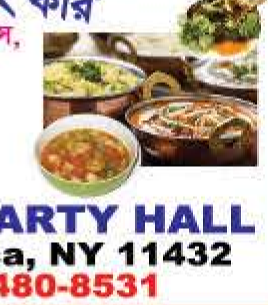

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

UB GROUP
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized IRS e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

বিরাট মূল্য হ্রাস

BISMILLAH

HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

১০টি কালার রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি

অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি, ৩টি রেড হার্ড চিকেন $19.99 ৬টি রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি

আরো রয়েছে কোয়েল, কবুতর, তিতি মুরগী, বালিহাঁস, রেগুলার হাঁস, চাকার পাখি, রাতা মোরগ, কোয়েল ডিম, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, অর্গানিক ডিম

Ramadan KAREEM

৩টি রেড হার্ড চিকেন $19.99

Approved by SBNY Shariah Board New York

HALAL MONITORING SERVICES HMS CERTIFIED HAND ZABIHA ™

শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক একমাত্র অনুমোদিত হালাল পোলট্রি মার্কেট

আমাদের রয়েছে শরীয়াবোর্ড অনুমোদিত প্রতিদিন জবেহকৃত গোট ও বিফ

এছাড়াও এখানে পাবেন সকল ধরণের বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মাছ

ইলিশ, রুই, কাতল, মৃঘেল, কোরাল, গলদা চিংড়ী, কই, বাইলা, মলা, কাচঁকিসহ বিভিন্ন ধরণের মাছ

প্রতিদিন স্পেশাল ঃ বিফ উইথ বোন $4.49

অল হোয়াইট চিকেন $ 2.99

১০টি চিকেন কিনলে ১ ফ্রি

Scan Here to Shop & Get Free Delivery

EBT & Foodstamp

MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER BENEFIT

Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm

Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205-7200 | 718.205.8262

বিশেষ সম্পাদকীয়

অসন্তোষ কাটানো প্রয়োজন রাজস্ব আয়ে বড় ঘাটতি

দেশের অর্থনীতিতে এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ করছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিনিয়োগে আস্থাহীনতা বা গতি না আসা, ডলারের উচ্চদর, উচ্চ সুদহার, গ্যাসসংকট ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ আরো অনেক কারণে দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব চলছে। আর এসবের প্রভাবে রাজস্ব আয়ে বড় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। নতুন করে যোগ হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিভক্তি নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও কর্মবিরতি।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে রাজস্ব ঘাটতি ৭১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কর্মকর্তাদের সম্মিলিত 'কলমবিরতি'র ফলে দিনে গড়ে অন্তত এক হাজার ২০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। টানা তিন দিন কর্মকর্তারা কাজ না করলে এই ঘাটতি সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

এনবিআর সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল চার লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা।

আদায়ে ধীরগতির কারণে পরে লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে চার লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু এই সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে এক হাজার ২৭০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা। কিন্তু প্রথম ৯ মাসের আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ক্রমান্বয়ে বাড়ছে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি।

আলোচ্য সময়ে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) ও আয়কর-তিন খাতের কোনোটিতেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তিন খাতেই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রাজস্ব আদায় কমেছে। সবচেয়ে বেশি ঘাটতি হয়েছে আয়কর খাতে। আন্দোলনরত কর্মকর্তাদের মতে, দাবি মানা না হলে আন্দোলন চলতেই থাকবে। এভাবে অব্যাহত কলমবিরতি কিংবা আরো কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হলে সামনে রাজস্ব আদায় আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জানা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার কারণে রাজস্ব আয়ের গতি ক্রমেই কমছিল। বড় হচ্ছিল ঘাটতির অঙ্ক। এমন সময়ে আইএমএফের শর্ত মেনে নতুন করে সংস্থাকে দুই ভাগ করা নিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়তি বিপত্তি। সরকার এনবিআর বিলুপ্ত করে অধ্যাদেশ জারির পর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে এখন আন্দোলনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য আলটিমেটাম দিয়েছেন। এই অবস্থা যত দীর্ঘায়িত হবে, রাজস্ব আয়ের নেতিবাচক ধারা তত বেগবান হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, 'এনবিআরের নীতি ও আদায়কে আলাদা করার ক্ষেত্রে আমরা সব সময়ই নীতিগতভাবে একমত। এত তড়িঘড়ি করে রাতের বেলায় অধ্যাদেশ জারি করায় একটা সন্দেহের জায়গা তৈরি হয়।' বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, রাজস্ব আদায় ও বাজেটের কার্যক্রম গতিশীল রাখতে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত এ বিষয়ের সমাধান দরকার।

> দেশের শিল্প খাত ও ব্যবসা-বাণিজ্য আজ এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত। রাজস্ব আয় কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার বড় প্রভাব রয়েছে। তার ওপর আয়কর ও কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অসন্তোষ অব্যাহত থাকলে রাজস্ব আয়ে রীতিমতো ধস নামবে। অথচ আগামী মাসেই বাজেট ঘোষণা হবে। এই অবস্থায় আমরা মনে করি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব এ সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন

দেশের শিল্প খাত ও ব্যবসা-বাণিজ্য আজ এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত। রাজস্ব আয় কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার বড় প্রভাব রয়েছে। তার ওপর আয়কর ও কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অসন্তোষ অব্যাহত থাকলে রাজস্ব আয়ে রীতিমতো ধস নামবে। অথচ আগামী মাসেই বাজেট ঘোষণা হবে। এই অবস্থায় আমরা মনে করি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব এ সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।

ক্ষত-বিক্ষত ব্যাংক খাত উত্তরণ কোন পথে

মো. মাঈন উদ্দীন

দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও আস্থার সংকটে জর্জরিত ব্যাংকিং খাত। যার ফলশ্রুতিতে এ খাত ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ মূলধন সংকটে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর প্রান্তিকে দেশের শীর্ষ ২০টি ব্যাংকের সম্মিলিত মূলধন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৭৮৯ কোটি টাকায়, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড। আগের সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় মাত্র তিন মাসে এই ঘাটতি বেড়েছে ১ লাখ ১৮ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা। মূলধন ঘাটতির প্রভাবে ব্যাংকগুলো নতুন করে বড় অঙ্কের ঋণ বিতরণে অক্ষম হয়ে পড়েছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। একইসঙ্গে প্রভিশন ঘাটতির কারণে এসব ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং অবনমিত হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতের বর্তমান এই অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে থাকা শরিয়াহভিত্তিক বেশ কয়েকটি ব্যাংক। এই কয়েকটি ব্যাংকের ঋণ অনিয়ম আর জালিয়াতি প্রকাশ্যে এলে পুরো ব্যাংকিং খাতই আস্থার সংকটে পড়ে।

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ত্রুটিপূর্ণ নীতির কারণে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা অস্পষ্ট ছিল। গত ৫ আগস্ট তার পলায়নের পর ব্যাংক খাতের আসল চিত্র বের হতে শুরু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, এস আলম গ্রুপের অধীনে থাকা বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যক্তিরা মিলিয়ে যে ঋণ নিয়েছেন, তা দেশের ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি করেছে। এই ঋণের বিপুল অংশের কোনো কার্যকর জামানত ছিল না, আবার অনেক ঋণ ব্যবহার করা হয়েছে অন্য খাতে, যা পুরোপুরি অবৈধ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থ পাচার সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, একটি দেশের অর্থনীতিকে শুকিয়ে ফেলা হয়েছে। পাচার হওয়া টাকার প্রকৃত পরিমাণ কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিবিষয়ক শ্বেতপত্র কমিটি বলেছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে সার্বিকভাবে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবৈধভাবে পাচার হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের তথ্য অনুযায়ী, শেখ হাসিনার শাসনের ১৫ বছরে কেবল বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা থেকেই ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে। তবে অন্য অর্থনীতিবিদরা বলছেন, শেখ হাসিনার আমলে পাচার অর্থের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন বা ৩ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশার শেষ নেই। সম্ভবত স্বৈরাচারী সরকারের সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক খাত। দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে বিগত স্বৈরাচারী সরকার ব্যাংক লুটে মরিয়া হয়ে ওঠে। ব্যাংক থেকে অর্থ লুট করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, লুটকৃত অর্থ বিদেশে পাচারে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে এবং নতুন নতুন পদ্ধতি বের করে। কখনো বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট হ্যাক করে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিদেশের ব্যাংকে পাচার করে, কখনো নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে ব্যাংকের কোষাগার খালি করে আমানতকারীদের পথে বসিয়ে দেয়। ফলে ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকদের আস্থার ভাটা পড়ে। আমানতকারীদের অর্থের সুরক্ষায় সরকার জনগণের অর্থ ব্যাংকে কখনো মূলধন হিসেবে আবার কখনো তারল্য সহায়তা হিসেবে সরবরাহ করে। এ অবস্থায় যারা অর্থ পাচারের পেছনে রয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা জরুরি।

দেশের অর্থনীতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির দেওয়া প্রতিবেদনের একটি তথ্য উল্লেখ করে বিশ্বব্যাংক বলেছে, ২০২৩ সালে আটটি ব্যাংকের পরিচালকদের মধ্যে পারস্পরিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭০ কোটি মার্কিন ডলার। এই তথ্য প্রমাণ করে কীভাবে ব্যাংকগুলো পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ অনিয়মের ঘটনা ঘটিয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুমোদনের বিষয়টি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আলাদা আলাদা কার্যক্রমের বিষয়টি গুরুত্ব হারিয়েছিল। ২০১৭ সালে একটি গোষ্ঠী এককভাবে সাতটি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল। অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর নতুন গভর্নর ১১ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করেন। এর মধ্যে ছয় ব্যাংকে বিতর্কিত এস

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঋণ বিতরণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতির বিচার। প্রভিশনিং নীতিমালা শক্তিশালীকরণ, যাতে আর্থিক দুর্বলতা আড়াল করা না যায়। সরকারি পুঁজির সঠিক ব্যবহার, অনিয়ম দূর না করা পর্যন্ত কোনও ব্যাংককে পুনরায় পুঁজি না দেওয়া

আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা: ঝুঁকির দিকগুলো কী

ডেভিড বার্গম্যান

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় ফিরে আসে। জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশা ছিল যে তারা বিএনপির চেয়ে ভালো একটি গণতান্ত্রিক বিকল্প হিসেবে কাজ করবে: বিএনপি ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। তবে সেই আশা শিগগিরই নিরাশায় পরিণত হয়।

নির্বাচনকে প্রভাবিত করা, স্বাধীন চিন্তা দমন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিকীকরণ এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড দ্রুত আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী সরকারগুলোও এ ধরনের অসদাচরণের বাইরে ছিল না। তবে আওয়ামী লীগের অধীনে এর মাত্রা ও তীব্রতা ছিল অভূতপূর্ব, যা একে স্বৈরাচারী শাসন হিসেবে চিহ্নিত করার ভিত্তি তৈরি করে। শাসক দল কিছু বিশেষভাবে উদ্বেগজনক আচরণও প্রতিষ্ঠা করে।

এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, জোর করে তুলে নেওয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মহিমান্বিত করা। তবে ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনকে বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি চরম সংস্করণ হিসেবেই চিহ্নিত করা সম্ভব। ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দেয়। ছাত্রদের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রতিবাদকে সরকার নির্মমভাবে দমন করতে থাকে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, এই সময়ে প্রায় ১ হাজার মানুষ নিহত হন। জাতিসংঘের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সরাসরি এই কঠোর দমন-পীড়নকে আওয়ামী লীগ সরকারের ওপরের স্তরের নির্দেশনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে গুলি করে হত্যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন নিষ্ঠুরতা কখনোই দেখা যায়নি। এটাকে পূর্ববর্তী কোনো সরকারের বা দলের কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ৫ আগস্টে যখন সেনাবাহিনী প্রতিবাদকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন দ্রুত সরকারের পতন ঘটে। এই পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ বিষয়ে অবস্থান কী হওয়া উচিত, তা এক জরুরি জাতীয় প্রশ্ন হয়ে ওঠে। বিশেষত দলটিকে কি নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন কি না, সে প্রশ্ন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে খুব একটা সংশয় নেই যে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের সময় অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এর মাত্রা এতখানি যে তা সংজ্ঞা অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবতাবিরোধী অপরাধের পর্যায়ে পড়তে পারে। যাঁদের বিরুদ্ধে এসব অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা অনেকেই সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও দলীয় নেতৃত্বের অংশ। বলা বাহুল্য, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত এবং প্রমাণ মিললে বিচার ও দণ্ড নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে যে খোদ দলটির ব্যাপারে কী করা হবে। একে কি বাংলাদেশে কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হবে? তারা কি জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবে, বিশেষ করে সামনের জাতীয় নির্বাচনে?

ঢাকার কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অংশের উদ্যোগে এবং ইসলামপন্থী দলগুলোর দৃঢ় সমর্থনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গত শনিবার ঘোষণা করে যে উপদেষ্টা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার নেতাদের বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলটির যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকবে।

গত সোমবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি সংশোধনী আনে সরকার। আইনে সংশোধন এনে 'দলের সব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ' বলার অর্থ কী, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখন থেকে আওয়ামী লীগের পক্ষে বা সমর্থনে কোনো প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ; একইভাবে গণমাধ্যম, অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে দলের সমর্থনে কোনো ধরনের প্রচারণা চালানো যাবে না। এমনকি মিছিল, সভা, সংবাদ সম্মেলন আয়োজন বা জনসমক্ষে বক্তব্য দেওয়াও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মূল প্রশ্নগুলোর একটি হলো বিগত সরকারের আমলে সংঘটিত নৃশংসতার জন্য একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে সম্মিলিতভাবে দায়ী করা কি ন্যায্য হবে? যাঁরা দলটিকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে, তাঁরা যুক্তি দেন যে দল ও সরকার আলাদা—এই ধারণা অবাস্তব। তাঁদের মতে, দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো ওতপ্রোতভাবে রাষ্ট্রীয় সহিংসতায় জড়িত ছিল।

আদতে এই দুটি সত্তাকে আলাদা করে দেখা সত্যিই কঠিন। ছবি ও ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই দলীয় নেতা-কর্মীরা, কেউ কেউ অস্ত্রসহ নিরাপত্তা বাহিনীর পাশে থেকে ওই সহিংসতায় অংশ নিয়েছে। তবে অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড সম্ভবত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে এবং এগুলোর নির্দেশ এসেছে কিছু উচ্চপর্যায়ের নেতার কাছ থেকে। জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং প্রতিবেদনেও আওয়ামী লীগকে সরাসরি দল হিসেবে দায়ী করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, শুধু দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

> কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে, যেখানে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার এবং দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্থিতিশীলতার ওপর এর প্রভাবকে বিবেচনায় নিতে হয়। এসব দিক বিচার করলে দেখা যায়, নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঝুঁকি এর সম্ভাব্য উপকারিতার তুলনায় বেশি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এর ফলাফল দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

মোদির ‘চিরস্থায়ী যুদ্ধ’ ভারতকে আরও বিপদে ফেলবে

অপূর্বানন্দ

১২ মে, অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসার দুই দিন পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী কেবল ‘সাময়িকভাবে’ অভিযান বন্ধ রেখেছে, কিন্তু ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর শুরু হওয়া ‘অপারেশন সিঁদুর’ এখনো চলমান। মোদি বলেন, ‘অপারেশন সিঁদুর’কে এখন থেকে ভারতের নতুন সন্ত্রাসবিরোধী নীতি হিসেবে দেখা হবে। তিনি এটিকে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে এক নতুন মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরেন। মোদির ভাষণ শান্তির বার্তা দেওয়ার জন্য নয়, বরং এটি ছিল এটাই জানানোর জন্য যে ভারত এখন স্থায়ীভাবে একরকম যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে। এই নতুন অবস্থা ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বরং মোদির জাতীয়তাবাদী ভোটারদের খুশি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

কারণ, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় হতাশ হয়েছিলেন।

আসলে পেহেলগামের হামলার পর রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইলেও নিজেরাই এখন কঠিন এক অবস্থায় পড়ে গেছেন। তাঁরা যুদ্ধের আবহ তৈরি করেছেন এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাব ছড়িয়েছেন।

পেহেলগামের সন্ত্রাসী হামলায় বেঁচে যাওয়া হিমাংশি নারওয়াল (যিনি তাঁর স্বামী নৌবাহিনীর কর্মকর্তা বিনয় নারওয়ালকে হারিয়েছেন) যখন শান্তির আহ্বান জানান এবং মুসলিম ও কাশ্মীরিদের নিশানা না বানাতে বলেন; তখন বিজেপিকে উল্টো পথে হেঁটে প্রতিশোধের ডাক দিতে ও মুসলিমবিরোধী বক্তব্য দিতে দেখা গেছে।

সরকার হিসেবে বিজেপি এই হামলা প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার দায় নেয়নি, কিংবা পর্যটন এলাকায় নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়েও কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। তারা হত্যাকাণ্ডটিকে সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতো করে ব্যাখ্যা করেছে। ঘৃণামূলক বক্তব্যের পরপরই তার বাস্তব প্রভাব দেখা যায়। ভারতের নানা জায়গায় মুসলিম ও কাশ্মীরিদের ওপর হামলা হয়। যাঁরা ভারত সরকারের সমালোচনা করেছিলেন, তাঁদের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপরই অপারেশন সিঁদুর-এর ঘোষণা আসে। পাকিস্তানে হামলার সময় ভারতীয় গণমাধ্যমে একধরনের উন্মাদনা শুরু হয়। অনেকে পাকিস্তানকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার আহ্বান জানায়।

কিছু বড় টিভি চ্যানেল মিথ্যা দাবি করে যে করাচি বন্দরে বোমা হামলা হয়েছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বিজেপির আইটি সেল ও টিভি স্টুডিও থেকে ছড়ানো এসব যুদ্ধউন্মাদনা ও ভুয়া তথ্য অনেক মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে দেয় যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং তাদের পতন শুধু সময়ের ব্যাপার।

এ সময় যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করছিলেন, তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারত সরকার টুইটার (বর্তমানে এক্স) প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রায় আট হাজার অ্যাকাউন্ট ব্লক করতে বলে। এর মধ্যে ছিল বিবিসি উর্দু, আউটলুক ইন্ডিয়া, মাকতুব মিডিয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনুরাধা ভাসিন এবং রাজনৈতিক কনটেন্ট নির্মাতা অর্পিত শর্মার অ্যাকাউন্ট।

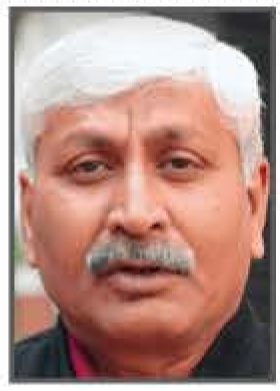

যখন বিজেপির সমর্থকদের মধ্যে যুদ্ধজ্বর চরমে, ঠিক তখনই হঠাৎ করে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়। এতে বিজেপির অনেক সমর্থক হতবাক হয়ে যান।

অনেকের কাছে এই যুদ্ধবিরতি ছিল একপ্রকার পিছু হটা, দুর্বলতা স্বীকার করে নেওয়ার মতো।

এরপর বিজেপির কিছু অনলাইন সমর্থক ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিস্রির ওপর চড়াও হন কারণ তিনি ভারতের পক্ষে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ ও ‘কাপুরুষ’ বলে গালি দেওয়া হয়।

বিক্রম মিস্রিকে অনলাইনে হেনস্তা করার মাত্রা এতটাই চরমে পৌঁছায় যে তিনি বাধ্য হয়ে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট লক করে দেন। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো, হেনস্তাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সরকার কোনো অ্যাকাউন্ট ব্লক করেনি, পুলিশও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। একইভাবে, যিনি পেহেলগাম হামলায় স্বামীকে হারিয়েছিলেন, সেই হিমাংশি নারওয়ালও অনলাইনে শান্তির আহ্বান জানানোর জন্য অপমান ও গালাগালির শিকার হন। কিন্তু তাঁকেও রক্ষা করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি।

এদিকে ‘অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রটেকশন অব সিভিল রাইটস’ নামের একটি সংস্থা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, গত ২২ এপ্রিলের পর থেকে সারা ভারতে মুসলিমদের ওপর ১৮৪টি ঘৃণাজনিত অপরাধ হয়েছে।

এখন যেহেতু প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, ‘অপারেশন সিঁদুর’ শেষ হয়নি, তার মানে দেশের মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আনুগত্য চাওয়া হবে। বিরোধী দলগুলো আর সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন তোলার সাহস করবে না। মুসলিমদের ওপর চাপ পড়বে এটি প্রমাণ করার জন্য যে তাঁরা দেশভক্ত। আর অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য (যার পেছনে সরকার নিজেই দায়ী) দোষ চাপিয়ে দেওয়া হবে যুদ্ধের ওপর। এ পরিস্থিতিতে বাক্স্বাধীনতা থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেটা শুধু বিজেপির পক্ষে যাঁরা কথা বলবেন, তাঁদের জন্য। এর মধ্যে রয়েছে হত্যা, মারধর, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, ঘৃণামূলক ভাষণ, হুমকি, ভয় দেখানো ও হয়রানি। গত শনিবার বিক্রম মিস্রি বলেছেন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

“এখন যেহেতু প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, ‘অপারেশন সিঁদুর’ শেষ হয়নি, তার মানে দেশের মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আনুগত্য চাওয়া হবে। বিরোধী দলগুলো আর সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন তোলার সাহস করবে না। মুসলিমদের ওপর চাপ পড়বে এটি প্রমাণ করার জন্য যে তাঁরা দেশভক্ত। আর অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য (যার পেছনে সরকার নিজেই দায়ী) দোষ চাপিয়ে দেওয়া হবে যুদ্ধের ওপর। এ পরিস্থিতিতে বাক্স্বাধীনতা থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেটা শুধু বিজেপির পক্ষে যাঁরা কথা বলবেন, তাঁদের জন্য। ফলে বলা যায়, ভারতের গণতন্ত্র এখন যেন একধরনের ‘অসাড় অবস্থায়’ আছে। কারণ, দেশকে এখন বলা হচ্ছে-তোমার সামনে এক ‘চিরস্থায়ী শত্রু’ আছে এবং সেই শত্রুর বিরুদ্ধে একটা ‘চিরস্থায়ী যুদ্ধ’ চলছে”

ভারত চেয়েছিল শক্তি দেখাতে, কিন্তু প্রকাশ পেল দুর্বলতা

ইউসুফ নজর

মোদি সরকার যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে কিছুটা পিছু হটেছে ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির ঘোষণাকে ভারতের অনেকেই এভাবে দেখছেন। কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, কারণ ভারত বরাবরই তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। অনেকেই মনে করছেন, সেই অবস্থান এবার দুর্বল হয়ে পড়েছে। ১০ মে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ‘সম্পূর্ণ ও তাৎক্ষণিক’ যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম জানায়, দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়ার আশঙ্কা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে হস্তক্ষেপ করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস।

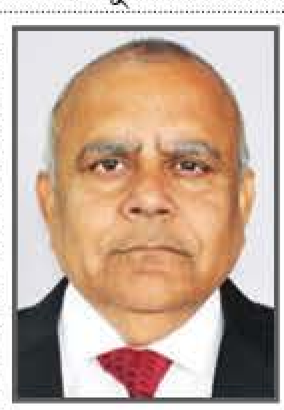

ভ্যান্স ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে দেন এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার আহ্বান জানান।

এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় বিশ্বজুড়ে স্বস্তি দেখা দেয়। পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কাই ছিল সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। ২০১৯ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, মাত্র এক সপ্তাহে এমন একটি যুদ্ধ প্রায় ১২ কোটি ৫০ লাখ মানুষের প্রাণ নিতে পারে। এই ঝুঁকিই যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতার অন্যতম কারণ ছিল।

ভারতের সাবেক সেনাপ্রধান বেদ প্রকাশ মালিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, ১০ মে ২৫-এ যুদ্ধবিরতি: ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলবে, এর আগে কাইনেটিক ও নন-কাইনেটিক পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে আদৌ কোনো রাজনৈতিক বা কৌশলগত লাভ হয়েছিল কি না। তিনি লিখেছেন, ‘ইচ্ছা ছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী @নরেন্দ্রমোদি যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিক, কোনো বিদেশি দেশের প্রেসিডেন্ট নয়। ১৯৭২ সালের শিমলা চুক্তির পর থেকে আমরা সবসময় তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে এসেছি। এখন কেন তা মেনে নেওয়া হলো? আশা করি, কাশ্মীর ইস্যু আন্তর্জাতিক পরিসরে নিয়ে যাওয়া হবে না, কারণ এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।’

এদিকে ট্রাম্প মন্তব্য করেছেন, ‘হাজার বছর পর’ কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী, যাতে কোনও সমাধানে পৌঁছানো যায়।

মোদি সরকার যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে কিছুটা পিছু হটেছে ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির ঘোষণাকে ভারতের অনেকেই এভাবে দেখছেন। কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, কারণ ভারত বরাবরই তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। অনেকেই মনে করছেন, সেই অবস্থান এবার দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে অনেক সময় ধারণা বাস্তবতাকে ছাপিয়ে যায়, যতক্ষণ না বাস্তবতা এসে ধাক্কা দেয়।

ভারত দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পারমাণবিক ক্ষমতা এই ভাবমূর্তি জোরদার করেছে।

তবে ২২ এপ্রিল কাশ্মীরে ‘রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ) যে গণহত্যা চালায়, তারপর ভারতের প্রতিক্রিয়াই তার দুর্বলতা প্রকাশ করে দিয়েছে।

ভারত শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়। বরং এতে পাকিস্তানের অবস্থান আরও দৃঢ় হয় এবং মোদি সরকারের কূটনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭ মে ভারত ‘অপারেশন সিন্দুর’ নামের একটি অভিযান শুরু করে। এর লক্ষ্য ছিল টিআরএফসহ বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর ঘাঁটি ধ্বংস করা। ভারত দাবি করেছে, এসব গোষ্ঠীকে পাকিস্তান সহায়তা দিচ্ছে।

ফ্রান্সে তৈরি রাফাল যুদ্ধবিমানের সহায়তায় চালানো এই অভিযানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘শক্তিশালী নেতা’ ইমেজ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। কারণ, দেশের ভেতরে তখন ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছিল। তবে অভিযানের সফলতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

পাকিস্তান জানিয়েছে, অভিযানে সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে শিশুও ছিল। অন্যদিকে ভারত বলছে, তারা শুধু ‘জঙ্গি ঘাঁটি’তেই হামলা চালিয়েছে।

পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতীয় হামলা ঠেকাতে নিজেরাও যুদ্ধবিমান উড়ায় এবং দাবি করে, তারা ভারতের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে, যার মধ্যে তিনটি ছিল রাফাল। রয়টার্সকে দেওয়া বক্তব্যে দুইজন মার্কিন কর্মকর্তা জানান, চীনে তৈরি একটি জে-১০ যুদ্ধবিমান অন্তত দুইটি ভারতীয় বিমান ভূপাতিত করে। এসময় চীন গোয়েন্দা, নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ (আইএসআর) সহায়তা দিয়েছে।

তবে ভারত এখনো কোনো যুদ্ধবিমান হারানোর কথা স্বীকার করেনি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম শুরুতে দাবি করেছিল, পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি শহরে, বিশেষ করে করাচির সমুদ্রবন্দরে, ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছে। তবে এসব দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এগুলো ছিল প্রচারণার অংশ।

৯ মে ভারত পাকিস্তানের কয়েকটি ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় বলে দাবি করেছে এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত

“ভবিষ্যতের পথ নির্ভর করছে দিল্লি ও ইসলামাবাদের বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের ওপর। উত্তেজনাকর ভাষণের বদলে সংযম থাকা উচিত নীতিনির্ধারণে। নচেৎ গোটা অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও কোটি মানুষের দুর্ভোগ নেমে আসবে। বিশ্বের দরিদ্রতম জনগণের এক চতুর্থাংশ এবং ৩৫ কোটির বেশি অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই দুই দেশে বাস করে। ভারত ও পাকিস্তান দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে না। উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে ভারতের অগ্রগতি থেমে যেতে পারে এবং পাকিস্তানের ভঙ্গুর অর্থনীতি ভেঙে পড়তে পারে। তখন যেকোনও সাময়িক জয় অর্থহীন হয়ে পড়বে”

‘মব ভায়োলেন্স’ বন্ধ করতে হবে

সরকারিভাবে প্রচারমাধ্যমে মব ভায়োলেন্সের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যে যায় সে আর ফিরে আসে না। মব ভায়োলেন্সের নামে যাদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের পরিবারের অবস্থা কি আমরা একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজনবোধ করব না? আমাদের ভাবতে হবে, আজ যদি মব ভায়োলেন্সের নামে আমার একজন আপনজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়, তাহলে কেমন লাগবে? মব ভায়োলেন্স বা মব জাস্টিস অথবা গণপিটুনি যাই বলি না কেন, আর যেন এ ধরনের একটি মৃত্যুও আমাদের দেখতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ এবং অপরের প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ একজন আরেকজনের ভাই-বন্ধু-এ মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন একটি উন্নত দেশ গঠনে আমাদের এখনই উদ্যোগী হতে হবে

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

গত বছর মাসাধিককালব্যাপী চলা ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের নির্মম শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলে দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। দেশ নতুন করে আলোর পথে যাত্রা শুরু করে। নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিগত সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রতিটি সেক্টর বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থা থেকে দেশকে স্বাভাবিক পথে ধাবিত করা ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়। তারপরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নতি ও অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে, যা মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আগে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতা লক্ষ করা যেত, যা বর্তমানে অনেকটাই দূরীভূত হতে চলেছে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীনভাবে তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারছে। সৌদি আরব বাংলাদেশে একটি তেল শোধনাগার নির্মাণ করতে চাচ্ছে। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উন্নতমানের আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করার চিন্তাভাবনা করছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) তাদের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্টের (জিডিপি) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫০ দশমিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অর্থনীতির আকার বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে নবম। তবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আশাব্যঞ্জক উন্নতি না হওয়ার কারণে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। এডিবি এর আগে পূর্বাভাস দিয়েছিল, বাংলাদেশ চলতি অর্থবছরে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। এখন তা কমিয়ে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ করেছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ইস্যুটি। ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ) তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ বছর (২০২৫) মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশের উপরে থাকবে।

আবার বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খাদ্য খাতে বর্তমানে যে মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে, তা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং মন্থর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে নানা কারণ কাজ করছে। তবে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি না হওয়া। অতীতে দেখা গেছে, আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হলে কিছুদিন সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করলেও ত্বরিত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। কিন্তু গত আগস্টে সরকার পরিবর্তিত হওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এ অবনতির জন্য মূলত বিগত সরকারের ভুল নীতিই দায়ী। আওয়ামী লীগ সরকার আমলে পুলিশ বাহিনীকে দলীয় অস্ত্রধারী ক্যাডারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। হেন অপকর্ম নেই, যা পুলিশ দ্বারা করানো হয়নি। সরকারি দলের সমর্থনে অনৈতিক ভূমিকা পালনের কারণে পুলিশের নৈতিক মনোবল এখন শূন্যের কোঠায়। অতীতে একাধিকবার আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কোনোবারই পুলিশ থানা থেকে পালিয়ে যায়নি। কিন্তু গত বছর আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হলে অধিকাংশ থানা থেকে পুলিশ সদস্যরা পালিয়ে যায়। কোনো কোনো থানায় সেনাসদস্যদের প্রহরায় পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেছেন। এখনো পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অনেকেই দূরবর্তী স্থানে অভিযানে যেতে ভয় পান। সার্বিকভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা অনেকাংশে দায়ী। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অনেকেই সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। দেশে বিভিন্ন বাহিনী থাকলেও সামাজিক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের কোনো বিকল্প নেই। পুলিশ বাহিনীই একমাত্র সংগঠন, যারা তৃণমূল পর্যায়ের অপরাধীদের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আজ থেকে ৯ মাস আগে। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়েও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। সবচেয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে ‘মব জাস্টিসে’র নামে মানুষ হত্যার প্রবণতা। মব জাস্টিস শব্দটি সবসময়ই নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আসলে এটা মব জাস্টিস নয়, এটা মব ভায়োলেন্স। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে মব জাস্টিস বা মব ভায়োলেন্স বলে কোনো শব্দ নেই। সাধারণভাবে মব জাস্টিস বা মব ভায়োলেন্স বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়, যেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ওপর এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

BEST TAX EXPRESS INC.

ট্যাক্স

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন।

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং,অডিট,ফাইন্যানসিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং, অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও পে-রোল,আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ।

Individual And Business Tax, Audit, Financial Statement, Bookkeeping, Non-profit Business Setup, Licensing & Payroll, Specialized In IRS & NYS Tax Problem Resolution

FINANCE, ACCOUNTING, TAX FILING, AUDIT & CONSULTING
(Business & Non profit)

Call Us
+1 (646) 253-4798
+1 (718) 878-6878

Email Us
besttaxexpress@gmail.com

OpenTime
Seven Days in a Week
(07.00 AM - 10.00 PM)

Website
www.besttaxexpress.com

Endicott Branch
103 Washingtone Avenue 2nd Fl, Endicott, NY 13760

Main Branch
168-29 Hillside Ave. 2nd floor, Suit-2 Jamaica, NY 11432

Buffalo Branch
1288 Fillmore Avenue, Buffalo, NY 14211

Jamaica Branch
159-06 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Woodside Branch
69-07 Roosevelt Avenue 2nd Fl, Woodside, NY 11377

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ: পারমাণবিক ছায়ায় উত্তপ্ত সংঘাত

> এই নীতিগত দৃঢ়তা ও দূরদর্শী পদক্ষেপই নিশ্চিত করবে- এই উত্তপ্ত সময়ে বাংলাদেশ শুধু নিজেকে নিরাপদ রাখবে না, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারবে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি শুধু সীমান্তের নয়, পুরো উপমহাদেশের সংকট। দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এখন দরকার পরিণত মনোভাব, সাহসী শান্তির বার্তা, এবং আলোচনাপূর্ণ সমাধান। যুদ্ধ নয়, কূটনীতি হোক ভবিষ্যতের রূপরেখা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা যদি ধ্বংস, বিভ্রান্তি আর ক্ষোভ রেখে যাই, তাহলে আমরা ইতিহাসে শুধুই এক ব্যর্থ প্রজন্ম হয়ে থাকব। তাই আজকের এই উত্তপ্ত সময়ে সবচেয়ে জরুরি বার্তা-শান্তি চাই, যুদ্ধ নয়

মীর আব্দুল আলীম

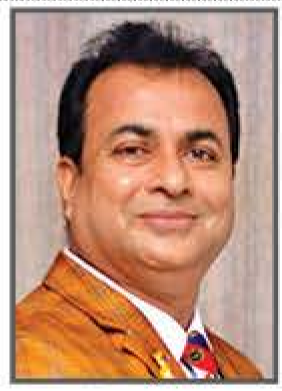

২০২৫ সালের মে মাসে, দক্ষিণ এশিয়া আবারও এক বিপজ্জনক সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনা এখন পূর্ণমাত্রার সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে কাশ্মীরের বিতর্কিত অঞ্চল। ২২ এপ্রিল পহেলগামে সংঘটিত এক সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তানকে এই হামলার জন্য দায়ী করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারত 'অপারেশন সিন্দুর' নামে একটি সামরিক অভিযান চালায়, যার লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থিত সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলো। এই অভিযানে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালানো হয়, যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা শুরু হয়।

এই সংঘাতে উভয় পক্ষের বহু বেসামরিক নাগরিক ও সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে। ভারতের দাবি অনুযায়ী, পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে ১৬ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছে, অন্যদিকে পাকিস্তান দাবি করেছে যে, ভারতীয় হামলায় তাদের ৩১ জন বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে।

উভয় দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে। এই সংঘাত কেবল দুই দেশের মধ্যকার নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে মে-এই সময়টা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে এক অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ-সংঘাতের সূত্রপাত হিসেবে। পাহালগামে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, ভারতের পাল্টা বিমান অভিযান, পাকিস্তানের জবাবি গোলাবর্ষণড্রুব মিলিয়ে যেন আগুনের ওপর ঘি ঢালার মতো অবস্থা।

কাশ্মীর বহুদিন ধরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকেই এ অঞ্চল নিয়ে দুই দেশের মধ্যে তিন-তিনবার যুদ্ধ হয়েছে। ২০২৫ সালের হামলা সেই রক্তাক্ত অতীতের নতুন সংস্করণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ভারতের পাহালগাম অঞ্চলে পর্যটকবাহী একটি বাসে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। ভারত তৎক্ষণাৎ পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী 'জইশ-ই-মোহাম্মদ' ও 'লস্কর-ই-তৈয়্যবা'র দিকে আঙুল তোলে। এরপরই শুরু হয় ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর'ড্রুপাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটিতে বিমান হামলা। পাকিস্তান পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় সীমান্তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে এবং নিজস্ব সামরিক অভিযানে নামে। এই পরিস্থিতিতে মনে প্রশ্ন জাগেড্রুউপমহাদেশ কি নতুন করে যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে?

ভারত ও পাকিস্তান-উভয় দেশই পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী। এমন দুটি রাষ্ট্র যদি সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়, তাহলে তা শুধু সীমিত পরিসরের থাকবে না, বরং একটি আঞ্চলিক বিপর্যয়ে রূপ নিতে পারে। বিশ্বের সামরিক বিশ্লেষকেরা বারবার এই অঞ্চলের ঝুঁকির কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত স্টিমসন সেন্টারের এক গবেষণায় বলা হয়েছেড্রু'যদি ভারত-পাকিস্তান পরমাণু সংঘাতে জড়ায়, তাহলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতে পারে ৫ কোটির বেশি মানুষের।' ভয়াবহ এই চিত্রই বুঝিয়ে দেয়, সামান্য উত্তেজনাও কেমন দুর্বিষহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

ভারতের ইঙ্গিতপূর্ণ ঘোষণা-ইন্দাস পানি চুক্তি স্থগিত করা হতে পারে। এটি শুধু কূটনৈতিক বার্তাই নয়, একপ্রকার "অদৃশ্য যুদ্ধ" শুরু করার হুমকিস্বরূপ। ইন্দাস চুক্তি (১৯৬০) ছিল একমাত্র সফল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যা এত যুদ্ধ-সংঘাতের পরেও কার্যকর ছিল। পাকিস্তানের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এই পানির ওপর নির্ভরশীল। ভারত যদি পানি আটকে দেয় বা সরাসরি চুক্তি বাতিল করে, তাহলে পাকিস্তানে খাদ্য উৎপাদনে ধস নামবে। কোটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, বাড়বে বেকারত্ব ও সামাজিক অস্থিরতা।

পাকিস্তান বর্তমানে গভীর অর্থনৈতিক সংকটে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মাত্র ৪.৫ বিলিয়ন ডলার। ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৫ বিলিয়ন ডলারে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানের অর্থনীতি একেবারেই ভেঙে পড়তে পারে। ভারতের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হলেও সামরিক খরচ, বিদেশি বিনিয়োগে পতন, এবং রাজনৈতিক চাপের কারণে তারাও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে পড়বে। ডলারের বিপরীতে রুপি দুর্বল হয়ে পড়বে, জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে। যুদ্ধ কখনোই অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর নয়। যুদ্ধ মানেই উন্নয়ন স্থবির, বাজেট ঘাটতি, কর্মসংস্থানে স্থবিরতা এবং সর্বোপরিড্রুজনগণের দুর্ভোগ।

যখন দুই পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নড়েচড়ে বসে। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরব সবাই সংযম ও আলোচনার আহ্বান জানালেও কারও অবস্থান সরাসরি একপক্ষের পক্ষে নয়। চীন পাকিস্তানের ঐতিহ্যগত বন্ধু, তবে অর্থনৈতিক স্বার্থে ভারতে বিনিয়োগও করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চায় না এ অঞ্চলে যুদ্ধ হোক, তবে ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষার কৌশলে কাজে লাগাতে চায়। এই দ্বৈত নীতি দক্ষিণ এশিয়াকে আরও জটিল কূটনৈতিক মঞ্চে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশ সরাসরি এই উত্তেজনার অংশ নয়, তবে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভব করতে হবে। ভারত যদি অভ্যন্তরীণ সংকটে পড়ে, সীমান্ত বা এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

এবারের বাজেট হোক সাধারণ মানুষের

মনজু আরা বেগম

দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ কীভাবে তাদের প্রাত্যহিক জীবন অতিবাহিত করছেন, এ খবর ক'জন রাখেন? দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে সীমিত আয়ের মানুষ এখন দিশেহারা। জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে বাড়তি অর্থ গুনতে গিয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময় উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে জর্জরিত পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখন মাইনাসে এসেছে। এ দেশ দুটিতে এখন দ্রব্যমূল্য বাড়ছে না বরং কমছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে পারলেও বাংলাদেশ এখনো পারছে না। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, খাদ্যমূল্যস্ফীতির তালিকায় বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে রয়েছে। টানা দশ মাস খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের বেশি ছিল। ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের নিচে নামে। বিবিএসের হিসাবে ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৪৪ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতে বর্তমানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৫.৭ শতাংশ। নেপাল ও মালদ্বীপে ৭.৭ ও ৭.৪ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে এপ্রিলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৯ শতাংশ।

বিগত সরকারের সময়ের বহুল আলোচিত চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি, বরং বলা যায় আরও বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছে এবং ক্রমাগত হচ্ছে তা পত্রিকার পাতা উল্টালেই জানা যায়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নিতে আমরা দেখছি না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাজার তদারকি নেই বললেই চলে। যা আছে, তা বলা যায় লোক দেখানো। বাজারের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের খেয়ালখুশিমতো দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ছে। ফলে দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিগত সরকারের ১৫ বছরের শাসনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হলেও এর বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো উপায় ছিল না। দুর্নীতি সর্বকালের সব রেকর্ড ভেঙেছে। জুলাই অভ্যুত্থান যার অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু যে দুর্নীতি, যে চাঁদাবাজি, যে রাজনৈতিক দখলদারত্বের কারণে জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো, তা থেকে কি আমরা সাধারণ মানুষ নিষ্কৃতি পেয়েছি? গণমাধ্যমের কল্যাণে প্রতিদিন যা ঘটছে, যা দেখছি, তাতে করে শুধু আশাহতই হচ্ছি না, সেই সঙ্গে এ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের কর্মকাণ্ড নিয়ে জনমনে বড় ধরনের আশঙ্কা জন্ম নিচ্ছে। আমরা কি ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করব না? দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহিদদের রক্তের সঙ্গে জুলাই অভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের রক্তের সঙ্গে এভাবেই প্রতারণা করে যাব?

মূল্যস্ফীতির প্রভাবে বিগত দুবছরে অতি দরিদ্র হয়েছে ৩৮ লাখ মানুষ। অর্থনৈতিক বৈষম্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিবিএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে বেকার ২৬ লাখ ৬০ হাজার, যা ২০২৩ সালে ছিল ২৪ লাখ ৯০ হাজার। এক বছরে বেড়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ও বেকারত্ব দূর করা না গেলে দারিদ্র্যের হার বাড়তেই থাকবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বেকার সমস্যা দূর করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আসন্ন বাজেটে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, কারণ এ খাতে স্বল্পপুঁজিতে অধিক কর্মসংস্থান সম্ভব। আসন্ন বাজেটে খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি, শিল্পসহ জীবন ধারণের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশে ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে আয় ও ভোগের বৈষম্য মারাত্মকভাবে বেড়েছে। দেশের সম্পদ ও আয় শীর্ষ পাঁচ শতাংশ ধনীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছাত্র ও তরুণ জনগোষ্ঠী বেসরকারি খাতে চাকরি পেতে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, যা তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির কারণে কমে গেছে তাদের সুযোগ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাথাপিছু জিডিপি আয়ে বাংলাদেশ উন্নতি করলেও দেশটিতে সম্পদ বৈষম্য আগের তুলনায় বেড়েছে। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি ব্যবসার ক্ষেত্রে এখনো বড় প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। একদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, অন্যদিকে আমরা চড়া দামে ভেজালমিশ্রিত বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্যসহ জীবনরক্ষাকারী ওষুধ ক্রয় করছি। বিষাক্ত কীটনাশকযুক্ত খাবার খেয়ে মরণব্যাধি ক্যানসার, কিডনি ফেইলিউর, হৃদরোগসহ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, যার চিকিৎসা করাতে গিয়ে মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের এ উর্ধ্বগতি দ্রুত রোধ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

> বিষয়টি নিয়ে অনেক লেখালেখি, আলোচনা, সমালোচনা হলেও কোনো সরকার এদিকে কোনো নজর দেয়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে বাজেটে সঠিক দিকনির্দেশনাসহ বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। এবারের বাজেট কোনো রাজনৈতিক/দলীয় সরকারের বাজেট নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেট। কাজেই এ বাজেটে গরিব ও নিম্ন আয়ের মানুষ, তথা সুবিধাবঞ্চিত ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রাখতে হবে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে গতানুগতিকতার উর্ধ্ব উঠে জনকল্যাণমুখী ও প্রবীণবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আলোচিত বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসবে, এটাই গণমানুষের প্রত্যাশা

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD
Emirates
QATAR AIRWAYS
KUWAIT AIRWAYS
দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ
কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১৮ বছরের অভিজ্ঞ
মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৮ বছরের অভিজ্ঞ
জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১০ বছরের অভিজ্ঞ
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
Price Can Be Change Anytime.
digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com
OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM
*Terms & Condition may apply. See store for details.

মওলানা ভাসানী যদি বেঁচে থাকতেন!

ড. মাহবুব উল্লাহ্

গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ভারতে নদীটির নাম গঙ্গা আর বাংলাদেশে পদ্মা। পদ্মা মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

ভৌগোলিকভাবে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে। শীত মৌসুমে হিমবাহটি বরফ জমে স্ফীত হয় এবং উষ্ণ মৌসুমে বরফ গলে গঙ্গা নদীতে পড়ে। মৌসুমি বৃষ্টির সময় গঙ্গার প্রবাহ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে। তারপর বৃষ্টিক্ষীণ অথবা বৃষ্টিহীন দিনগুলোতে এ নদীর প্রবাহ হ্রাস পায়।

পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, গঙ্গার উৎপত্তি মহাদেবের জটা থেকে। পশ্চিমবঙ্গের এক গায়ক গেয়েছেন, 'নেমেছিল গঙ্গা নদী মহাদেবের জটা থেকে, দুঃখ পেলেম যেথায় তাকে কলের জলে বন্দি দেখে।' গানটির রচয়িতার দুঃখ, গঙ্গার পবিত্র জলকে পৌর করপোরেশন শহরে জল সরবরাহের জন্য পাইপের মধ্যে বন্দি করেছে। এ গীতিকার ফারাক্কা বাঁধের কথা ভাবেননি। ফারাক্কায় গঙ্গা নদীতে বাঁধ দিয়ে ভারত নদীটির স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ করে শেষ বিচারে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের জনগণের জন্য মহাসর্বনাশ ডেকে এনেছে। ভূ-রাজনীতির কূটচালে উভয় দেশের জনগণই বন্দি। তার সঙ্গে বলিদান করা হয়েছে দুই দেশের জনগণের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতিকে।

ভারত আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করে না। তাই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গার পানিবণ্টন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান নিকট ভবিষ্যতে আশা করা দুরাশামাত্র। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো নেতা যদি আজও বেঁচে থাকতেন, তাহলে স্লোগান তুলতেন, 'মরণবাঁধ ফারাক্কা, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও'। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতাকে জনগণের পক্ষে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাজে লাগাতে তার জুড়ি ছিল না।

ভারতের একতরফা গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের কারণে যে শুধু বাংলাদেশের পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়; বরং এর ফলে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, বন ও নৌপরিবহণ ব্যবস্থাও ব্যাপক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। এ বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আসে ২৯ অক্টোবর ১৯৫১ সালে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার গ্রীষ্মকালে গঙ্গা নদী থেকে বিপুল পরিমাণ পানি পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদী পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অপসারণ করার ভারতীয় পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত জবাব দেয়, তাদের এ পরিকল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এবং এর ফলাফল সম্পর্কে পাকিস্তানি উদ্বেগ একটি তত্ত্বীয় ব্যাপার। সেই থেকে গঙ্গার পানিবণ্টন নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা শুরু। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক আলোচনা করে। কিন্তু এ আলোচনা যখন চলছিল, তখন ভারত ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণকাজ অব্যাহত রাখে এবং ১৯৭০ সালে এর কাজ সমাপ্ত করে। বাঁধটির অবস্থান বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে মাত্র ১৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

১৯৭৪ সালের ১৬ মে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গার পানিবণ্টন নিয়ে এক যৌথ বিবৃতি দেন। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, উভয় দেশ একটি চুক্তিতে আসার আগে ভারত ফারাক্কা বাঁধ চালু করবে না। যদিও বাঁধের একটি অংশ পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২১ এপ্রিল ১৯৭৫ থেকে ২১ মে ১৯৭৫ ভারতকে গঙ্গা থেকে ৩১০ থেকে ৪৫০ কিউসেক পানি অপসারণের অনুমতি দেয়। কিন্তু তারপর ভারত এ নিয়ে কোনো রকম আলোচনা করতে অরাজি থাকে। সেই যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঙ্গা থেকে ফিডার ক্যানেল দিয়ে পানি প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া হয়, তা ভারত আজও অব্যাহত রেখেছে।

মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অন্যতম একটি প্রধান ঘটনা হচ্ছে ফারাক্কা লংমার্চ সংঘটিত করা। মওলানা সাহেব যখন ফারাক্কা লংমার্চের নেতৃত্ব দেন, তখন তার বয়স ৯০ বছরের বেশি। ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে মওলানা ভাসানী বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। '৭৬-এর ১৮ এপ্রিল হাসপাতাল থেকে ফেরার পর তিনি ঘোষণা দেন, ভারত যদি বাংলাদেশকে পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাহলে তিনি লংমার্চ করবেন। তার এ কর্মসূচি জনগণকে চমকে দিয়েছিল। তার যে বয়স, সে বয়সে কারোর লংমার্চের মতো কর্মসূচি পালনের কথা নয়। তিনি ঘোষণা দেন ১৬ মে রাজশাহী শহর থেকে লংমার্চ শুরু করবেন। প্রাথমিকভাবে ১৯৭৬ সালের ২ মে মওলানা ভাসানীকে প্রধান করে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট 'ফারাক্কা মিছিল পরিচালনা জাতীয় কমিটি' গঠন করা হয়। এরপর এ কমিটির সংখ্যা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফারাক্কা মিছিলকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। মিছিল শুরু করার আগে তার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একাধিক পত্র বিনিময় হয়েছিল। এ চিঠিগুলো কূটনৈতিক পরিশীলতায় ঋদ্ধ এবং যার যার অবস্থান থেকে অনড়। ভারত ও বাংলাদেশের কূটনীতির ইতিহাসে এ চিঠিগুলোর গুরুত্ব কখনোই হারিয়ে যাবে না। মওলানা ভাসানী সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার ফারাক্কা মিছিল চালিয়ে যান।

রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দান থেকে মিছিলটি শুরু হয় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী একটি নদীতে নৌকার মাধ্যমে ব্রিজ সৃষ্টি করে মিছিলকারীদের নদী পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘ মিছিলের পথে মিছিলকারীদের সম্বল ছিল কিছু শুকনো খাবার। মিছিল রাজশাহীর কানসাটে গিয়ে সমাপ্ত হয়। পরদিন পত্রিকায় দেখা গেল, ভারত সীমান্তে বিএসএফ বাহিনী মাটিতে শুয়ে বাংলাদেশের দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। তারা ভেবেছিল, এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, অধিকাংশ শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ পানি পায়নি। এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে। ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক নদীর পানিবণ্টন হবে সমতা ও অনুল্লেখযোগ্য ক্ষতির ভিত্তিতে (ঘড় ৎরমহরভরপধহঃ যধৎস)। ভারত কি এই নীতি মেনে সুসভ্য দেশের মতো আচরণ করবে? আমার অন্তত মনে হয় না। অথচ মেকং অববাহিকার দেশগুলো একটি চমৎকার চুক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নদীর পানিবণ্টনে পানির গুণগত মান একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ ছাড়া নদীর প্রবাহ চালু রাখতে নদীর জন্য সুনির্দিষ্ট একটি হিস্যা (২০-৩০ শতাংশ) নদীকে ছেড়ে দিতে হবে। নয়তো নদীর মৃত্যু হবে। ভারতের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য তাদের পূজিত নদী গঙ্গারও একদিন মৃত্যু ঘটতে পারে

বাংলাদেশের তারুণ্যের বিশ্বজয়

ফয়সাল আহমেদ

সম্ভাবনাবিহীন একটি দেশ। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ জাগরণের কারণে বাংলাদেশের পরিচয় বিশ্বে পাল্টে যায়। এরপর বাংলাদেশের পরিচিতি হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শান্তিতে নোবেলজয়ী দেশ হিসেবে। কদিন আগেও বিদেশে গেলে বলত তুমি কি ড. ইউনূসের দেশের? এখন বাংলাদেশকে বিশ্ব চিনছে তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর একটি সম্ভাবনাময় হিসেবে। তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি দেশ, যে দেশের তরুণরা স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে এবং স্বপ্নপূরণের জন্য আত্মত্যাগ করে। আগামীর ভবিষ্যতের জন্য তরুণরা বর্তমানকে বিসর্জন দেয়। এ রকম তরুণসমাজ বিশ্বে আর আছে কি? আর এ জন্যই সারা বিশ্বে তারুণ্যের অহংকার জুলাই বিপ্লবের নায়করা। বিশ্বকে বদলে দেওয়ার পথপ্রদর্শক আমাদের তরুণসমাজ

আমাদের তরুণরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সারা বিশ্বের উদাহরণ এখন আমাদের তরুণসমাজ। আমাদের তরুণসমাজের ডিকশনারিতে 'অসম্ভব' বলে কিছু নেই। অসম্ভবকে জয় করার এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণসমাজ আমাদের জাতির জন্য সত্যিকার অর্থে একটি অনুপ্রেরণার উৎস। তরুণরাই আমাদের পথ দেখাচ্ছে। তরুণরাই নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে যোদ্ধা। তারাই বাংলাদেশকে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে, নিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের সোনালি বন্দরে।

বাংলাদেশ নামের দেশটা তারুণ্যের সৃষ্টি। বাংলাদেশের যত অগ্রগতি, যত অর্জন সব কিছু তারুণ্যের হাতেই। তরুণরাই এ দেশকে জন্ম দিয়েছে, তরুণরাই এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেকোনো সংকটে, যেকোনো দুর্যোগে তরুণরাই যেন পথ দেখিয়েছে। তরুণরাই যেন জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। এটা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীর আর কোনো দেশ নেই, যেখানে তরুণরা একটা দেশ বিনির্মাণ করে, তরুণরা যেকোনো সংকটে সব সময় কাণ্ডারি হয়ে সামনে আসে। আমাদের তরুণরা যেমন '৫২-র ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিল, আমাদের তরুণরা যেমন আত্মত্যাগ করে রক্তের বিনিময়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনেছিল, ঠিক তেমনি আমাদের তরুণরা '২৪-এ অকুতোভয় ভয় চিত্তে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়েছে। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বুলেটকে বরণ করে ফ্যাসিবাদকে বিদায় করেছে আমাদের তরুণসমাজ।

এ দেশে ১৫ বছর ধরে জগদ্দল পাথরের মতো একটি স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম ছিল। মানুষের ভোটের অধিকার হয়েছিল ভূলুণ্ঠিত। অর্থনৈতিক লুটপাটের এক রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বদলে একটি লুটতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে রকমই একটি দুর্বিষহ এবং দমবন্ধ অবস্থায় যখন মানুষ আশা ছেড়ে দিয়েছিল, সমস্ত স্বপ্ন মানুষের বিলীন হয়েছিল, এ দেশের মানুষ যখন কার্যত ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল ঠিক সেই সময় তরুণরা গর্জে উঠল। তারা দেখাল যে কিভাবে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হয়, কিভাবে ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করতে হয়। জুলাই বিপ্লব যে সফল হবে, জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে যে একটি সর্বব্যাপী রাহুর গ্রাস থেকে বাংলাদেশ মুক্তি পাবে সেটা শুরুতে কজন ভেবেছিল? কিন্তু যা অসম্ভব সেটা সম্ভব করে আমাদের তরুণসমাজ, আমাদের শিক্ষার্থীরা। আবু সাঈদ, মুগ্ধর রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি নতুন স্বাধীনতা। নতুন স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের তরুণসমাজ পথভ্রষ্ট হয়নি। তারা হাল ছেড়ে দেয়নি। তারা নতুন বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তরভাবে। এমনটি নয় যে বিপ্লবোত্তর সময়ে তরুণরা সব দায়িত্ব শেষ করে চলে গেল। এখানেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের গণজাগরণ এবং তারুণ্যের বিপ্লবের সঙ্গে বাংলাদেশের বিপ্লবের পার্থক্য। আমরা দেখেছি যে গাজার গণহত্যা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তারুণ্যের দ্রোহ হয়েছিল। কিন্তু সেই তারুণ্যের দ্রোহ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে পারেনি। আবার আমরা দেখি যে আরব বসন্তের সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তারুণ্যের যে ঐতিহাসিক জাগরণ, সেই জাগরণ তিউনিসিয়া কিংবা মিসরে পরিবর্তন আনতে পারেনি। বরং তারুণ্যের বিপ্লবের পর দেশ অন্যপথে চলে গেছে। প্রতিবিপ্লব বিপ্লবের অর্জনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বাংলাদেশে তেমনটি হয়নি। আমাদের তরুণসমাজ যেন অতন্দ্রপ্রহরীর মতো জেগে আছে সে পর্যন্ত যে পর্যন্ত জনগণের স্বপ্ন পূরণ না হবে। সে পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবে নাড়এমন একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোবল আমাদের তরুণসমাজের মধ্যে।

জুলাই বিপ্লবের পর এ দেশে নানা রকম ষড়যন্ত্র হয়েছে। কারণ একটি ফ্যাসিস্ট সরকার যখন ১৫ বছর জগদ্দল পাথরের মতো ক্ষমতা আঁকড়ে থাকে, তখন সমস্ত সমাজের মধ্যে পচন ধরে, ঘুণ ধরে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি কাঠামোতে। আমাদের বিচার, আমাদের প্রশাসন, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীসহ রাষ্ট্রের সব কিছুই পদস্খলিত হয়েছিল। সেখান থেকে দেশকে একটা নতুন স্বপ্নের পথে নিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ। এর মধ্যে নানা রকম প্রলোভন থাকে, থাকে পথভ্রষ্ট হওয়ার নানা রকম হাতছানি। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে আমাদের তরুণরা যেন তাদের আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল। আমাদের তরুণরা একটা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। কেমন হবে সেই বাংলাদেশ? আমাদের তরুণদের স্বপ্নের বাংলাদেশ হলো বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব নাগরিক সমান অধিকার পাবে। রাষ্ট্রের মধ্যে দুর্নীতি থাকবে না, অনিয়ম থাকবে না, রাজনীতি হবে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক। ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকবে না। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে। যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য নিশ্চিত হবে। কেউ পক্ষপাতিত্বের শিকার হবে না। অযথা কেউ হয়রানির শিকার হবে না। এমন একটি ঐক্যের বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে আমাদের তরুণসমাজ। এমন স্বপ্ন দেখেছিল আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১-এ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। স্বাধীন দেশে তরুণরা পথ দেখাতে পারেনি। তারা বিভ্রান্তির চোরাগলিতে আটকে পড়েছিল অথবা ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু এবারের জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের জন্য শুধু নয়, বিশ্বের জন্যই একটা অনুকরণীয় উদাহরণ। আমাদের তরুণসমাজ বিপ্লবের পর রাষ্ট্রযন্ত্র জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। এখনো তাদের আন্দোলন শেষ হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা চলতেই থাকবে। আমাদের তরুণরা জুলাই বিপ্লবের পর বিচার বিভাগের সংস্কার করেছে। ঘুণে ধরা এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

NEW YORK STATE & BERMUDA
LIONS
INTERNATIONAL
EXCELSIOR
MD20
ANNUAL LIONS CONVENTION
MAY 18
MD-20 Lions
Convention 2025
District 20 R2
VOTE
★ Make Your Voice Heard ★
MY VISION
Supporting Club Excellence
Serving with Purpose
Building Stronger Connections
DATE & TIME
SUN, MAY 18,2025
2025
ELECTION
VOTE
FOR
DISTRICT 2ND
VICE-
GOVERNOR
(2025-2026)
LION SHAH
M NAWAZ,
PMJF
COURTESY: New York Bangladeshi American Lions Club
Lion Rocky Aaliyan, MJF – President,
NYBALC
Lion JFM Rasel, MJF – Cabinet Secretary,
District 20-R2
Secretary, NYBALC

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির
অভিষেক ২০২৫
জনাব,
আসসালামু আলাইকুম, আসছে ২৬ই মে, ২০২৫ রোজ সোমবার জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক-এর নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ২০২৫ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
অভিষেক কমিটির শপথ গ্রহনের পাশাপাশি থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশ্যভোজ।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
স্থান : কুইন্স প্যালেস, ৩৭-১১ ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭
সময় : সন্ধ্যা ৭.০০ টা
আমন্ত্রণে
মোঃ আজিজুল হক
আহ্বায়ক
৬৪৬-৫৭৫-২৯৪৪
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম
প্রধান সমন্বয়কারী
৯১৭-৮৩২-২০৩০
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সদস্য সচিব
৩৪৭-৫৩৮-২২৬৮
মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
সভাপতি
৯১৭-৫১৯-১১৫১
মোহাম্মদ মসিউর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-২৩৫-৩৪১২

GOLDEN AGE HOME CARE
SHAH NAWAZ MBA
PH: 718-775-7852
PRESENTS
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
GRAND SPONSOR
FOR SPONSOR AND STALL PLEASE CONTACT
347-476-9424
SHAH SHAHIDUL HAQUE
(STALL) 347-484-0637
BANGLADESH HERITAGE
CELEBRATION 2025
পথমেলা
২০২৫
24Th MAY 2025
SATURDAY
12PM TO 9PM
PLACE:
37 AVE, 37 ROAD ON 76 STREET,
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
১ম পুরস্কার
উপস্থাপনায়
মিয়া মোহাম্মদ দুলাল
প্রধান অতিথিঃ জনাব, শাহ্ নেওয়াজ এম,বি,এ
অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেনঃ এম, এম, শাহীন (চেয়ারম্যান, বোর্ড অব এডিটরস, সাপ্তাহিক ঠিকানা), গিয়াস আহমেদ (প্রেসিডেন্ট জে.বি.বি.এ , রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব)
আতাউর রহমান সেলিম (প্রেসিডেন্ট) ও মোহাম্মদ আলী (সেক্রেটারী) - বাংলাদেশ সোসাইটি, আব্দুর রহিম হাওলাদার (কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার), মফিজুর রহমান (জে, বি, বি এ)
বিশেষ অতিথিঃ নুরুল আজীম (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), জাহিদ আলম (সম্পাদক, সাপ্তাহিক ইনকেলাব), মহীউদ্দীন দেওয়ান (সিনিয়র সহ- সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি), দুলাল বেপারী (প্রেসিডেন্ট - ঢাকা জেলা সমিতি), সাকিল মিয়া, প্রেসিডেন্ট- জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, লায়ন রকী আলাহিন (প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ-আমেরিকান লায়ন ক্লাব)
আহ্বায়কঃ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, প্রধান সমন্বয়কারীঃ কামরুজ্জামান বকুল
সমন্বয়কারীঃ তরিকুল ইসলাম বাদল, সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপদেষ্টাঃ এড. রেদওয়ানা রাজ্জাক,
সদস্য সচিবঃ অনিক রাজ, যুগ্ম সদস্য সচিবঃ খায়রুল ইসলাম খোকন
সভাপতিঃ শাহ্ শহীদুল হক
৩৪৭-৪৭৬-৯৪২৪
সাধারণ সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আব্দুস সোবাহান
৬৪৬-৩৭১-৩৬৪১
POWERED BY:
Empire Care Agency
NURUL AZIM
KR SHERA INC
SYLHET MOTORS
All County Health Care
Abdul Kadar CEO
KIM & ASSOCIATES P.C
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney At Law
Immigrant Elder Home Care LLC
GIASH AHMED CEO
FAHAD SOLAIMAN CEO
Fauma Innovative
SHAJADI PARVIN SARAH
1st AIDE HOME CARE INC
ZAM ZAM TRAVEL
STAR FURNITURE
MEDIA PARTNER
ঠিকানা
আজকাল
ইনকিলাব
ORGANIZED BY:
WORLD HUMAN RIGHTS DEVELOPMENT USA
37-47 73RD ST, SUITE#207, JACKSON HEIGHTS, NY-11372

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য **COMMITTED HOME CARE** নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

Bangladeshi American Friendship Society of New York Inc.
& 66 Precinct Community Council
Presents
BROOKLYN FAIR
ব্রুকলিন মেলা
MAY 31TH 2025 SATURDAY
Powered by
MHC
PLACE: CHURCH AVENUE
(Corner of Mcdonald Ave & Church), Brooklyn
Grand Sponsor
CAREGIVER PRO
Title Sponsor
GOLDEN AGE
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Ph: 718-775-7852
PERRY D. SILVER
Attorney at Law
Ph: 917-533-1033
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
DESHBANGLA PHARMACY
CONEY ISLAND HARDWARE & BUILDING SUPPLIES
NAZ PHARMACY
HAMZA AUTO REPAIR
Law Office Of Michael Gosi Esq. And Associates, P.C.
Fresh Food
FixMyCar
NY INSURANCE BROKERAGE
Gold Sponsor
Empire Care Agency
NURUL AZIM
Silver Sponsor
Platinum Sponsor
ALEGRA HOME CARE INC
Platinum Sponsor
Maimonides Health
MEDIA PARTNERS
TIME
ntv
বাংলা পত্রিকা
আজকাল
SATV
চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ব্রুকলিনে
উত্তর আমেরিকার
সর্ববৃহৎ পথ মেলায়
সংগীত পরিবেশন করবেন
দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ
Utshob Group
আহ্বায়ক
শাহ নেওয়াজ
প্রধান উপদেষ্টা
এটর্নী মঈন চৌধুরী
সদস্য সচিব
ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান
রায়হান জামান
চীফ কো-অর্ডিনেটর
নুরুল আজিম
সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান
অনিক রাজ
কো-চেয়ারম্যান
শাহাব উদ্দিন সাগর
কো-অর্ডিনেটর
আহসান হাবিব
অভ্যর্থনা চেয়ারম্যান
জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী
Ashiana
QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
Farhad CPA & Associates
Reliable Home Care
TEL: 718-785-9700
Send Money To Your Loved Ones
Immigrant Elder Home Care LLC
FAHAD SOLAIMAN
CEO
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
কাজী আজম
সভাপতি
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮
এস.এম ফেরদৌস
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৩৩১-৪১০০
প্রচারে: আশরাফুল হাসান

Malikah combating hate and building community in Queens

Ajkal Desk

Malikah is an Astoria-based, women-led grassroots nonprofit dedicated to combating violence and building power and safety for all women and girls.
Originally launched as a program, Malikah has grown into a multifaceted organization offering self-defense training, healing justice, financial literacy education and community organizing programs.
The group also runs a mutual aid hub, helping to combat food insecurity through free meal distribution and cash assistance.
While Malikah primarily focuses on middle-class, working North African women, it extends services to all women from marginalized communities. Its programs aim to address systemic inequality and empower women to reclaim their safety and agency.
Malikah was founded by Rana Abdelhamid, who now serves as the organization's executive director. Abdelhamid started the initiative after experiencing hate violence as a teenager growing up in post-9/11 Queens.
"I unfortunately grew up in New York City, in Queens. I grew up in a post-9/11 New York and at the time there was an uptick in hate-based attacks impacting Muslims, particularly Muslim women because of the visibility of our identity, the hijab. Unfortunately, I was assaulted as a teenager for wearing a hijab when I was walking down the street in Queens and that experience empowered me to try and think about the safety for my community more broadly," said Abdelhamid.
Following the attack, she drew on her years of karate training to teach self-defense as a method of empowerment and protection. Since 2010, Malikah has trained nearly 4,000 people across 35 countries in self-defense.
In addition to self-defense classes, Malikah offers a range of services that have had a measurable impact on the Queens community.
The organization's direct service work has reached more than 15,000 people through programs such as the Astoria Halal Community Fridge, food distributions, and financial support for those struggling with rent, legal fees, and other essential costs.
"Some of my favorite programs is the Pilates class," said Mariama M. "Every Sunday they have a Pilates class; it's very accessible and it's in a space where it's only us Muslim women."
Malikah also hosts a variety of community-building events throughout the year, including the Ramadan Queens Night Market, the Astoria Halal Fest, and, most recently, the Sham-Al-Naseem Picnic held on April 27 in Astoria Park.

(Source-Astoria post)

NYCHA Hiring With No Education Requirements

Shah Nawaz

The New York City Housing Authority is seeking to fill various positions throughout the city. Job seekers applying to be a caretaker do not need to meet any education requirements.
Job duties include driving development vehicles, assisting in debris pick-up, assisting in emergency snow removal in the winter, and preparing apartments for move-outs. The salary range is $36,006 to $50,569. Applicants must have a valid driver's license and be able to drive a manual transmission.
Click on the links below to apply:
Caretaker X: Bronx (Job ID: 713771)
Caretaker X: Bronx (Job ID: 713706)
Caretaker X: Brooklyn (Job ID: 713163)
Caretaker X: Brooklyn (Job ID: 713844)
Caretaker X: Manhattan (Job ID: 713254)
Caretaker X: Staten Island (Job ID: 713349)
The positions are listed on Jobs NYC, the official careers website of the City of New York.

India concerned over ban on AL activities

Ajkal Desk

India has expressed concern over interim government's decision to ban political activities of Awami League (AL) and all its affiliated, associated, and like-minded organizations. The Indian Ministry of External Affairs (MEA) stated that the move did not follow due democratic process. During the MEA's weekly press briefing in New Delhi on Tuesday, ministry spokesperson Randhir Jaiswal responded to a query regarding the ban, stating, "As a democracy, we are naturally concerned when democratic freedoms are curtailed in a neighboring country." Jaiswal added, "There are established procedures in any democracy when it comes to banning a political party. It appears that those procedures were not adequately followed in this case." The weekly briefing resumed after a brief suspension due to recent India-Pakistan tensions. Although most questions focused on regional conflicts, the issue of Bangladesh's political developments was raised, reflecting growing regional interest. "India has consistently supported the democratic process in Bangladesh," Jaiswal said. "The move to outlaw a major political party without adhering to democratic norms is concerning. It restricts political space and undermines democratic freedoms." He also reiterated India's longstanding position: "We hope to see a free, fair, and inclusive election in Bangladesh at the earliest."

2-21 Malt Drive, a 38-story development on the Long Island City waterfront. HPD is holding a lottery for 244 of the building's 811 units. The lottery is for applicants earning 130% of the Area Median Income.

Housing lottery receives 6 million applications for just 10,000 units

Ajkal Desk

New York City's housing crisis is no secret and the city's low-cost housing landscape remains extremely difficult to navigate, including a housing lottery system theoretically devised to provide a solution for the dire need for accommodation.
A problem that has been brewing for decades, the housing crisis continues to get worse, with vacancy rates dropping to 1.4% citywide and under 1% for units priced $2,400 or lower, according to the Department of Housing Preservation and Development (HPD).
Meanwhile, rents continue to climb, with a 2024 report from New York City Comptroller Brad Lander finding that the median asking rent for available apartments across NYC was $3,500 a month. A household would have to earn $140,000 per year in order to afford such a unit based on the nationwide standard, suggesting that households should spend no more than one-third of their income on housing.
In recent decades, the city and state have implemented numerous initiatives to combat the affordability crisis, including widely promoted housing lotteries, which give middle-income New Yorkers a chance to apply for below-market-rate units in new developments. However, the lottery system — overseen by HPD and accessed through the online NYC Housing Connect platform — is overwhelmed with applications and feeling the strain of the crisis. In 2024 alone, Housing Connect received six million applications for just 10,000 available units
HPD acting Commissioner Ahmed Tigani testified at an April 29 City Council hearing on the Housing Connect system and noted that each new development typically receives an average of 16,000 applications— underscoring the scale of the city's ongoing housing crisis.
(Source-Astoria Post)

Cuomo campaign risks fresh penalty

Ajkal Desk

The billionaire-backed political action committee supporting Andrew Cuomo for mayor made a $675,000 ad buy last week for the same commercial that earned his campaign a six-figure penalty — which they could soon see doubled.

A new disclosure filing on behalf of Fix the City, an independent expenditure group that's raised more than $8 million through unrestricted donations from titans of real estate, finance and technology, spent $675,000 on an ad buy last Friday, May 9. That purchase came a week after a buy of more than $622,000 for the same ad.

On Monday, the New York City Campaign Finance Board penalized Cuomo $622,056 — the exact amount Fix the City spent on the May 2 ad. A member of the board said Monday that they believed the Cuomo campaign had improperly coordinated with the PAC before the ad's release, in a practice known as "redboxing" that is illegal under New York City campaign finance law.

Good government experts told Gothamist that the campaign should face another penalty for the second ad buy.

"If the Campaign Finance Board is being consistent and logical, they'll dock the Cuomo campaign $675,000 in applied-for matching funds," said John Kaehny, head of the government watchdog nonprofit Reinvent Albany.

A spokesperson for the Campaign Finance Board declined to comment on Tuesday. But at Monday's meeting, board member Richard Davis explained that the board "has reason to believe Fix the City's $622,056 expenditure for an ad distributed on May 4th, 2025 was not independent of the Cuomo campaign."

Rich Azzopardi, a spokesperson for the Cuomo campaign, declined to comment.

Under their rules, the board can determine that an outside group's spending was not independent if they used information that a candidate "knew or should have known" the group would employ. The city adopted new rules last year that make campaigns that engage in redboxing liable for the amount the outside group spent.

Kaehny said the City Council should increase the penalties for coordinating with a super PAC — to 15 times the amount of the coordinated expenditure.

The average donation to Fix the City is nearly $69,000 as of the latest filing, which is more than 18 times the $3,700 maximum an individual donor can give to a candidate's campaign committee, even if they have opted out of the matching funds program.

A spokesperson for Fix the City said the group was adhering to the law.

"Fix the City is mindful of the CFB's preliminary position and will proceed — as always — in a manner that is both consistent with the law and makes the case that more than ever, Andrew Cuomo is the mayor for this moment," Liz Benjamin, a spokesperson for Fix the City, said in a statement.

On Monday, the Board said it was responding to an initial complaint filed by state Sen. Zellnor Myrie, one of Cuomo's opponents in the race, accusing his campaign of using a portion of its website to communicate key messages and strategy with independent groups supporting the campaign.

Davis said the board's investigation was ongoing. He noted that the $622,000 docked from Cuomo's matching funds would be counted as an in-kind donation that would also count towards the $8 million spending limit for the June primary.

Fix the City committee received its largest single contribution to date last Thursday. DoorDash, the online food delivery company, made a $1 million dollar donation to the group, which was first reported by Politico New York. Other Fix the City supporters include real estate titans Barry Diller and Peter Fine, who each donated $250,000; Trump-supporting hedge fund manager Bill Ackman and Hess Corporation CEO John Hess, who also donated $250,000 each.

City Comptroller and mayoral candidate Brad Lander, who sponsored the law that requires independent expenditure groups to file disclosure statements, sought to spotlight Fix the City's most recent donation from DoorDash by holding a press conference Tuesday joined by a deliverista, who Lander said faced a potential loss of minimum pay and workplace protections if Cuomo was elected mayor. The company has spent hundreds of thousands of dollars lobbying against the minimum wage and other protections for delivery workers in the city.

Lander urged the Campaign Finance Board to take a closer look at whether there was ongoing coordination between Fix the City and the Cuomo campaign.

"I do think the Campaign Finance Board could investigate whether Andrew Cuomo should be denied matching funds entirely," said Lander, "If they tell him you're not allowed to coordinate and he persists in coordinating, then they might have to go back and look at whether it shouldn't just be the cost of the one ad."

Shakira performing at MetLife Stadium, NJ

Anik Raj

Prepare for additional traffic if you have tickets to see Shakira perform at MetLife Stadium in East Rutherford on Thursday and Friday.

New Jersey Transit is suspending train and bus service to the stadium in anticipation of a locomotive engineer's strike that may take effect at 12:01 a.m. on Friday.

New Jersey Governor Phil Murphy said NJ Transit is concerned about people taking public transit to Thursday's concert and possibly being stranded when they get home.

"You would have the implicit assumption that you'd get a ride home on NJ Transit when, in fact, if it's still late, takes a while to empty the stadium, it's possible you're clicking in to the strike time," said Murphy.

An ad advisory from MetLife Stadium suggests using Coach USA bus service or carpooling and arriving early. Prepare to wait up to two hours for rideshare services after the concert, and expect surge pricing. If you are dropping off and picking up, consider staying on-site for the entire show to avoid extreme traffic at pickup.

New Jersey State Police said additional troopers will be on scene to manage the expected increase in pedestrian and vehicle traffic.

PATH said it will add service as necessary to avoid unsafe crowding conditions.

People who live and work around MetLife Stadium expect major headaches on Thursday and Friday.

"It's definitely going to be a sight," said Nicole Sasena of New Milford. "I would avoid the area at all costs."

"It's going to be chaotic," said Gus Phil of Parsippany. "It's going to be crazy. It's going to be madness."

"It's going to be a train wreck," said Glenda Blakely of Union City. "Cars are going to be backed up trying to get into the stadium."

Xefer Rahman Returning To Acting

Ajkal Desk

This Eid, Xefer Rahman surprised fans not just with new music, but also with her return to acting. After her debut in Mostofa Sarwar Farooki's "Monogamy", she appeared in the highly anticipated web-series "Myself Allen Swapan 2", directed by Shihab Shaheen. She not only shared the screen with Nasir Uddin Khan but also lent her voice to the series with the track "Boyam Pakhi 2.0". Simultaneously, her song "Niye Jabe Ki" from the Eid film "Daagi" was added to the festive lineup.

How did you find yourself joining the cast of 'Myself Allen Swapan 2'?

It all started when Shihab bhai and I had a meeting for the song in "Daagi". During our conversation, he mentioned that he was considering me for a role in his upcoming web-series. At that point, I didn't know which role I would play or what the project was about. Once I learned more, it was hard to say no. Shihab Shaheen is known for his skilled craft, and "Myself Allen Swapan" already has a massive fan base. I also wanted to take on roles that would help shape my acting career, which is one of the main reasons I joined the team.

How was your experience sharing the screen with Nasir Uddin Khan?

I had previously worked with Nasir bhai on "No Dorai", where I was the executive producer. Back then, he wasn't as popular as he is now, and OTTs weren't popular in Bangladesh. He has this rare quality—wherever he goes, he stands out. This time around, working with him as a co-actor was inspiring, and I was particularly moved when he said that we would both "give it our all, together" during our scenes.

Tell us about your song 'Niye Jabe Ki' from 'Daagi'.

Many people think I'm only a vocalist—mostly because I'm a woman—and they often overlook the fact that I compose as well. It is something that triggers me. In most cases, whenever you hear me sing a song, it's likely one I've composed myself.

When I spoke to Shihab bhai, I told him the same thing and added that I'd like him to use a song I composed. What touched me most was that during the shoot, the cast and crew would listen to the demo of my composition. Later, I co-wrote the lyrics with Badhon based on the plot of the film and completed the track.

Though people know me better for "Jhumka", I want to make more melodious songs as this genre has been close to my heart since childhood. "Niye Jabe Ki" was released with the film's theatrical debut, and now that it's out on all platforms, people have been searching for it. That is incredibly fulfilling for me.

You not only voiced but appeared in the song 'Boyam Pakhi 2.0'. What was the experience like?

The previous version was already popular, but it had only the male perspective. Now, with my voice added, it includes a female perspective, which I think adds depth and relatability—especially for female listeners. That's what makes it beautiful. Also, I believe my voice and appearance added extra strength to it!

You started your career with English songs and became popular for your covers. Any plans to return to English releases?

Absolutely. My journey began with English songs, and I also compose in English. Last year, I released "Spicy", which was in English, though, ironically, the Bengali part—"Sona Bondhu Tui Amare"—went viral! (laughs)

This year, most of my song releases will be in Bangla, but I plan to keep nurturing my English catalogue as well. I'm also thinking of converting some of the Bengali songs that the audience loves, into English versions.

This Eid-ul-Fitr saw several film songs become popular. Aside from your own, which ones stood out to you?

Definitely "Chand Mama" by Pritom Hasan from the film "Borbaad". I also really like "Ektukhaani Mon" by Tahsan Khan and Masha from "Daagi". I'm happy that all five films released during Eid had a good response. If we keep up this momentum, our industry will continue to grow—and that includes the music scene as well.

Since your acting debut, your appearance has changed dramatically. Do you miss your previous look?

Honestly, no. I carried that look for a long time. I can always go back to it if I want, but right now, I'm enjoying the change. Since I'm acting alongside making music, I don't want to be tied to one look.

প্যাডেল থেকে পোলিশ শ্রমিকের গল্প

এইচ বি রিতা

জীবিকা নির্বাহে শ্রম-এ এক সর্বজনীন সত্য। শ্রমই জীবনের চালিকা শক্তি-হোক তা কল-কারখানার কনক্রিট চত্বরে, অথবা শ্রেণিকক্ষে চক-ডাস্টে ঢেকে যাওয়া ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে। নিজের কথা যদি বলি, প্রতিদিন সকাল আটটায় ক্লাসরুমে ঢুকি, খাতা দেখি, পরীক্ষা নিই, শিক্ষার্থীদের চোখে সম্ভাবনার ঝলক দেখি আবার ক্লান্তির ছায়াও দেখি। আমি পড়াই-শুনতে যেন সহজ একটা কাজ। অথচ এই পড়ানো, এই শেখানো, এই মস্তিষ্কজোড়া খাটনাও একধরনের পরিশ্রম। আমার কাজ নির্দিষ্ট, সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা, মাঝখানে কিছুটা বিরতি, নিয়মমাফিক ছুটি। সপ্তাহ শেষে বিশ্রাম, বছরে নির্ধারিত ছুটির ক্যালেন্ডার, আর বেতন-নিয়মিত ও সম্মানজনক। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও, আমি নিজেকে একজন শ্রমিক ভাবি। কারণ আমি আমার শ্রম বিক্রি করি, এবং সেই শ্রম দিয়েই আমি বেঁচে থাকি।

আমার শ্রম বুদ্ধিবৃত্তিক, পরিশীলিত, তাতে কোট-টাই বা চশমা জোড়া মানিয়ে যায়। অথচ যাঁরা সূর্য ওঠার আগেই রাস্তায় নেমে পড়েন, যাঁরা পিঠ বেঁকিয়ে পোশাক সেলাই করেন, যাঁরা প্লাস্টিক মোড়ানো হাতজোড়া নিয়ে ধোঁয়ামাখা রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে বারো ঘণ্টা কাটান-তাঁদের শ্রমকেই আমরা এখনো 'খাঁটি শ্রম' বলেই জানি।

যখন আমরা বলি 'খাঁটি শ্রম', আমরা আমাদের মনের অজান্তেই একটি হায়ারার্কি তৈরি করি। কিন্তু শ্রম কোনো শ্রেণীভেদ জানে না-'মাইন্ড' বা 'হ্যান্ড'-উভয়ই দেশের অর্থনীতির অনুদের দুই পা। বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম যেখানে নতুন ধারণা, প্রযুক্তি, নীতি গড়ে তোলে; তাতে তেমনই অবদান রাখে তারা, যাঁরা অমানুষিক পরিশ্রমে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায়। আমি জানি, আমার শ্রমের মূল্য আর বাংলাদেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

এই সপ্তাহের কবিতা

মিমির তিমির বায়না

লুৎফর রহমান রিটন

[উৎসর্গ : সাবরিনা নদী এবং ডেভিড সৃজন বিশ্বাস]

মিষ্টি বেড়াল লক্ষ্মী বেড়াল
আমার বেড়াল মিমি,
টুনা ফিসের বদলে চায়
আস্ত একটা তিমি!
তিমি তো নয় এভেইলেবেল
আমি বললাম, নানু--
তারচে বরং আইসক্রিম খা
চাইলে কিনে আনু।
ইগলু খাবি? না চকোবার?
নাকি খাবি পোলার?
ক্রাঞ্চি ক্রাঞ্চি আরশোলা স্ত্রাই?
বিদেশি আরশোলার?
ইঁদুর ছানার কাটলেট বা
শাদা ইঁদুর ভুনা?
এভার্ন্ট গরুর প্রেতি আইটেম?
অর্থাৎ বিফ ঝুনা?
চিংড়ির চপ? মালাইকারী?
খাবি কি ক্যাটফিস?
ক্যাটফিস? নাম শুনেই মিমির
হাত করে নিশপিশ!
বেড়াল আবার মাছ হয় নাকি?
ঠাট্টা করছো নানা?
তুমি অনেক মজার মানুষ
সে তো সবার জানা!
তোমার কথায় বেদম হাসে
পাড়ার যতো লোকে।
(ক্যাটফিস যে শিঙ্গি-মাগুর
কে বোঝাবে ওকে!)
জেদ ধরেছে মিমি--
রাতের ডিনার করবে না সে
না যদি পায় তিমি।
মিমির দাবি মানতে হবে
নইলে রেহাই নাই!
তিমির খোঁজে আটলান্টিক
মহাসাগর যাই...

লেখক: ছড়াকার, অটোয়া।

গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ

আহম্মদ হোসেন বাবু

সারাদিন প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ জনজীবন
হঠাৎ বিদ্যুৎ গেল চলে,
তাই আঙিনায় দাঁড়ালাম এসে
হঠাৎ হওয়ায় ভালো হলো মনটা
দুলে উঠল গাছের পাতারা
কিছু পাতা সড়-সড় শব্দ করে গেল ঝরে
বেল গাছ থেকে বেল পড়তে পারে ভেবে দাঁড়ালাম সরে।
পাশাপাশি দুটি গাছে বেলি ফুল ফুটেছে অনেক,
নিকটে যেতেই স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ এলো ভেসে
মনে হলো ফুলের বৃষ্টিতে ভিজছি আমি।
ভিজতে ভিজতে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভরে উঠল প্রাণ;
বুকের চিনচিনে ব্যথাটাও গেল কমে।
মিউ-মিউ করে ডাকছে বিড়ালটা তখনো
সবাই গেলেও সে কিন্তু যায়নি ছেড়ে!
আসলে এ জগতে কেউই একেবারে একা নয়
কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ থাকে।

শুরু এবং শেষ হলো, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ।
কিন্তু হিংসা-বিদ্বেষ ঘৃণার সমাপ্তি হলো কি?
ফিলিস্তিনে আর কত মরবে বলতে পারো?
বলো, আর কত রক্ত ঝরলে ওরা স্বাধীনতা পাবে?
বুদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ, আমাকে সে কথাই শোনালো।

আনন্দেও কমাটা বাহাদুরি নয়-
বাহাদুরি হলো, বন্ধু হয়ে হাতে হাত রাখা।
বাতিল মানুষ কিভাবে অন্যকে বাতিল ঘোষণা করে?
নারী-পুরুষের সারিতে তৃতীয় লিঙ্গের অবস্থান খুব কি দোষের?
কোনটা লোক দেখানো কোনটা না, জানে সকলেই।
জামরুল গাছের তলায় পড়ে আছে অনেক জামরুল
পাখিরাও মানুষের মতো অপচয়ে অভ্যস্ত আজকাল।
ডিজিটাল যুগে, ডিজিটাল প্রেম!
বৈষম্যহীন সমাজ, কখনো কী দেখবে না মানুষ?
মোড়লের শক্ত গলায় কে বাঁধবে ঘণ্টা?
খসে পড়া তারার মতন সবাই বিচ্ছিন্ন আজ!
জোট বাঁধলে শক্তি বাড়ে, আলিঙ্গনে মায়া বাড়ে-
ভালোবাসা থাকলে সুগন্ধি ছড়ায়, ঘৃণায় দুর্গন্ধ;
বক্ষমাঝে আলো থাকলে লিখবে, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

মায়ের হাতে মোয়া

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

মায়ের হাতে ফুলের তোলা
নকশি কাঁথা গায়,
শীতের রাত মায়ের মায়া
শ্যামল বরণ গাঁয়।

মায়ের সাথে শীতের পিঠে
কতই মজা লাগে,
সেদিন সুখ রঙিন কত
মধুর স্মৃতি জাগে।

পাখির মেলা উঠোন জুড়ে
সবুজে ঘেরা বাড়ি,
খেলায় ঘুম শীত বিকেলে
নেয় তো মন কাড়ি।

মায়ের মুখে মজার গল্প
আজও কানে বাজে,
যায় না ভোলা মনটা রাঙা
কেমন মন সাজে।

স্বপ্ন মধুর কিশোর বেলা
মায়া তো মন ছোঁয়া,
পড়ছে মনে খুশির দিন
মায়ের হাতে মোয়া।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

আসতে পারো খুকুর গাঁয়ে

সুজন দাশ

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে খুকুদের বাড়ি,
বালুময় পথঘাট পাবে নাকো গাড়ি!
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ওড়ে আকাশের গায়ে,
শীতল বাতাস বয় সবুজের ছায়ে।

ধুলি মেখে খেলা করে যত ছেলে-মেয়ে,
মিলেমিশে থাকে তারা সুখে ওঠে নেয়ে।
গলা খুলে গায় পাখি ভরে যায় মন,
টেনে নেয় চোখ জোড়া পাইনের বন।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে ছড়া,
ভেসে আসে বুনোফুল গাছ থেকে ঝরা।
দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ,
এক পাশে ইশকুল তার পাশে হাট।

ছোট ছোট কুঁড়েঘরে মানুষের বাস,
সুখে দুখে বাঁচে তারা মাঠে করে চাষ।
জেলেও মজুর তাঁতি আছে আরো কত,
থাকে ওরা একসাথে যেন যার মত।

দল বেঁধে খোকা খুকু ইশকুলে যায়,
সবাই সবার চেনা,-যেন বোন ভাই।
পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখা যায় দূরে
ভালোলাগা ছুঁয়ে যায় পাখিদের সুরে।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই

এড. খন্দকার হামিদুল ইসলাম

যুদ্ধ মানেই বীভৎস্য যন্ত্রণা: মৃত্যুর হাতছানি,
যুদ্ধ মানেই আতঙ্ক। আর অগনিত প্রাণহানী।
যুদ্ধ মানেই শব-দেহ-দাহ হাজার রাহাজানি,
যুদ্ধ মানেই মূল্যবৃদ্ধি আর মানুষের হয়রানি,
যুদ্ধ মানেই ভয়াল অনল পুড়ে করে সব ছাই।
যুদ্ধ মানেই হৃদয়ে রক্তক্ষরণ কণ্ঠ'তে গান নাই।

যুদ্ধ মানেই চরম বর্বরতা পৈশাচিক উল্লাস,
যুদ্ধ মানেই বিজিতে'র বুকে কেবলি দীর্ঘশ্বাস,
যুদ্ধ মানেই অনাথ শিশু আর স্বামীহারা বিধবা,
যুদ্ধ মানেই ভগ্নস্তূপে প্রিয় জনের লাশ খোঁজা।

যুদ্ধ মানেই শিশুহারা মা'র বুকফাটা কান্না,
যুদ্ধ মানেই শঙ্কার সাথে সংখ্যার দিন গোনা,
যুদ্ধ মানেই রক্তাক্ত দুনিয়া: হায়নার আনাগোনা,
যুদ্ধ মানেই লুট আর লুটে বনিকের টাকা গোনা।

যুদ্ধ মানেই রাজনের ভুল ঢাকা পড়ে বিলকুল,
যুদ্ধ মানেই প্রশ্ন উধাও; চুপ থাকো বুলবুল।
যুদ্ধ মানেই মানবতাহীন নরক যন্ত্রণা,
আমরা মানুষ' এই কারনেই যুদ্ধকে-চাই না, যুদ্ধকে চাই না।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

বিভ্রান্তি

হাফিজুর রহমান

ভুলের উর্ধ্বেও ভুল থাকে!
হুট করে ভুল-বোঝার মধ্যেও ভুল হতে পারে,
যাচাই বাছাই করা উচিত নির্ভুলভাবে -
চূড়ান্তভাবে-সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে।

দায় না এড়ানোরই-সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ ভুল!
ভুল হতে পারে দেখায়, ভুল থাকতে পারে শোনায়
অনেক বেশি ভুল হতে পারে ভেবে নেয়ায়;
তথ্য-সূত্রে নিশ্চিতের ক্ষেত্রে, ধৈর্য্যের বিকল্প নেই।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

বন্ধ করুন আষাঢ়ি নির্বাচনের গল্প

১ পৃষ্ঠার পর

দল গঠন করে নির্বাচনের আগেই ক্ষমতার মসনদ নিশ্চিত করার পাঁয়তারা করছে। আরও পাঁচ বছর, আরও পাঁচ বছর জিকির তুলছে। এদের মুখে হাসিনার বিচার ভূতের মুখে রাম রামের মতোই শোনায়। অভিযুক্ত হাসিনা ও তার সকল রাঘব বোয়ালেরা তো পালিয়েই গেছে। চুনোপুঁটিদের বিচারই শুরুই করতে পারে নাই। বিচারের নামে অযথা সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এ সরকার এখন পর্যন্ত ৮০০ শিক্ষার্থী-জনতা হত্যার তালিকা প্রকাশ করেছে। অথচ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে ১৪০০ জনকে হত্যার তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যায়, জুলাই গণহত্যা নিয়ে ইউনূস সরকারের ও তথাকথিত বিপ্লবীদের উদাসীনতা। অথচ জুলাই বিপ্লবে শহীদদের ও আহতদের পুরো তালিকা করে বিচার কাজ শুরু করলে আর সংস্কার নাটক করতে হতো না। খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের বিচার করতে পারলেই, আগামীতে দেশে আর কোন ফ্যাসিস্ট শক্তির জন্ম হতো না। তথাকথিত সংস্কারের চেয়ে হাসিনা ও তার দোসরদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলেই দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। ভুলে গেলে চলবে না, হাসিনার কারচুপির ইলেকশনের চেয়ে ড: ইউনূসের ভোট ছাড়া দীর্ঘদিন গদি আঁকড়ে থাকার অবৈধ ইচ্ছে জাতির গণতন্ত্রের ইতিহাসে আরও একটি কলংকজনক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। আর খারাপ গণতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্রহীনতা নিশ্চয় দেশের জন্য কোনমতেই ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে না। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা কি তা বিশ্ব ব্যাংক পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে। আর দেশের দুরন্ত পুঁজিবাজারের দিকে একটু তাকালেই তা বুঝতে পারবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরাও। সুতরাং জাতির সাথে আর ভেলকিবাজি না দেখিয়ে চাপাবাজী বন্ধ কইরা, জাতীয় নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা কইরা জাতির ভবিষ্যতের অনিশ্চিয়তা দূর করা এখন সময়ের দাবি। আর ডিসেম্বর থেকে জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচনের যে কথা বলা হচ্ছে তাও জাতির সাথে আরও একটি প্রতারনারই সামিল। কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে ডিসেম্বরের পর কিংবা জানুয়ারী মাসের পর আর কোন ইলেকশন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কারণ এবার ফেব্রুয়ারী মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে মাহে রমজান, রোজার পরই রোজার ঈদ, তারপরই আবার আসবে কুরবানির ঈদ, তার পর শুরু হবে এস এস সি এবং এইচ এস সি পরীক্ষা। আর জুন জুলাই তো বর্ষাকালই। এ সময়ের মধ্যে কোন মতেই কি ইতিহাসের সেরা নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কি আদৌ সম্ভব? সুতরাং আষাঢ় মাসে আষাঢ়ি নির্বাচনের আষাঢ়ী গল্পটি বন্ধ করেন দয়া করে। এদেশের মানুষ বোকা না। হাসিনাও এ দেশের মানুষকে বোকা মনে করেছিল। শেখ হাসিনার সুবিধাভোগীরাও শেষ মুহূর্তেও মুখে ফেনা তুলে জিকির উঠিয়ে স্লোগান দিয়েছিল।শেখ হাসিনার সরকার, বার বার দরকার। তার করুন পরিনতি কি হয়েছিল তা সারা বিশ্ব দেখেছে। সুতরাং যদি গদিতে আরও থাকতে মন চায়, আর জনগণও যদি আপনাদেরকেই চায়, তাহলে আর সমস্যাটা কোথায়? একটা ইলেকশন দিয়ে, কোন প্রকার ছল চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে জনগণের বৈধ ম্যানডেট নিয়ে মনের সাধ মেটান। অবৈধভাবে ও অগণতান্ত্রিকভাবে দীর্ঘদিন গদিতে আসীন কোন সরকারই দেশের জন্য কোনমতেই ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে না। আর দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনীকে দিয়ে আর কতদিনইবা পুলিশের কাজ করাবেন। এটা ওনাদের কাজ না। ওনাদের কাজ দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। ওনারা যেন শিগগিরই তাদের আসল জায়গায় ফিরে যেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। আর মনে করাইয়া দিলাম, সোশ্যাল মিডিয়া আপনাদের পক্ষে পাঁচ বছরের জন্য যে জিকির তুলবার অপচেষ্টা হয়েছিল, তা কিন্তু অংকুরেই শেষ অই গেছে। মানে অইলো গিয়া এ জিকিরও হালে পানি পায় নাই। আপনার নিজস্ব লোকজনও অনেক চেষ্টা করছিল পালে হাওয়া দিতে, তাদের কেবলই নিজস্ব কোটারি ইন্টারেস্ট। সুতরাং সাধু সাবধান।

শওকত হোসেন: সিনিয়র সাংবাদিক

সেনাপ্রধানের রহস্যজনক নীরবতা!

১ পৃষ্ঠার পর

নানা ইস্যু নতুন করে অস্থিরতা বাড়াচ্ছে। এমন অবস্থা থেকে দেশকে উত্তরণের লক্ষ্যে নির্বাচনমুখী তৎপরতা শুরু করার বদলে অর্ন্তবর্তি সরকার অন্য কাজে ব্যস্ত। ফলে অর্ন্তঘাতমূলক তৎপরতা বেড়েই চলেছে। এমন এক অচলায়তনের সুযোগে দেশি-বিদেশী মহল সক্রিয় হচ্ছে। তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে ব্যস্ত।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার পর নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন স্থগিত করে দিয়েছে। ফলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে চলে গেছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। ভারত অর্ন্তভুক্তিমূলক নির্বাচন চাইছে। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা মামলার জালে আবদ্ধ হয়ে পলাতক আছেন। শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। ফলে তার পক্ষে বাংলাদেশে রাজনীতি করা এই মুহূর্তে অসম্ভব। বাংলাদেশে পরিবারভিত্তিক রাজনীতিতে শেখ হাসিনার উত্তরাধিকার কে হচ্ছেন সেই প্রশ্নও উঠছে। খালেদা জিয়া তার পুত্র তারেক রহমানকে রাজনীতির জন্যে তৈরী করেছেন। তারেক রহমান তার কন্যা ব্যারিষ্টার জাইমা রহমানকেও প্রস্তুত করছেন। শেখ হাসিনার পরিবারে সেভাবে কেউ গড়ে উঠেনি। জয় রাজনীতির মাঠে না থাকলে ভবিষ্যতে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল দলের কান্ডারী হতে পারেন - এমন মনে করা যায়। দেশের রাজনীতি অনিশ্চিত পথে যাত্রা করেছে। আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ঘনীভূত এই সংকট উত্তরণের চেয়ে নতুন নতুন সমস্যা যুক্ত হচ্ছে। নির্বাচনের রোডম্যাপ অজানা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থিরতা বাড়ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি নেই। 'মব' সহিংসতা থামানো যাচ্ছে না। সামাজিক মাধ্যমে অপতথ্যের ছড়াছড়ি। পরিবেশ দেশ গুমোট আকার ধারণ করেছে। অর্থনীতির অবস্থা খারাপ। নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নেই। মধ্যবিত্তের জীবনে নেমেছে দুর্বিসহ দশা। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অর্ন্তবর্তি সরকার আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেছে। গত ১১ মে উপদেষ্টা পরিষদের এক জরুরী বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে অর্ন্তবর্তি সরকারের আশির্বাদপুষ্ট ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন নতুন রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি' (এনসিপি) শাহবাগে বিক্ষোভ করেছে। এই ধরনের সংস্কৃতি আগেও দেখা গেছে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে যুদ্ধাপরাধের বিচার চলাকালে তদানীন্তন সরকারের অনুগত 'গণজাগরণ মঞ্চ' একইভাবে অবরোধ করে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের ফাঁসি দাবি করেছে। ওই সময়ে অনেক জামায়াত নেতারই ফাঁসি হয়।

আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ হবার পর এনসিপি এবং জামায়াতের মধ্যে মুখোমুখি অবস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির দলীয় স্লোগানই শুধু নয়; বরং 'গোলাম আজমের বাংলায়, আওয়ামী লীগের ঠাঁই নেই' স্লোগান দিয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত গাইতে বাঁধা দিয়েছে। এই বিষয়ে এনসিপি বিবৃতি দিয়ে জামায়াত-শিবিরকে তুলোধুনো করেছে। অর্ন্তবর্তি সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম জামায়াত-শিবিরকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার বিরোধিতা করার জন্য ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য প্রাঙ্গনে বড় জমায়েত করে এক সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মতো প্রতিবাদী কর্মসূচিও পালিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদি ছাত্রদল নেতা সাম্য হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নানা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছে। সেখানে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে লক্ষ্য করে পানির বোতল নিক্ষেপ করা হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পতনের পর ইসলামী দলগুলোর উত্থান চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলাম, চরমোনাই পীরসহ বিভিন্ন ইসলামী দল শুধু বড় বড় শোডাউন করছে এমন নয়; বরং নিষিদ্ধ ঘোষিত হিজবুত তাহিরের মতো নিষিদ্ধ দলও প্রকাশ্য মিছিল করেছে। তবে সবচেয়ে বেশি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের সমালোচনা করতে গিয়ে নারীদের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য সকলকে ক্ষুদ্ধ করেছে। এটা ঠিক নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে ইসলাম বিরোধী কতিপয় উপাদান রয়েছে। তাই বলে গোটা নারী সমাজকে অবমাননাকর মন্তব্য কাম্য নয়। এই বিষয়ে হেফাজতে ইসলাম অবশ্য পরে দুঃখ প্রকাশ করেছে। সেনাবাহিনী সম্পর্কে নানা অপপ্রচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছেয়ে গেছে। বঙ্গভবন, প্রধান উপদেষ্টার দফতর এবং সেনাসদরকে ঘিরে নানা প্রচারের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পর্যায়ে ব্যাখ্যা চোখে পড়ছে না। ফলে গুজবগুলো ডালা মেলছে। সারাদেশে বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনা মোতায়েন রয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা ছাড়া পুলিশের তৎপরতা নেই বললেই চলে। সেনা মোতায়েন থাকায় জনমনে কিছুটা আস্থার ভাব বিদ্যমান রয়েছে। সেনাবাহিনীর ইতিবাচক কর্মকান্ড তুলে ধরে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর সংক্ষেপে আইএসপিআর নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কী হবে সেদিকে সবার নজর রয়েছে। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, কালক্ষেপন না করে দ্রুত অর্ন্তভুক্তিমূলক নির্বাচনের পথে হাঁটাই সংকটের সমাধান। এই ক্ষেত্রে বিলম্ব করা হলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

বিয়ে করলেই ডলার দেবেন ট্রাম্প

১ পৃষ্ঠার পর

বিশেষজ্ঞরা সতর্কতামূলকভাবে বলেছেন, জন্মহার বর্তমানের মতো কম থাকলে একটা সময় অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিতে পড়বে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমবে এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

মায়েরা যেন বেশি বেশি সন্তান নেন সেজন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো, যে মা ছয় বা তারও বেশি সন্তান জন্ম দেবেন তাকে জাতীয় মেডেল দেওয়া হবে। এছাড়া আরও যেসব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে: বেবি বোনাস: প্রতিটি নতুন মায়ের জন্য এককালীন ৫ হাজার ডলার অর্থ সহায়তা। ফুলব্রাইট স্কলারশিপ কোটা: ফুলব্রাইট স্কলারশিপের ৩০ শতাংশ বিবাহিত আবেদনকারী এবং অথবা বা-মায়ের জন্য বরাদ্দ। মাতৃত্বের জাতীয় মেডেল: ছয় বা তার বেশি সন্তানের মায়েদের প্রতীকি স্বীকৃতি প্রদান। আইভিএফ ভর্তুকি: ডিম্বাণু ফার্টিলাইজেশনে ব্যাপক সুবিধা প্রদানের সুযোগ।

অক্টোবরে প্রতি পরিবার পাবেন ৫ শত ডলার

১ পৃষ্ঠার পর

ডলার বরাদ্দ করে এই সহায়তা বিতরণ করা হবে। এই রিফান্ডের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৪০০ ডলার যা মূলত অতিরিক্ত বিক্রয় কর থেকে সংগৃহীত অর্থ স্টেটবাসীর মধ্যে ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ। যৌথভাবে ট্যাক্স ফাইল করলে প্রতি পরিবার পাবেন ৫০০ ডলার। এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে মুদ্রাস্ফীতির চলমান চাপ এবং নিউ ইয়র্কে উচ্চ জীবনযাত্রার খরচ মোকাবেলায় মধ্যবিত্ত ও কর্মজীবী মানুষদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে। এই রিফান্ড পাওয়ার জন্য করদাতাদের আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে না।

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্স ২০২৩ সালের ট্যাক্স রিটার্ন বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ্য করদাতাদের ঠিকানায় চেক পাঠাবে। নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়; নতুন করে কোনো ফর্ম পূরণ করতে হবে না বা আলাদা করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি যোগ্য হন, তাহলে মেইলের মাধ্যমে চেক পাঠানো হবে।

এই রিফান্ড পাওয়ার জন্য করদাতাকে ২০২৩ সালের নিউইয়র্ক স্টেট ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা থাকতে বা দিতে হবে। যোগ্য হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির স্টেট ভিত্তিক সমন্বিত মোট আয় ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার বা তার কম হতে হবে। আর যারা যৌথভাবে ট্যাক্স ফাইল করেছেন তাদের সম্মিলিত আয় ৩ লাখ ডলার বা তার কম হতে হবে।

রিফান্ডের পরিমাণ নির্ধারিত হবে করদাতার বার্ষিক আয় ও ফাইলিং স্ট্যাটাস অনুযায়ী। এককভাবে ট্যাক্স ফাইলকারীরা যদি ৭৫,০০০ ডলার বা তার কম আয় করেন, তারা ৩ শত ডলার পাবেন; আর যদি তাদের আয় ৭৫,০০১ ডলার থেকে ১৫০,০০০ ডলার এর মধ্যে হয়, তাহলে পাবেন ১৫০ ডলার। যারা যৌথভাবে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেছেন এবং যাদের সম্মিলিত আয় ১৫০,০০০ ডলার বা তার কম, তারা পাবেন ৫০০ ডলার, আর যদি আয় ১৫০,০০১ ডলার থেকে ৩০০,০০০ ডলার হয়, তাহলে পাবেন ৩০০ ডলার। যদিও এখনো সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ জানানো হয়নি, কর্মকর্তারা আশা করছেন যে রিফান্ড চেকগুলো ২০২৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে পাঠানো শুরু হবে।

রাজনৈতিক আঁচড় নিউইয়র্ক বইমেলায়

১ পৃষ্ঠার পর

মল্লিক, কথাসাহিত্যিক ফরহাদ হোসেন, কবি ও সাহিত্য সম্পাদক ফারুক আহমেদ, কবি মঈনউদ্দিন মুনশী, লেখক ও সাংবাদিক আতীক সারোয়ার রহমান, লেখক ও প্রকাশক হুমায়ুন কবীর ঢালী, বিনোদন সাংবাদিক তানভীর তারেক, শিশুসাহিত্যিক আশিক মুস্তাফা এবং কথাসাহিত্যিক পারমিতা হিম প্রমুখ।

আমন্ত্রিত প্রকাশকদের মধ্যে থাকছেন মনিরুল হক (অনন্যা), আলমগীর সিকদার লোটন (আকাশ প্রকাশন), রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল (নালন্দা), জসিম উদ্দিন (কথাপ্রকাশ), সজল আহমেদ (কবি প্রকাশনী), দীপঙ্কর দাশ (বাতিঘর) এবং মাহমুদুল হাসান ফয়সল (ঋদ্ধি প্রকাশন)। অন্যান্য অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নমুনা প্রকাশন, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, অন্যপ্রকাশ, প্রথমা প্রকাশন, অঙ্কুর প্রকাশনী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, কাকলী প্রকাশনী, কালের চিঠি, শব্দঘর, ঘুংঘুর, পঞ্চায়েত, ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স ও মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক। এই সকল প্রকাশনীর স্টলে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভ্রমণ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বই পাওয়া যাবে।

বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও থাকছে লেখক-পাঠক মুখোমুখি আলোচনা, নতুন বই নিয়ে আলোচনা, স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, ফাহমিদা নবী, শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথি, ফজলুল সজীব, মোহাম্মদ শাহীন হোসেন, কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, উজ্জ্বল ব্যানার্জীসহ আরও অনেক জনপ্রিয় শিল্পী।

এছাড়াও থাকছে একুশে চেতনা পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র-এর সৌজন্যে বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী 'অমর একুশ'। এই প্রদর্শনীর কিউরেটরের দায়িত্বে রয়েছেন ড. ওবায়েদুল্লাহ মামুন।

এদিকে মুক্তধারার বইমেলা থেকে বেরিয়ে একুশে পদকপ্রাপ্ত ড. নুরুন্নবী আয়োজন করছেন 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা'। আগামী ২৪-২৫ মে উডসাইডের জ্যা হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলায় অতিথি হিসেবে থাকবেন প্রখ্যাত ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন। উদ্বোধন করবেন সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ও বেলাল বেগ। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের এই পদ থেকে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। তার নেতৃত্বেই আগামী ২৪ ও ২৫ মে ২০২৫ নিউইয়র্কে এই মেলার আয়োজন চলছে। তিনি এই মেলার আহবায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এ ব্যাপারে একুশে পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন্নবী'র দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেছেন, বইমেলা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরে গেছে। জাতির পিতাকে অবমাননা, ৩২ নম্বর পুড়িয়ে দিয়ে মব উল্লাস, সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, খুন, ধর্ষণ, মব চক্রের মাধ্যমে পরিকল্পিত গণহত্যা ইত্যাদিকে সমর্থন করে আসছিলেন 'মুক্তধারা ফাউন্ডেশনে'র একটি চক্র! একাত্তরের পরাজিত শক্তির হুমায়োয় এই ফাউন্ডেশনের একটি পক্ষের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা যে কোনোভাবেই এবারের বইমেলা দখলের জন্য ছিল বিশেষভাবে তৎপর। শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই বন্দি হতে চলেছে ৩৪ বছর ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী বইমেলা। মুক্তধারা আয়োজিত ২০২৫ এর ৩৪তম বইমেলায় ৪০ বছর বয়সি একজন তরুণ লেখক সালাত হোসাইনকে আনা হচ্ছে উদ্বোধক হিসেবে। সালাত হোসাইন সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী লেখকদের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় চিহ্নিত। তার কর্মকান্ডের বিভিন্ন ফুটেজ দেখেছি। তিনি জুলাই সন্ত্রাসের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। রাজপথে মাইক হাতে নেমে দখলদার ইউনূসের গভীর ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করেছিলেন এই তরুণ লেখক। আগস্ট থেকে এই অবৈধ সরকারের দোসর হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। এই বইমেলার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সাথে চরম বরখেলাপ ঘটিয়ে একজন অখ্যাত সাম্প্রদায়িক তরুণের হাতে উদ্বোধনের দায়িত্ব দেয়াকেও 'ম্যাটিকুলাস ডিজাইনে'র অংশ বলছেন কেউ কেউ। আমি বইমেলার চেয়ারম্যান। অথচ আমার সাথে কোন আলোচনা না করেই বইমেলার উদ্বোধক নির্বাচন করেছেন বিশ্বজিৎ। অথচ আমি লুৎফর রহমান রিটনের নাম একই সাথে রাখার প্রস্তাব করেছিলাম। তারা তা শোনেনি।

রাজনৈতিক কারনে তা ভেংগে ফেললেন? জবাবে ড. নবী বলেন, খারাপ লাগছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষে থাকতে পারি না। ইউনূসের দোসরদের সাথে বসে বইমেলা করতে পারি না। তাই পদত্যাগ করেছি। ৭ মে নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক মোর্চা'একাত্তরের প্রহরী'র একটি সভায় 'বঙ্গবন্ধু বইমেলা' আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেলেন জয়

১ পৃষ্ঠার পর

জয় যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট গ্রহণ করেছেন।

গত ১০ মে ওয়াশিংটন ডিসির ইউএস সিটিজেনশিপ সেন্টারে তিনি ইউএস সিটিজেনশিপের জন্য শপথ নেন ও পরে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। সার্টিফিকেট নেওয়ার পর পাসপোর্ট আবেদন করতে হয়। শপথ অনুষ্ঠানে মোট ২২ জন বিভিন্ন দেশের নাগরিক অংশ নেন। ওই শপথ অনুষ্ঠানে তিনজন বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন এবং তারাও শপথ নেন। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত একজন জানান, সজীব ওয়াজেদ জয় তার একজন আইনজীবী সঙ্গে নিয়ে আসেন। শপথ অনুষ্ঠানে প্রথমে ইংরেজি 'এ' আদ্যাক্ষরের দেশের পরেই 'বি' আদ্যাক্ষরের দেশ বাংলাদেশের নাম ডাকা হয়। যে তিনজন বাংলাদেশি এই শপথ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে সজীব ওয়াজেদ দ্বিতীয় ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২৪ এপ্রিল সজীব ওয়াজেদ জয় তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে দাবি করেন, সবার অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি, আমার কোনো বিদেশি পাসপোর্ট নেই। যুক্তরাষ্ট্রে আমার স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি আছে।

নাঈম টুটুল সংবর্ধিত

১ পৃষ্ঠার পর

বসবাসরত বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী রিয়েল এস্টেট ও মর্টগেজ ব্যাংকার, উদীয়মান তরুণ নেতা নাঈম টুটুলকে সংবর্ধিত করেছেন। এ উপলক্ষ্যে শনিবার (১০ মে) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউস্থ রাঁধুনী রেস্তোরায় বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনাড়ম্বর অথচ ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে দলমত নির্বিশেষে প্রবাসী বৃহত্তর নোয়াখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে ফুলেল শুভেচ্ছায় নাঈম টুটুলকে সংবর্ধিত করেন।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ বিগত সকল বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে এবারই প্রথম নতুন এবং পুরাতনের সমন্বয়ে গঠন করেছে ট্রাস্টি বোর্ড। অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সোসাইটির সভায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডে নাঈম টুটুল সর্ব কনিষ্ঠ ট্রাস্টি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। পদাধিকার বলে সোসাইটির সভাপতিও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য।

বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং সংবর্ধনা সভার আহবায়ক সালামত উল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আলম, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী আলহাজ্ব সোলায়মান ভূঁইয়া, সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ডা. এনামুল হক ও আব্দুর রহিম হাওলাদার, বিশিষ্ট রাজনীতিক জসীম ভূঁইয়া ও লুৎফুল করীম, সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ সদস্যাকুল চেয়ারম্যান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সালেহ আহমেদ মানিক, আতাউল হক মিলন, আব্দুল মন্নান, নজরুল ইসলাম, জিলানী, কামরুজ্জামান, গোলাম হোসেন, এটিএম রাসেল ভূঁইয়া, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, মহিউদ্দিন, শরীফ হোসাইন, ইঞ্জিনিয়ার আবুল খালেক, সেলিম হোসেন প্রমুখ।

এছাড়াও সভায় নোয়াখালী সমিতির আজীবন সদস্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন সংবর্ধনা সভা আয়োজক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ হোসেন কচি ও প্রফেসর সৈয়দ আজাদ, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ ওমর ফারুক, সমন্বয়কারী সালেহ আহমেদ রুবেল, সদস্য সচিব মোহাম্মদ মহিন উদ্দীন, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন ও মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান। সভা পরিচালনা করেন সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সরোয়ার্দী।

অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে নাঈম টুটুলের কর্মকান্ডের প্রশংসার পাশাপাশি সোসাইটির কর্মকর্তাদের উদ্যোগ সফল করতে নবনির্বাচিত ট্রাস্টি বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে নাঈম টুটুল বলেন, দুই যুগের বেশি সময় ধরে রিয়েল এস্টেট ও মর্টগেজ ব্যাংকার হিসেবে আমার ব্যবসায়িক জীবন হলেও বাংলাদেশ সোসাইটি ট্রাস্টির বোর্ডের সদস্য হওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা, নবীনদের তারুণ্যের উদ্দীপনার মাধ্যমে নতুন একটি মাইলফলক সৃষ্টি করে সোসাইটি তথা বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আমি এগিয়ে যাবো।

তিনি বলেন, প্রবাসের দীর্ঘ ২৭ বছর জীবনের মধ্য আমার বেড়ে উঠা এই ব্রুকলীনে। এখনও ঘুম থেকে উঠলে এই জনপদের মানুষের মুখগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। আমি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচন্ড ভালোবাসায় এই তরুণ বয়সে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। এজন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়, আমি নোয়াখাইল্লা, আমি ব্রুকলীনের মানুষ এবং আমি বাংলাদেশী। মানুষের ভালোবাসা আমার মূল শক্তি।

তিনি বলেন, আজ সংবর্ধনার মাধ্যমে কমিউনিটির প্রচন্ড ভালোবাসায় সিক্ত হলেও আমি মনে করি আমার দায়িত্ব পালন শুরু হয়েছে এবং আমি আমার সর্বশক্তি উৎসর্গ করে ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সবার হৃদয়ে স্নেহের স্থানটি অক্ষুন্ন রাখবো। এই ভালোবাসা কখনো মলিন হতে দেবো না।

নাঈম টুটুল আবেগ আপ্লুত কন্ঠে বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সময় আমার জন্ম হয়নি। কিন্তু কমিউনিটির ভালোবাসায় সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও সিনিয়র সদস্যদের মাঝে আমি সর্বকনিষ্ঠ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। সোসাইটিতে আমার অভিজ্ঞতার কমতি থাকলেও আমার মধ্যে রয়েছে তারুণ্য, রয়েছে দৃঢ়তা। সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সবার স্নেহ এবং ভালোবাসা। এসব নিয়ে আমি শুধু এগিয়ে যাবো।

সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শুরু হয়ে মধ্যরাত বারোটা পর্যন্ত চলা সংবর্ধনা সভায় নাঈম টুটুলকে বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীরবিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

যেমন চুলে তেমন যত্ন

অধ্যাপক ডা. এস এম বখতিয়ার কামাল

চুলকে মজবুত, টেকসই এবং চুলপড়া প্রতিরোধে চুলের যত্ন সঠিক উপায়ে করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকের চুল একরকম নয় এবং বিভিন্ন চুলের ধরন অনুযায়ী আলাদা আলাদা উপায়ে যত্ন নেয়া প্রয়োজন। অতএব, সঠিক চুলের যত্নের জন্য আপনাকে প্রথমে চুলের ধরন জানতে হবে, তারপর যে উপায়ে নিয়মিত পরিচর্যা করে আপনার চুলকে নিরাপদে রাখতে পারেন তা হলো-

তৈলাক্ত চুলের যত্ন

তৈলাক্ত চুলের যত্ন করা একটু জটিল। এই ধরনের চুল খুব তাড়াতাড়ি চটচটে হয়ে যায়, যা আবার সহজে স্টাইল সেট করা হয় না।

১. চুল ধোয়ার জন্য হালকা শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।
২. প্রতিদিন চুল ধোয়া গুরুত্বপূর্ণ, মাথার ত্বকে শ্যাম্পু খুব বেশি ব্যবহার করবেন না।
৩. সবসময় ঠাণ্ডা বা হালকা গরম পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। গরম পানি ব্যবহার করলে মাথার ত্বক থেকে বেশি তেল বের হয়ে যায়, যা চুলকে আঠালো করে তোলে।
৪. গরম তেল দিয়ে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন, তারপর শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।
৫. খুব যদি তৈলাক্ত হয় তবে কন্ডিশনার ব্যবহার করবেন না।
৬. এ ধরনের চুল চকচকের কারণে হেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করবেন না।
৭. ঘন ঘন চুল আঁচড়ানো থেকে বিরত থাকুন। কারণ এটি মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল বের করে।
৮. মাথার ত্বক বেশি ঘষবেন না।
৯. পানিতে লেবু মিশিয়ে চুল ধোয়া হলে চুল থেকে অতিরিক্ত তেল দূর হয়।
১০. প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং পর্যাপ্ত পানি পান করাও তৈলাক্ত চুলের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

শুষ্ক চুলের যত্ন

অতিরিক্ত সূর্যালোক এবং ঘামের কারণে চুল শুষ্ক হয়ে যায়। এ ছাড়া কালার করা, কার্লিং করা, স্ট্রেইট করা বা কোনো রাসায়নিক চিকিৎসা চুলের প্রাকৃতিক তেলের ক্ষতি করে, যার কারণে চুল শুষ্ক হয়ে যায়।

১. এই ধরনের চুলে প্রতিদিন শ্যাম্পু করা এড়িয়ে চলুন। কারণ এটি মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেলের ক্ষতি করে এবং চুল আরও শুষ্ক হয়ে যায়।
২. উচ্চ প্রোটিনযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। হালকা এবং অম্লীয় শ্যাম্পু শুষ্ক এবং প্রাণহীন চুলের জন্য সর্বোত্তম।
৩. শ্যাম্পু করার পর প্রতিবার কন্ডিশনার ব্যবহার এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি মহৌষধ রোজা বা উপবাস

ডা. মো. তৌহিদ হোসাইন

মানব শরীরের রোগবালাইয়ের মাধ্যমে যে পরিবর্তন ঘটে তা মূলত শুরু হয় আলট্রাস্ট্রাকচারাল লেভেল বা সাব-সেলুলার লেভেল থেকে। কোষের আলট্রাস্ট্রাকচারাল স্ট্রাকচার হলো- মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোজম, গলজি কমপ্লেক্স ইত্যাদি যা দেখতে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ লাগে।

মেডিক্যাল সাইন্সে সাব-সেলুলার লেভেলের অন্তত দুটো জিনিস নিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী এখন ব্যাপক গবেষণা চলছে। তার একটি হলো ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি ও তা থেকে বাঁচার উপায়, আরেকটি হলো অটোফেজি যেখানে কোষ নিজেই নিজের কোষের অপ্রয়োজনীয় কিছু বর্জ্য খেয়ে ফেলে আর বাকি বর্জ্য রিসাইক্লিং করে শক্তি উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। এই দুই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার ক্ষেত্রে নিয়মিত একমাস রোজা রাখার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে, মানুষের শরীরে যদি ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরির মতো ঘটনা না ঘটত, মানুষ কোনোদিন বৃদ্ধ হতো না। ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি অনেক ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্র তৈরি হওয়া, স্ট্রোক, আর্থারোস্ক্লেরোসিস ও বয়সজনিত রোগ চলে আসা ইত্যাদি নানাবিধ রোগের কারণ। শরীরের ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি কমিয়ে রোজা মানুষকে অনেক রোগবালাই থেকে সুরক্ষা দেয়।

মানব শরীরে যত শক্তি বা এনার্জি উৎপন্ন হয় তা হয় জারণ বা অক্সিডেশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রকৃতির সর্বত্রই এই নিয়ম মেনে চলে। যেমন- আমরা যখন আগুন জ্বালাই তখন বাতাসের অক্সিজেন ব্যবহৃত তথা বিজারিত হয়ে আগুন জ্বলতে সাহায্য করে আর কাঠ বা কয়লা অক্সিজেন গ্রহণ করে জারিত হয় এবং এর মাধ্যমে আমরা তাপ ও আলোক শক্তি পাই। রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে যে এনার্জি পেতে তৈল আমরা ব্যবহার করি তা-ও জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সাধারণভাবে যে বস্তু ইলেকট্রন হারায়, সেই জারিত হয় আর যে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে বিজারিত হয়। যেমন- একটি লোহা খোলা অবস্থায় রেখে দিলে মরিচা পড়ে যায়। কারণ লোহা ইলেকট্রন হারিয়ে জারিত হয়ে আয়রন অক্সাইড তৈরি করে। আমরা যেকোনো কিছু পোড়াই না এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

কিডনি রোগ এড়ানোর উপায়

ডা. মো. তৌহিদ হোসাইন

প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার কিডনিজনিত রোগ প্রতিরোধ এবং এর ঝুঁকিবিষয়ক সচেতনতা সম্পর্কে জনগণকে অধিক সচেতন ও শিক্ষিত করতে বিশ্বজুড়ে কিডনি দিবস পালন করা হয়। এই বছর কিডনি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল, 'সুস্থ কিডনি সবার জন্য'। বিশ্বে প্রতিদিন ৪,৬৫৭.৫ জন, প্রতি ঘণ্টায় ১৯৪ জন এবং প্রতি মিনিটে ৩.৩ জন মানুষ মারা যাচ্ছে কিডনি রোগে।

বাংলাদেশে দুই কোটি মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে কিডনি রোগে আক্রান্ত। প্রতি বছর চার লাখ মানুষ নতুন করে কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মহামারীর মতোই প্রতিদিনই বাড়ছে এই কিডনি রোগীর সংখ্যা।

বাংলাদেশে ৭০-৮০ হাজার আছে ডায়ালাইসিস ও ট্রান্সপ্লান্টযোগ্য রোগী। এর মধ্যে ১০ শতাংশ রোগী নিজ খরচে অনেক কষ্টে ডায়ালাইসিস চালাতে পারে। আর ছয় মাসের মধ্যে টাকার অভাবে ডায়ালাইসিস বন্ধ করে দেয় ৭৫ শতাংশ লোক।

৮৫ শতাংশ রোগী কিডনি নষ্ট হওয়ার আগে বুঝতে পারে না তারা কিডনির রোগে আক্রান্ত। নানা কারণে আমাদের দেশে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ লোকের কিডনি ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যাচ্ছে। ডায়াবেটিস রোগীর ৩০-৪০ শতাংশ আর উচ্চ রক্তচাপে যারা ভুগছেন তাদের ১৮-২০ শতাংশ ক্রনিক কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, নিম্ন আয়ের দেশে ৯০ শতাংশ কিডনি রোগী কিডনি ডায়ালাইসিস ও কিডনি সংযোজন থেকে বঞ্চিত।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা এবং পুষ্টিহীন-অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভাসসহ অনেক কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিডনির সাথে সম্পর্কিত অসুস্থতার সংখ্যা মহামারী আকারে বেড়ে গেছে।

কিডনি হলো রক্ত পরিশোধনের শোধনাগার যা রক্ত পরিষ্কার করার কর্মীর মতো কাজ করে। খাদ্য গ্রহণ ও কাজ এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

বয়স ৩০ পেরোলে নারীর প্রজনন ক্ষমতা ৫০ শতাংশ কমে যায়

ডা. আয়শা আক্তার

সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্তটা নারী ও তার সঙ্গীর। তবে সময়মতো সন্তান না নিলে পরবর্তী সময়ে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শরীরে প্রতিদিন প্রায় ৩০ কোটি শুক্রাণু তৈরি হয়।

একটি মেয়েশিশু জন্মের সময়ে নির্দিষ্টসংখ্যক ডিম্বাণুগুলো নিয়ে জন্মে। প্রতি মাসের মাসিক চক্রে একটি করে ডিম্বাণু পরিপক্ব হয়, এর সঙ্গে আরও কিছু ডিম্বাণু এই প্রক্রিয়ায় পরিপক্ব হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর সংখ্যা কমতে থাকে। জন্মের পর নারীদের শরীরে নতুন কোনো ডিম্বাণু তৈরি হয় না।

তাই বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রজনন ক্ষমতা কমতে থাকে। একটি মেয়েশিশুর জন্মের সময় প্রথম দিকে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু পরিমাণ থাকে ১০ থেকে ২০ লাখ। ধীরে ধীরে সেই শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয় বা মাসিকের সময় হয়, তখন মেয়েদের ডিম্বাণুর পরিমাণ হয় ৪০ হাজার। মেয়েরা এখন নিজের ক্যারিয়ারের জন্য কিছুটা দেরিতে বিয়ে করছে।

তবে প্রথম সন্তানটি ২৫ বছর বয়সের আগে নিলে ভালো। ৩০ বছর পেরিয়ে গেলে প্রজননক্ষমতা প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায়। ৩৫ বছর পর ডিম্বাণুর সংখ্যা কমে যায় বেশি।

যদি মায়ের বয়স বেশি হয়ে যায়

যদি প্রথম সন্তান জন্মদান করে ৩২-এ পড়ে, তা হলে জন্মগত ত্রুটিযুক্ত এবং ডাউন সিনড্রোম বেশি হয়। ৩২ বছর বয়স থেকেই উর্বরতা কমতে শুরু এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

স্থায়ী অন্ধত্বের অন্যতম কারণ গ্লোকোমা

ডা. সালমা পারভীন

গ্লোকোমা বিশ্বব্যাপী স্থায়ী অন্ধত্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ। বিশ্বের প্রায় ৪৫ লাখ মানুষ গ্লোকোমার কারণে স্থায়ী অন্ধত্বের শিকার আর ৮ কোটি মানুষ গ্লোকোমায় আক্রান্ত। তাঁদের বেশির ভাগই এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশের মানুষ। ৯০ ভাগ মানুষই এ রোগ সম্পর্কে জানেন না।

গ্লোকোমা কী

গ্লোকোমা চোখের প্রধান স্নায়ুরজ্জুর (অপটিক নার্ভ) একটি রোগ, যেখানে স্নায়ুরজ্জু ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। ফলে দৃষ্টির পরিসীমা ক্রমাগত সংকুচিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে স্থায়ী অন্ধত্বের শিকার হন।

গ্লোকোমা বয়সজনিত রোগ। তাই ৪০ বছরের পর যে কেউ এতে আক্রান্ত হতে পারেন। অন্য যেসব ঝুঁকির কারণে রোগটি হওয়ার আশঙ্কা আছে, তা হলো বংশগত ইতিহাস (মা-বাবা, ভাই-বোন এ রোগে আক্রান্ত হলে তাঁদের ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ), ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মাইনাস বা প্লাস পাওয়ার, মাইগ্রেন, চোখের আঘাত, চোখের অন্যান্য রোগ ও চিকিৎসকের উপদেশ ছাড়া অনিয়ন্ত্রিতভাবে স্টেরয়েড জাতীয় চোখের ড্রপ ব্যবহার।

এ রোগের সঠিক কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জানা যায়নি, তবে চোখের অন্তর্গত উচ্চচাপ প্রধানতম ঝুঁকি।

কীভাবে নির্ণয়

গ্লোকোমাকে বলা হয় চোখের নীরব ঘাতক। বেশির ভাগ গ্লোকোমাই উপসর্গবিহীন।

চোখের চাপ, স্নায়ুরজ্জুর অবস্থা ও দৃষ্টির পরিসীমা পরীক্ষা করে খুব সহজে গ্লোকোমা নির্ণয় করা যায়। কখনো কখনো জন্মগতভাবেও এ রোগ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে জন্মের পর শিশুর চোখ থেকে পানি পড়া, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, অস্বচ্ছ মণি ও অক্ষিগোলক বড় হতে থাকা এসব লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে শিশুর চোখ পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

তাই নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা করা গ্লোকোমা প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

চিকিৎসা

তিন উপায়ে সাধারণত গ্লোকোমা চিকিৎসা করা হয় চোখের বিভিন্ন ড্রপ, লেজার ও গ্লোকোমা সার্জারি।

গ্লোকোমা রোগের সব ধরনের প্রচলিত চিকিৎসা দেশেই সম্ভব এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

হ্যান্ডস অন ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইট্স অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মওলানা ভাসানী যদি বেঁচে থাকতেন!

১২ পৃষ্ঠার পর

মওলানা সাহেব সীমান্ত অতিক্রম করে অনুসারীদের নিয়ে ভারতে ঢুকে পড়তেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

মওলানা ভাসানী ফারাক্কা মিছিল সংঘটিত করার ফলে তৎকালীন জিয়াউর রহমানের সরকার ফারাক্কার পানিবণ্টনের প্রশ্নে দরকষাকষিতে বিশাল শক্তি অর্জন করে। একেই বলে রাষ্ট্রীয় কূটনীতির সঙ্গে জনগণের কূটনীতিকে সংযুক্ত করা। মওলানা ভাসানী বলতেন, জনগণের শক্তি এটম বোমার চাইতেও শক্তিশালী হতে পারে। জিয়াউর রহমানের সরকার পানিবণ্টনের প্রশ্নটি জাতিসংঘে উত্থাপন করলে ভারত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিতে বাধ্য হয়। এরপর ৫ বছর মেয়াদি একটি পানিবণ্টন চুক্তি হয়। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশ ও ভারত পরবর্তী ৫ বছরের (১৯৭৮-৮২) জন্য শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি ভাগ করে নেবে। এ চুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্যারান্টি ক্লজ। অর্থাৎ চুক্তিমাফিক পানি দিতে হবে, এর নড়চড় করা চলবে না। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টনের জন্য ৩০ বছরের একটি চুক্তি করে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, অধিকাংশ শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ পানি পায়নি। এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে।

১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক নদীর পানিবণ্টন হবে সমতা ও অনুল্লেখযোগ্য ক্ষতির ভিত্তিতে (ঘড় ওমহরভরপধহঃ যধৎস)। ভারত কি এই নীতি মেনে সুসভ্য দেশের মতো আচরণ করবে? আমার অন্তত মনে হয় না। অথচ মেকং অববাহিকার দেশগুলো একটি চমৎকার চুক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নদীর পানিবণ্টনে পানির গুণগত মান একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ ছাড়া নদীর প্রবাহ চালু রাখতে নদীর জন্য সুনির্দিষ্ট একটি হিস্যা (২০-৩০ শতাংশ) নদীকে ছেড়ে দিতে হবে। নয়তো নদীর মৃত্যু হবে। ভারতের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য আমাদের পূজিত নদী গঙ্গারও একদিন মৃত্যু ঘটতে পারে।

লেখক: সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যেমন চুলে তেমন যত্ন

২২ পৃষ্ঠার পর

করুন। এটি চুলকে নরম ও চকচকে করে তুলবে।

৪. ডিপ অ্যাক্টিভেটেড ময়েশ্চারাইজিং কন্ডিশনার ব্যবহার করুন অথবা সপ্তাহে একবার তেলের চিকিৎসা নিন।

৫. হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। ড্রায়ার, কার্লিং, স্ট্রেইটনিং এবং তাপ চুলকে শুষ্ক এবং প্রাণহীন করে ফেলে। যদি ড্রায়ারের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, তাহলে এটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় ব্যবহার করুন।

৬. হেয়ার স্প্রে, হেয়ার জেল এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থযুক্ত স্টাইলিং ক্রিম থেকে দূরে থাকুন। এটি চুলকে শুষ্ক করে ফেলে।

৭. ভেজা চুল সহজে ভেঙে যায়, তাই ভেজা চুল আঁচড়ানোর সময় সতর্ক থাকুন।

৮. সূক্ষ্ম দাঁতযুক্ত চিরুনির পরিবর্তে মোটা দাঁতযুক্ত চিরুনি ব্যবহার করুন, এটি চুলকে ছিঁড়ে করা সহজ করবে এবং ভাঙবে না।

৯. চুল ব্রাশ করার জন্য একটি নরম ব্রিসল হেয়ার ব্রাশ এবং চিরুনি ব্যবহার করুন।

স্বাভাবিক চুলের যত্ন নেবেন

সাধারণ চুলের অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের চুলের যত্নগুলো হলো-

১. সপ্তাহে দু'বার শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে কন্ডিশনার লাগান।

২. দুই মাস পর পর চুল ছাঁটুন।

৩. চুল ধোয়ার জন্য সবসময় ঠান্ডা বা হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন।

৪. মাসে একবার হেয়ার মাস্ক লাগান।

৫ চুলের সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করুন।

কোঁকড়া বা ভাঁজযুক্ত চুলের যত্ন

১. এ ধরনের চুলে সপ্তাহে ২ দিনের বেশি শ্যাম্পু করতে নেই।

২ চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য চুল ধোয়ার পর কন্ডিশনার লাগান।

৩. কোঁকড়া চুলের জন্য বিশেষভাবে তৈরি শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার ব্যবহার করুন।

৪. সূক্ষ্ম দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করবেন না।

৫. স্টাইলিং পণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

লম্বা চুলের যত্ন

১. ঘুমানোর সময় শক্ত বেণী বাঁধবেন না। কারণ স্ট্রেচিং করলে চুল ভেঙে যেতে পারে।

২. দৈর্ঘ্য বজায় রাখার জন্য প্রতি ৩-৪ মাসে চুল ছাঁটা। (মহিলাদের ক্ষেত্রে)

৩. মোটা দাঁতযুক্ত চিরুনি দিয়ে জট পাকানো চুল বিচ্ছিন্ন করুন। ভুল করে ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। এর ফলে চুল ভেঙে যেতে পারে।

৪. তোয়ালে দিয়ে ভেজা চুল ঘষার পরিবর্তে হালকা হাতে টিপুন।

এসব যত্ন নেয়ার পরও যদি দেখেন প্রতিদিন আপনার ১০০-এর অধিক চুল পড়ে যাচ্ছে এবং মাথা খালি হয়ে যাচ্ছে তখন ডাক্তারের চিকিৎসা বা পরামর্শ নিতে হবে।

লেখক: হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন।

'মব ভায়োলেন্স' বন্ধ করতে হবে

৭ পৃষ্ঠার পর

অপরাধের অভিযোগ আরোপপূর্বক উপস্থিত সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর হামলা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে, যারা সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই অন্যের ওপর আক্রমণ চালাতে অতি উৎসাহ প্রদর্শন করে থাকে; যার ওপর তারা আক্রমণ চালায় তাকে হয়তো তারা চেনে না। তার সঙ্গে আক্রমণকারীদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতাও থাকে না। তারা হুজুগে মেতে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোনো বিভেদ নেই। একদল মানুষ আছে, যারা সুযোগ পেলেই অন্য মানুষের ওপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দোষী কী নির্দোষ, এটা তাদের বিবেচ্য বিষয় বলে প্রতীয়মান হয় না।

বাংলাদেশে মব জাস্টিস বা মব ভায়োলেন্সের ঘটনা যে এবারই প্রথম ঘটল তা নয়; অতীতেও এমন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তবে সংখ্যার দিক থেকে তা ছিল কম। কিন্তু সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে মব সৃষ্টি করে মানুষ হত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাঝেমধ্যেই মব জাস্টিসের নামে মানুষ হত্যা করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার একটি কৌশল হচ্ছে মব জাস্টিস বা মব ভায়োলেন্স। কিছু মানুষের নির্মম আচরণের কারণে কত পরিবার যে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, তার খবর কেউ রাখে না। কয়েক বছর আগে রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় একজন নারী অভিভাবক মব ভায়োলেন্সের নির্মম শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি এখনো মনে জাগ্রত হয়ে আছে। ভদ্রমহিলা স্কুলে গিয়েছিলেন তার সন্তানকে নিয়ে আসার জন্য। সেই সময় কিছু মানুষ তাকে ছেলেধরা আখ্যায়িত করে আটকে ফেলে এবং নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। মহিলা বারবার বলছিলেন, আমি ছেলেধরা নই, আমি আমার সন্তানকে স্কুল থেকে নিতে এসেছি। কিন্তু তার মর্মান্তিক আকুতিতে কেউ কর্ণপাত করেনি। ভাবতে কষ্ট হয়, কীভাবে একজন মানুষকে এভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হতে পারে! যারা এ কাজটি করেছে, তারা মানুষ নামের কলঙ্ক। কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ পাওয়া গেলে তাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে হত্যা করা উচিত নয়। কারণ একজন অপরাধীরও আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার আছে। এমনকি কারও বিরুদ্ধে অপরাধের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা যায় না। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যদি মব ভায়োলেন্স সৃষ্টির মাধ্যমে কাউকে হত্যা করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সুযোগ রয়েছে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের জন্য আইন আছে; কিন্তু সেই আইন কোনোভাবেই নিজ হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। যারা মব ভায়োলেন্স সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ হত্যা করে, তাদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। যারা মব ভায়োলেন্সের নামে সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ হত্যা করে, তাদের বুঝতে হবে যাকে হত্যা করা হচ্ছে, তিনি কারও মা অথবা বাবা, কারও স্ত্রী বা স্বামী। তার ওপর সংসারের দায়িত্ব নির্ভর করছে। যে কোনো হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট পরিবারের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। গণপিটুনি বা মব ভায়োলেন্সের নামে কাউকে হত্যা করা হলে এক ধরনের দায়মুক্তি পাওয়া যায়। এ ধরনের অপরাধের জন্য শাস্তি হয় খুব কম ক্ষেত্রেই। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের এক সিনিয়র আইনজীবীর সঙ্গে ইস্যুটি নিয়ে আলাপ হলে তিনি বলেন, মব জাস্টিস বা মব ভায়োলেন্স অথবা গণপিটুনি যাই বলা হোক না কেন, বিনাবিচারে কাউকে হত্যা করার অধিকার বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কাউকে দেয়নি। উপযুক্ত আদালতের মাধ্যমে বিচার না করে কাউকে হত্যা বা আহত করা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। তাই যারা এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হন, তাদের বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। বিগত সরকারের আমলে দেশের বিভিন্ন স্থানে যারা বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী ছিলেন, তাদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে। এখন পরিস্থিতি পালটে যাওয়ার কারণে কেউ কেউ হয়তোবা পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে জনগণকে খেপিয়ে তোলা এবং শেষ পর্যন্ত তাকে আক্রমণ ও হত্যা করা। সামাজিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলে একটি দেশে এ ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, বিগত সরকারের একটি সুবিধাভোগী মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে মব ভায়োলেন্স সৃষ্টি করে সরকারকে বিব্রত করতে চাচ্ছে। আমরা এ অভিযোগ বিশ্বাস করতে চাই না। তবে বিষয়টি হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। মহলবিশেষ পরিকল্পিতভাবে মব ভায়োলেন্স সৃষ্টি করে মানুষ হত্যা করছে, নাকি তাৎক্ষণিক উত্তেজনাবশত এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে, সেটা বড় বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এ ধরনের সমাজবিরোধী অন্যায় কর্ম কেন চলতে থাকবে? রাষ্ট্রের প্রত্যেক মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের। সরকার এক্ষেত্রে কোনো ব্যর্থতার পরিচয় দিতে পারে না। যে বা যারাই মব ভায়োলেন্স সৃষ্টির মাধ্যমে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা করবে, তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আর রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে মব ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। সরকারিভাবে প্রচারমাধ্যমে মব ভায়োলেন্সের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যে যায় সে আর ফিরে আসে না। মব ভায়োলেন্সের নামে যাদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের পরিবারের অবস্থা কি আমরা একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজনবোধ করি না? আমাদের ভাবতে হবে, আজ যদি মব ভায়োলেন্সের নামে আমার একজন আপনজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়, তাহলে কেমন লাগবে?

মব ভায়োলেন্স বা মব জাস্টিস অথবা গণপিটুনি যাই বলি না কেন, আর যেন এ ধরনের একটি মৃত্যুও আমাদের দেখতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ এবং অপরের প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ একজন আরেকজনের ভাই-বন্ধু-এ মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন একটি উন্নত দেশ গঠনে আমাদের এখনই উদ্যোগী হতে হবে।

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700
Mon-Tue-Thu-Fri
(2Pm to 7 Pm)

Brooklyn Office
345 Broadway
Brooklyn, NY 11211
Tel: 718-384-1671
Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (11Am to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

হজের সফরে নামাজের বিধান

মাওলানা তোফায়েল গাজালি

হজের সফরে কখন? কোথায়? কত রাকাত নামাজ পড়তে হয় ইত্যাদি নিয়ে অনেকে সংশয়ে পড়ে যান।

এমনকি মিনা, মুজদালিফা ও আরাফাতের মাঠেও এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাই আগে সফর সম্পর্কিত কিছু মাসআলা জানা দরকার-

(ক) আটচল্লিশ (৪৮) মাইল দূরত্বগামী যাত্রীকে শরিয়তে মুসাফির বলা হয়।

(খ) নিজের এলাকা অতিক্রম করা মাত্রই মুসাফির হয়ে যাবেন এবং মুসাফিরের বিধান মতো চলতে হবে।

(গ) মুসাফির হয়ে কোথাও গিয়ে ১৫ দিন বা তার ঊর্ধ্বে অবস্থানের নিয়ত করলে 'মুকিম' হয়ে যাবেন, এর কমে মুকিম হবে না।

(ঘ) অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন দুই স্থানে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করলে মুকিম হবে না বরং মুসাফির থেকে যাবে। যেমন কেউ মক্কা মোকাররমায় ১০ দিন এবং মিনায় ৫ দিন থাকার নিয়ত করল, এতে সে মুকিম হবে না বরং মুসাফিরই থেকে যাবে।

সুতরাং যে হাজিরা মক্কায় এমন সময় পৌঁছেন যে ৮ জিলহজ (হজের প্রথম দিন) পর্যন্ত ১৫ দিন হয় না, তারা যদি মক্কায় ১৫ দিন বা এর চেয়ে বেশি দিন একামাতের (অবস্থান) নিয়ত করেন তাহলে সে নিয়ত সহিহ হবে না; বরং মুসাফিরই থেকে যাবেন, কারণ তারা ১৫ দিনের মধ্যে মিনা-আরাফাতে অবশ্যই যাবেন, যেতে হবে। তাই এ অবস্থায় তাদের মুকিম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তিদের মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় কসর করতে হবে।

কসরের মাসআলা

মুসাফির সফর অবস্থায় কোনো মুকিম (স্থানীয়) ইমামের পেছনে নামাজের নিয়ত না করলে, তার জন্য চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়া জরুরি। এটাকে কসরের নামাজ বলে।

মুসাফির চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ একাকী পড়লে বা তার মতো মুসাফির ইমামের পেছনে আদায় করলে, নামাজ কসর করা জরুরি। এক্ষেত্রে পূর্ণ নামাজ পড়া ঠিক নয়।

মুসাফির ব্যক্তি স্থানীয় ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে সে ইমামের অনুসরণে পূর্ণ নামাজই আদায় করবে। (আল মাবসুত, সারাখসি ১/২৪৩)।

আর মাগরিব, বিতর ও ফজরের নামাজ পূর্ণই আদায় করতে হবে। এগুলোর কসর নেই। তেমনিভাবে সুন্নত নামাজেরও কসর হয় না। তাই সুন্নত পড়লে পুরোটাই পড়বে।

হজে যাওয়ার আগে জেনে নিন

- খুব শান্ত মনে ঘর থেকে বের হয়ে হজের উদ্দেশে যাত্রা করুন।
-এতটুকু পরিমাণ টাকা-পয়সা সঙ্গে নিন-যেন নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর ফকির-মিসকিনদের কিছু দান-সদকা করতে পারেন।
- হজ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই যে কোনো পরিস্থিতির জন্য নিজেকে তৈরি রাখুন। পরিবার-পরিজনকে তাকওয়া অবলম্বন ও পূর্ণ শরিয়তের অনুসরণের উপদেশ দিন।
- যতটুকু সম্ভব বেডিংপত্র হালকা রাখুন। আপনার মালপত্র আপনাকেই বহন করতে হবে। আপনার সঙ্গী-সাথী প্রত্যেকেই হাজী, প্রত্যেকেই আল্লাহর ঘরের মেহমান, প্রত্যেকেই সম্মানিত ব্যক্তি। হজের সময় অন্যকে সহযোগিতা করা খুব কঠিন ব্যাপার।
- সঙ্গীদের সম্মানের চোখে দেখা উচিত এবং তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটিকে নিজগুণে ক্ষমা করে দেওয়া দরকার। আশা করা যায়, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।
- সঙ্গীদের অসুখ-বিসুখে তাদের পাশে দাঁড়ান। প্রয়োজনে বাংলাদেশ হজ মিশনের অধীনে নির্ধারিত মেডিকেল বা ডাক্তারখানায় নিয়ে যান।

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

জিলকদ মাসে প্রচলিত ভুল আমল

ইবনে ইহসান

জিলকদ মাস কোরআনে বর্ণিত একটি সম্মানিত মাস। এ মাসে অন্য মাসের মতোই আমল করা যেতে পারে। কিন্তু মাসের ফজিলত বোঝাতে আমলের নামে জাল হাদিস ও বানোয়াট কথা গ্রহণযোগ্য নয়। জিলকদ মাসে সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল আমল ও বানোয়াট কথা আছে, যা বর্জনীয়। যেমন- ১. যে ব্যক্তি জিলকদ মাসে এক দিন রোজা রাখবে, এর প্রতিটি মুহূর্তের বিনিময়ে আল্লাহ তার আমলনামায় মকবুল হজের সওয়াব লিখবেন।

২. যে ব্যক্তি জিলকদ মাসের সোমবার দিন রোজা রাখে, তার আমলনামায় এক হাজার বছর নফল ইবাদতের নেকি লেখা হয়।

৩. যে ব্যক্তি এ মাসের প্রথম রাতে দুই দুই রাকাতের নিয়ত করে চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করে, তার প্রতিটি রাকাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর ২৩ বার সুরা ইখলাস পাঠ করে, সে ব্যক্তির জন্য বেহেশতে চার হাজার মনোমুগ্ধকর ভবন নির্মাণ করে রাখা হয়। প্রতিটি ভবনে লোহিত বর্ণের ইয়াকুত পাথর দ্বারা নির্মিত বহু মূল্যবান মণি-মুক্তা খচিত সিংহাসন পাতা থাকবে। প্রত্যেক সিংহাসনে একজন করে হুর উপবিষ্ট থাকবে। এই হুরদের কপাল সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি দীপ্তিমান হবে।

৪. যে ব্যক্তি জিলকদ মাসের প্রত্যেক রাত্রে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা ইখলাস তিনবার পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে একজন হাজীর নেকি ও একজন শহীদের নেকি দান করবেন এবং সে হাশরের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।

এ সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা। এসব বর্ণনা সহি হওয়া তো দূরের কথা, জাল হাদিসবিষয়ক কিতাবাদিতেও তা পাওয়া যায় না। এ জাতীয় বর্ণনার ব্যাপারে মৌলিক কথা সেটিই, যা লখনবি (রহ.) বলেছেন। তাকে আশুরার বিশেষ নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আশুরা এবং বছরের অন্যান্য বরকতপূর্ণ দিনে নির্দিষ্ট রাকাতে বিশেষ নিয়মের কোনো নামাজ নির্ভরযোগ্য কোনো রেওয়ায়েতে আসেনি। এ সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়, সবই বানোয়াট ও জাল। *(আলআসারুল মারফুআ : ৮)*।

জিলকদ মাসের ফজিলত হলো, এটি সম্মানিত চার মাসের একটি এবং হজের মাসগুলোর একটি। এটি যেহেতু সম্মানিত মাস, তাই এর সম্মান রক্ষা করা উচিত; গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং নেক আমলে যত্নবান হওয়া উচিত। যেমনটি আল্লাহ কোরআনে নির্দেশ করেছেন, (...তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত) ...সুতরাং এ মাসগুলোতে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। *(সুরা তাওবা : ৩৬)*। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ মাসের প্রথম কাজ, সঙ্গে সঙ্গে নেক আমলেও যত্নবান হওয়া দরকার। সে হিসেবে নফল নামাজ, নফল রোজা করা যেতে পারে। কিন্তু জানা থাকা দরকার, এর জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি, বিশেষ কোনো দিন বা ফজিলত বর্ণিত হয়নি।

নবীজীবনে সবর ও প্রতিবাদ

আবু নাঈম ফয়জুল্লাহ

নবীজি (সা.) ছিলেন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষ। জীবনের যত অনুষঙ্গ হতে পারে সব দিকের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত তাঁর মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। সবর বা ধৈর্য জীবনের জন্য খুব জরুরি। অধৈর্য মানুষ জীবনে বড় কিছু করতে পারে না। সমাজের নানা অপরাধ, অন্যায়-অত্যাচার-নিপীড়ন এবং জুলুম শোষণের ক্ষেত্রে সবসময় মুখ বুজে বসে থাকা যায় না। কখনো প্রতিবাদ করতে হয়। কখন সবর আর কখন প্রতিবাদ করতে হয় এ বিষয়ে বিস্তর শিক্ষা রয়েছে নবী (সা.) এর জীবনে। রাসুল (সা.) ধৈর্য ধারণ করে যেমন সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেছেন তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জেও উঠেছেন। তাই আমাদের বুঝতে হবে, কখন ধৈর্য এবং কখন প্রতিবাদ? এই দুয়ের মাঝে সুন্দর সমন্বয়ের মাধ্যমেই সুখ ও ছন্দময় জীবন এবং শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণ হতে পারে। অন্যায় করা ও অন্যায় সয়ে যাওয়া দুটোই অপরাধ। সমাজ ও রাষ্ট্র নাগরিকদের সবর ও প্রতিবাদের ভারসাম্যপূর্ণ গুণের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। নবীজীবনের মক্কার জীবন সবরের জীবন। মদিনার জীবন প্রতিবাদের জীবন। তাই শুধু সবর কিংবা শুধু প্রতিবাদ প্রান্তিকতা। সবর ও প্রতিবাদের সমন্বিত জীবনাদর্শই রাসুল (সা.) এর জীবনের প্রতিচ্ছবি। নবীজি (সা.) যেহেতু আমাদের আদর্শ, তাই নবীজীবন থেকে আমাদের

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City মে ২০২৫

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৭	৪:০৫	৫:৩৭	১২:৫২	৪:৪৯	৮:০৯	০৯:৪০
১৮	৪:০৪	৫:৩৬	১২:৫২	৪:৪৯	৮:০৯	০৯:৪১
১৯	৪:০৩	৫:৩৫	১২:৫৩	৪:৪৯	৮:১০	০৯:৪৩
২০	৪:০২	৫:৩৪	১২:৫৩	৪:৫০	৮:১১	০৯:৪৪
২১	৪:০১	৫:৩৩	১২:৫৩	৪:৫০	৮:১২	০৯:৪৫
২২	৪:০০	৫:৩৩	১২:৫৩	৪:৫০	৮:১৩	০৯:৪৭
২৩	৩:৫৮	৫:৩২	১২:৫৩	৪:৫১	৮:১৪	০৯:৪৮

source: salahtimes.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

এবারের বাজেট হোক সাধারণ মানুষের

১০ পৃষ্ঠার পর

উন্নয়ন করতে না পারলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অস্থিরতা বাড়তে থাকবে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণসহ সহিংসতা ক্রমাগত বাড়বে বৈ কমবে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে এবং হতে থাকবে, যা রোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। রাজধানীতে ছিনতাই কী পরিমাণ বেড়েছে, তা প্রতিদিনের পত্রিকার পাতা খুললেই, বিশেষ করে গত কয়েকদিনের পত্রিকার পাতা থেকে এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়। এ ধরনের পরিস্থিতি কখনই কাম্য হতে পারে না।

পত্রিকান্তরে জানা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট সাড়ে আট লাখ কোটি টাকার হতে যাচ্ছে। নতুন বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে এবং প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৫ শতাংশে আনার ঘোষণা করা হতে পারে। বরাদ্দের দিক থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প (ক্ষুদ্র ও মাঝারি) খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে/খাতে বরাদ্দ প্রদানের কথা উল্লেখ করতে চাই, তা হচ্ছে, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক বরাদ্দ প্রদান। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি হচ্ছে। দেশে বহু সৎ, মেধাবী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রবীণ রয়েছেন, যারা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে কর্মহীন জীবনযাপন করছেন। শুধু তাই নয়, আর্থিক দিক থেকেও তারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। প্রবীণদের মেধা, দক্ষতা বা অভিজ্ঞতাকে কোথাও কাজে লাগানো হচ্ছে না। বিশাল এ জনগোষ্ঠী ঘরে বসে কর্মহীন জীবনযাপনের ফলে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। অর্থনৈতিক অক্ষমতা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবন অতিবাহিত করছেন। এ বিষয়ে সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে বলে জানা নেই। বিষয়টি নিয়ে অনেক লেখালেখি, আলোচনা, সমালোচনা হলেও কোনো সরকার এদিকে কোনো নজর দেয়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে বাজেটে সঠিক দিকনির্দেশনাসহ বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। এবারের বাজেট কোনো রাজনৈতিক/দলীয় সরকারের বাজেট নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেট। কাজেই এ বাজেটে গরিব ও নিম্ন আয়ের মানুষ, তথা সুবিধাবঞ্চিত ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রাখতে হবে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে জনকল্যাণমুখী ও প্রবীণবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আলোচিত বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসবে, এটাই গণমানুষের প্রত্যাশা।

লেখক : অর্থনীতি বিশ্লেষক; সাবেক মহাব্যবস্থাপক, বিসিক।

হজের সফরে নামাজের বিধান

২৫ পৃষ্ঠার পর

-সঙ্গীদের আক্রমণাত্মক কথাবার্তাকে ধৈর্য ও হেকমতের সঙ্গে এড়িয়ে চলুন। - অপ্রয়োজনীয় যে কোনো কথাকে না বলুন। আল্লাহর বাণী-'আর যখন তারা কোনো ধরনের অহেতুক কথা শ্রবণ করে, তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং (শান্তভাবে) বলে দেয়, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি 'সালাম'। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চাই না।' (সুরা কাসাস, আয়াত : ৫৫)

- পথ খরচে কেউ কারও সঙ্গে শরিক না হওয়াই ভালো। প্রত্যেকেই নিজের খরচ নিজে বহন করুন। একান্ত একত্রে খরচ করতে হলে হিসাব পরিষ্কার রাখুন। -টাকা-পয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী খুব সাবধানে রাখুন। অসতর্কতায় তা হারা যেতে পারে।

- হজ্জব্রত পালন করতে এসে যতটুকু সম্ভব কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। যদি একান্ত কিছু কিনতেই হয়, তবে হজ্জ শেষ হওয়ার আগে নয়। - সবসময় নিজ দৃষ্টিকে সংযত রাখুন। হজ্জপালনকারীর জন্য উচিত ভিড়ের মাঝে নিজের দৃষ্টিকে সংযত করে নিচের দিকে রাখা। কারণ, অতি সহজেই চোখের পলকে চোখের গোনাহ্ হয়ে যায়। - সবসময় জিকির-আযকার, দোয়া-দরুদ ও তাওবা-ইসতিগফারে নিমগ্ন থাকুন। মনে রাখবেন, এমন মূল্যবান মুহূর্ত আপনার জীবনে আর না-ও আসতে পারে।

(মরহুম শেখ গোলাম মুঈনুদ্দীন (রহ.) রচিত কিতাবুল হজ্জ অবলম্বনে)

স্থায়ী অন্ধত্বের অন্যতম কারণ গ্লোকোমা

২২ পৃষ্ঠার পর

ও সুস্থ। বিশ্বব্যাপী গ্লোকোমার অন্ধত্বকে প্রতিরোধ করতে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ব্রাইট, সেইভ ইওর সাইট'-এই স্লোগান নিয়ে 'বিশ্ব গ্লোকোমা দিবস' পালিত হয়। অন্ধত্বকে রোধ করতে সবাইকে সচেতন করাই এ দিবসের উদ্দেশ্য।

এ বছর বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ১২ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে দিবসটি পালিত হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্লোকোমা রোগ নির্ণয় করা গেলে খুব সহজেই গ্লোকোমাজনিত অন্ধত্ব রোধ করা সম্ভব। আসুন গ্লোকোমা সম্পর্কে সচেতন হই এবং অন্ধত্ব প্রতিরোধ করি।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষু বিভাগ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ।

বয়স ৩০ পেরোলে নারীর প্রজনন ক্ষমতা ৫০ শতাংশ কমে যায়

২২ পৃষ্ঠার পর

করে। ৩৭ বছর বয়সে গিয়ে তা আরও কমতে শুরু করে।
বেশি বয়সে গর্ভধারণের কারণে উচ্চরক্তচাপ ও গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের মতো ঝুঁকি বাড়তে শুরু করে।
৪০ বছরের বেশি বয়সীদের গর্ভপাতের ঝুঁকি বেশি থাকে। নানা ধরনের জটিলতা তখন তৈরি হয়।
লেখক: পরিচালক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল।

বাংলাদেশের তারুণ্যের বিশ্বজয়

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রশাসন এবং ফ্যাসিবাদের তাঁবেদারদের চিহ্নিত করেছেন, অনেককে সরিয়েছে। ব্যক্তিদের সরানোর জন্য আমাদের তরুণরা কথা বলে যাচ্ছে নিরন্তর। জুলাই বিপ্লবের নায়করা সদা জাগ্রত। সাম্প্রতিক সময়ে তরুণদের আরেকটি বিজয় বাঙালি জাতি প্রত্যক্ষ করল। আওয়ামী লীগের যারা বিভিন্ন গণহত্যার সঙ্গে জড়িত, যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জনগণের ওপর স্টিমরোলার চালিয়েছিল, তাদের বাংলাদেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। এই কথাটি সবাই বলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু তার পরও বিভিন্ন কারণে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তরুণরা অপেক্ষা করেছে, তারা দাবি জানিয়েছে, অনুরোধ করেছে। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি। অবশেষে আমাদের তরুণসমাজ আবার রাজপথে নেমে এলো। যারা তাদের বুকের ওপর গুলি চালিয়েছে, যারা তাদের গুম করেছে তারা স্বাধীন দেশে রাজনীতি করে কিভাবে? এ কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন এই নাৎসিবাদ জার্মানিতে নিষিদ্ধ। ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য তারা আবার জনগণকে ডাক দিল, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ রাজপথে নেমে এলো। কারণ আমাদের তরুণরা যে নির্মোহ, তারা যে নিজের স্বার্থের জন্য নয়, বরং সবার জন্য, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য এ রকম ডাক দিয়েছে। এটা আমাদের জনগণ এখন বিশ্বাস করে এবং তরুণদের প্রতি আস্থাশীল। আর সেই জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার সঠিকভাবে দ্রুততার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করল। এর মধ্য দিয়ে জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে আরো একটি পালক যুক্ত হলো। এখন আমাদের তরুণসমাজ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কাজ করছে। আমাদের প্রায়ই শুনতে হতো আমাদের তরুণরা বিভ্রান্ত। তারা বিদেশে চলে যেতে চায়। তারা এ দেশ নিয়ে উদাসীন। বিশেষ করে তরুণ রাজনীতিবিমুখ নয়৫এমন একটি কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই অচলায়তন ভেঙে দিয়েছে আমাদের বিপ্লবীরা। এখন এ দেশের মানুষ ঘরে ঘরে নীতিবান, নির্ভীক ও মেধাবী তরুণ চায় সবাই। আমাদের তরুণসমাজ দেখেছে যে তারা প্রচলিত ঘুণে ধরা, নষ্টভ্রষ্ট রাজনীতির সমর্থন করে না। তারা সমর্থন করে নতুন রাজনীতি, যে রাজনীতিতে সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত হয়, যে রাজনীতিতে বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়ায়। যে রাজনীতি কারো তাঁবেদারি করতে শেখায় না, বরং স্বাধীন সার্বভৌম একটি বাংলাদেশ হিসেবে মনে আত্মপ্রকাশ করতে শেখায়। তরুণরা পরাজয় মানে না। তারা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে, ক্রীতদাসের বন্দি থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চায়।

আমাদের দেশের মানুষ বহু বছর পরে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। তারা দেখতে পারছে যে বাংলাদেশের নেতৃত্বের শূন্যতা নেই। বিশ্বব্যাপী যখন তরুণসমাজ বিভ্রান্ত, রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের শঙ্কা, পুরনো বয়স্ক ব্যক্তিরা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন, তরুণরা রাজনীতিতে আগ্রহহীন, সেখানে আমাদের এক সম্ভাবনাময় তরুণ নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে। আমাদের সামনে এবং জনগণের কাছে তারা 'আইকন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই তরুণরা যে বাংলাদেশকে বদলে দিতে পারবে তা মানুষ সবাই বিশ্বাস করে। আমাদের তরুণরা এই ভূখণ্ডকে মানুষের জন্য বাসযোগ্য করতে যাচ্ছে। আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে দাঁড় করাতে চাইছে। এটি তরুণদের এক নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের একটা বহিঃপ্রকাশ। সারা বিশ্বে এটি একটি অনন্য নজির।

আমরা জানি যে ২০২৪ সালে বিশ্বের সেরা দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের স্থান পেয়েছিল বিপ্লবের জন্য। একটা সময় বাংলাদেশকে নিয়ে বলা হতো এটা বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দুর্বিপাকের দেশ। সেখান থেকে বাংলাদেশকে বলা হতো এ দেশ হলো বিদেশিদের ঋণনির্ভর দেশ। তারপর এলো বাংলাদেশ সামরিক শাসনের দেশ। সম্ভাবনাবিহীন একটি দেশ। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের পরিচয় বিশ্বে পাল্টে যায়। এরপর বাংলাদেশের পরিচিতি হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শান্তিতে নোবেলজয়ী দেশ হিসেবে। কদিন আগেও বিদেশে গেলে বলত তুমি কি ড. ইউনূসের দেশের? এখন বাংলাদেশকে বিশ্ব চিনছে তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর একটি সম্ভাবনাময় হিসেবে। তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি দেশ, যে দেশের তরুণরা স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে এবং স্বপ্নপূরণের জন্য আত্মত্যাগ করে। আগামীর ভবিষ্যতের জন্য তরুণরা বর্তমানকে বিসর্জন দেয়। এ রকম তরুণসমাজ বিশ্বে আর আছে কি? আর এ জন্যই সারা বিশ্বে তারুণ্যের অহংকার জুলাই বিপ্লবের নায়করা। বিশ্বকে বদলে দেওয়ার পথপ্রদর্শক আমাদের তরুণসমাজ।
লেখক : বিশ্লেষক।

নবীজীবনে সবর ও প্রতিবাদ

২৫ পৃষ্ঠার পর

সবর ও প্রতিবাদের ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা নিতে হবে।

নবীজীবনে সবর

রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন ধৈর্যের আধার। তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে ধৈর্যের অসাধারণ শিক্ষা। মানসিক যন্ত্রণা, অর্থনৈতিক দৈন্য, পারিবারিক নানা সংকট, সামাজিক নিগ্রহ, কাফেরদের অত্যাচার ও নির্যাতনসহ হাজারো কষ্টের পাহাড় ডিঙিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। শৈশব থেকেই তিনি একের পর এক পিতা, মাতা ও দাদার মৃত্যুর মতো মারাত্মক সব আঘাত সহ্য করে করে বড় হয়েছেন। এর পর আসে অর্থনৈতিক অনিরাপত্তা। যৌবনের কঠিন জীবনসংগ্রাম পাড়ি দিয়ে ৪০ বছরে শুরু হয় তার ধৈর্য ও সহনশীলতার মূল অধ্যায়। ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণার দিন থেকে ১৩ বছরের মক্কি জীবনের প্রতিটি দিন ছিল একেকটি স্বতন্ত্র সংগ্রাম। নামাজরত অবস্থায় মাথায় উটের পচা ভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া, বাড়ির গেটে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখা, ওপর থেকে মাথার ওপর ময়লা ফেলে দেওয়া, তায়েফের বাজারে রক্তে রঞ্জিত হওয়া, কাফেরদের অসংখ্য অপমানজনক কথাবার্তাসহ এমন কোনো কষ্ট ছিল না, যা তাকে সহ্য করতে হয়নি। সিরাতের গ্রন্থে নবী (সা.)-এর ধৈর্য ও কষ্ট স্বীকারের তালিকা খুব দীর্ঘ।

ধৈর্যের ফল

নবীজি নিজে যেমন ধৈর্য ধরেছেন তেমনি অন্যদেরও ধৈর্য ধরার সবক দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মোমিন যে ধরনের বিপদেই আক্রান্ত হোক না কেন, এমনকি কাঁটা ফুটলেও এর বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা একটি নেকি দান করেন অথবা একটি গোনাহ মাফ করে দেন। (মুসনাদে আহমদ : ১৬৫৬০)। একবার নবীজি প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছিলেন। এমন সময় সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবীজির কাছে উপস্থিত হলেন। তখন নবীজি বললেন, 'মোমিন যখন কোনো কষ্টে নিপতিত হয়, তখন আল্লাহতায়ালা এর বিনিময়ে তার গোনাহগুলো মাফ করে দেন, যেমন শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।' (মুসলিম শরিফ : ৫৬৪৭)।

নবীজীবনে প্রতিবাদ

রাসুল (সা.) সারাজীবন শুধু মানুষের নির্যাতন আর অত্যাচার সহ্য করে গেছেন, বিষয়টা এমন নয়। বরং নবীজির প্রতিবাদমুখর জীবনও অনেক সমৃদ্ধ এবং অনুকরণীয়। তার প্রতিবাদের সর্বোচ্চ স্তর ছিল সরাসরি যুদ্ধ। তিনি জীবদ্দশায় ৬৩টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এসব যুদ্ধ ছিল প্রতিরোধমূলক। আক্রমণাত্মক যুদ্ধও ছিল বেশ কিছু। নবীজির জীবনের মূল মিশন ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্য তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

প্রতিবাদের স্তর

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ইসলামে ঈমানের অন্যতম অনুষঙ্গ। নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় প্রত্যক্ষ করে সে যেন তা হাত দিয়ে বাধা দেয়, যদি হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার শক্তি না রাখে তাহলে যেন মুখে প্রতিবাদ জানায়, আর যদি মুখে প্রতিবাদ জানানোর সক্ষমতাও না থাকে, তাহলে যেন অন্তত মনেমনে তা ঘৃণা করে। আর এটা সবচে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।' (মুসলিম : ৭৮)। তার মানে, সবল ঈমানের পরিচয় হলো, অন্যায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানানো। অন্যত্র নবীজি এরশাদ করেন, মানুষ যখন সমাজে অন্যায় দেখার পরও প্রতিবাদ না করবে, তখন আল্লাহতায়ালা ওই সমাজের সবার ওপর সে অন্যায়ের শাস্তি চাপিয়ে দেবেন। (ইবনে মাজাহ : ৪০০৫)।

ধৈর্য ও প্রতিবাদ

১. নবীজি (সা.) নিজের ব্যক্তি সত্তার ওপর যেসব বিপদআপদ এসেছে তাতে তিনি চূড়ান্ত ধৈর্য ধারণ করেছেন। চাই তা শারীরিক অসুস্থতা হোক, ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়া শারীরিক নির্যাতন হোক, অপমানজনক কোনো কথা হোক, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের আঘাত হোক। এক্ষেত্রে তিনি কখনো এমন কোনো কথা ও কাজ করেননি, যা ধৈর্যের পরিপন্থি। তায়েফের ঘটনা এর জ্বলন্ত সাক্ষী। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে অথচ তিনি তায়েফবাসীর জন্য দোয়া করছেন। পাহাড়ের দায়িত্বরত ফেরেশতাকে আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন নবীজির পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। বরং উল্টো বলে দিলেন, এদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ হবে, যারা আল্লাহর ইবাদত করবে। (বোখারি : ৩২৩১)। ২. আদর্শিক ক্ষেত্রে তিনি কখনো আপস করেননি। মক্কি জীবনে দুর্বিষহ জীবনযাপনের সময় যখন চাচা আবু তালেব নবীজিকে শিথিলতা অবলম্বন করতে বললেন তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ওরা যদি আমার এক হাতে সূর্য, আরেক হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তবুও আমি এ পথ থেকে পিছপা হব না।' (ইবনে ইসহাক)। আর মাদানিজীবন তো সত্যের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্যদিয়েই অতিবাহিত করেছেন। ইসলামের জন্য তিনি জীবন বাজি রেখে লড়েছেন। নিজের আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ৩. অন্যের জান, মাল ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নবীজি ছিলেন প্রতিবাদী। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, ওই ব্যক্তি মোমিন নয়, ওই ব্যক্তি মোমিন নয়, ওই ব্যক্তি মোমিন নয়।' সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কে সে ব্যক্তি? নবীজি বললেন, 'যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (বোখারি : ৬০১৬)। তিনি আরো বলেছেন, 'অত্যাচারী রাজার সামনে দাঁড়িয়ে ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ।' (তিরমিজি : ২১৭৪)। যেখানেই মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সেখানেই নবীজি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ৪. ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর কোনো আঘাত এলে নবীজি তা কখনো সহ্য করতেন না। যেকোনো মূল্যে তা প্রতিহত করতেন। বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে যত যুদ্ধ নবীযুগে সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মদিনাকেন্দ্রিক ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার আশঙ্কা থেকেই এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রকে নির্মূল করা মানে ইসলামকেই নির্মূল করা। কারণ, রাষ্ট্র ছাড়া ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ। তাই নবীজি কুরাইশ গোত্র থেকে শুরু করে শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। নবীজি (সা.) এরশাদ করেন, 'আল্লাহর পথে একদিন (ইসলামি রাষ্ট্রের) সীমানা পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম।' (বোখারি : ২৮৯২)।

নবীজীবন থেকে শিক্ষা

আসলে ধৈর্য মানেই হলো, সত্যের পথে চলতে গিয়ে বা সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যত চ্যালেঞ্জ আসবে তা গ্রহণ করা এবং যত বিপদ আসবে তা মাথা পেতে মেনে নেওয়া। প্রয়োজনে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহিদী মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। ন্যায়সংগত প্রতিবাদ না করে সুস্থ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকদের জানমাল ও ইজ্জতের ওপর নিপীড়ন দেখে যে মানসিক কষ্ট হয়, তা নিজে গা বাঁচানোর জন্য নীরবে সহ্য করে যাওয়ার নাম ধৈর্য নয়। বরং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে কষ্ট, দুঃখ, দুর্দশা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়, তা মাথা পেতে মেনে নিয়ে সত্যের পথে অটল ও অবিচল থাকার নাম ধৈর্য ও সবর। অফিস আদালতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতিকে না বলা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করা, সাধারণ মানুষ দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকাও সবর। শুধু মার খাওয়ার নাম সবর নয়, অন্যায় ও দুর্নীতি থেকে বেঁচে থাকাও সবর। সবরের এ শিক্ষা নবী (সা.) এর জীবনে ফলফলে উজ্জ্বল ও বাঙময়।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সাপ্তাহিক আজকাল
বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা
বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।
Email: ajkalnews@gmail.com
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

বইমেলার ৩৪ বছর
নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা
যত বই তত প্রাণ
34th
NEW YORK INTERNATIONAL BANGLA BOIMELA
৩৪তম
নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা
May 23 – 26, 2025
Friday & Monday: 4:00 PM – 11:00 PM
Saturday & Sunday: 11:00 AM – 11:00 PM
VENUE
Jamaica Performing Arts Center (JPAC)
153-10 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432
CONTACT
+1 703-589-8534, +1 610-203-9695
+1 347-656-5106
প্রধান অতিথি
ফিলিস টেইলর
মুক্তিযুদ্ধের মার্কিন বন্ধু
বিশেষ সম্মাননীয় অতিথি
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান, সিপিডি
গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক
সাহিত্য সমালোচক, দার্শনিক
অধ্যাপক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
ড. রওনক জাহান
সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
ক্যাপ্টেন (অব.)
সিতারা বেগম
বীর প্রতীক
আমন্ত্রিত লেখক
ড. আবদুন্‌ নূর
কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার
বিরূপাক্ষ পাল
লেখক ও বিতার্কিক
মুস্তাফিজ শফি
কবি, বহুমাত্রিক লেখক, সাংবাদিক
সরকার কবীর উদ্দিন
লেখক ও সাংবাদিক
আবু সাঈদ খান
প্রাবন্ধিক
নাজমুন নেসা পিয়ারি
অনুবাদক
জাফর আহমদ রাশেদ
কবি
ড. শামীম রেজা
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বদরুজ্জামান আলমগীর
কবি ও প্রাবন্ধিক
ফারুক আহমেদ
কবি, সাহিত্য সম্পাদক
মঈনুদ্দীন মুনশি
কবি
অভীক সারোয়ার রহমান
লেখক ও সাংবাদিক
হুমায়ূন কবীর ঢালী
লেখক ও প্রকাশক
তানভীর তারেক
লেখক ও সাংবাদিক
আশিক মুস্তাফা
শিশুসাহিত্যিক
পারমিতা হিম
কথাসাহিত্যিক
লেখক-পাঠক-মুখোমুখি
নতুন বই নিয়ে আলোচনা
স্বরচিত কবিতা পাঠ
কবিতা আবৃত্তি
বিতর্ক
সেমিনার
আলোকচিত্র প্রদর্শনী
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
উদ্বোধক
সাদাত হোসাইন
কবি ও ঔপন্যাসিক
আমন্ত্রিত প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
আলমগীর সিকদার লোটন
আকাশ প্রকাশন
রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
নালন্দা
জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
দীপঙ্কর দাশ
বাতিঘর
মাহবুবুল হাসান ফয়সল
ঋদ্ধি প্রকাশন
এছাড়াও থাকছে প্রকাশনা সংস্থা
সময় প্রকাশন
আহমদ পাবলিশিং হাউস
অন্বয় প্রকাশ
প্রথমা প্রকাশন
অঙ্কুর প্রকাশনী
স্টুডেন্ট ওয়েজ
কাকলী প্রকাশনী
কালের চিঠি
শব্দঘর
মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক
ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স
আমন্ত্রিত শিল্পী
রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা
ফাহমিদা নবী
দেবদাস চৌধুরী
শাহ মাহবুব
কৃষ্ণা তিথি
স্বরলিপি সতীশ
মোঃ শাহীন হোসেন
আরো থাকছেন
কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, উজ্জ্বল ব্যানার্জিসহ
বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পী ও সংগঠন
রোকেয়া হায়দার
আহবায়ক, নিউ ইয়র্ক
আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৫
ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ
চেয়ারপারসন, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
আয়োজনে
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
www.nyboimela.org
nyboimela@gmail.com
Principal Patrons:
Syed Zaki & Rahat Hossain
Principal Hosne Ara Ahmad Foundation
REVIVIFY

PRESENTS
AMERICAN Curry AWARDS 2025
এবার আপনিও হবেন শেফ
CURRY COMPETITION
Starter/ Appetizer (Chatpoti/ Fuchka etc.)
Dessert (Sweet/Cake/Pitha etc.)
Main Course (Polao/Roast/Korma/Biryani/Curry etc.)
BRONX
SUNDAY, MAY 18, 2025 | 2.00 PM
KHALIL BIRYANI HOUSE
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462
JOINTLY ORGANIZED BY
Khalil Group of Industries
Aasha Group
Please Contact For Registration
Sadia Khondokar, Coordinator
917-722-4703, 347-459-8489, 929-624-8398

PRESENTS
AMERICAN Curry AWARDS 2025
AMERICAN CURRY AWARDS
2025
SATURDAY, MAY 24, 2025
6.00 PM - 10.00 PM
TERRACE ON THE PARK
52-11 111th Street, Corona, New York 11368
AMERICAN CURRY AWARDS
GALA NIGHT
BIPLAB CHAKRABORTY AND
PRIYANI VANI PANDITT
JOINTLY ORGANIZED BY:
Khalil Group of Industries
Aasha Group
+1 347-459-8489, +880 1973-370 580 American Curry Awards info@americancurryawards.org americancurryawards.org

NEW YORK STATE & BERMUDA
LIONS INTERNATIONAL
EXCELSIOR
MD20
ANNUAL LIONS CONVENTION
MAY 18
MD-20 Lions
Convention 2025
District 20 R2
VOTE
★ Make Your Voice Heard ★
MY VISION
Experience Working
Professional Working
Innovative For Future
DATE & TIME
SUN, MAY 18,2025
2025
ELECTION
VOTE
FOR
DISTRICT
GOVERNOR
(2025-2026)
ASEF BARI,
PMJF
COURTESY: New York Bangladeshi American Lions Club
Lion Rocky Aaliyan, MJF – President,
District 20-R2
NYBALC
Lion JFM Rasel, MJF – Cabinet Secretary,
District 20-R2
Secretary, NYBALC

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com

‘জেমিনি’র ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সাবেক এমপি এম এম শাহীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বিপুল প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তারা শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দীর্ঘ ১০ বছরের পথ চলায় জেমিনি ম্যাগাজিন ও এর সম্পাদক বেলাল আহমেদের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি বক্তারা নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার মিডিয়াগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমাজের সামর্থবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে যাদের হাতে ‘জেমিনি অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ তুলে দেয়া হয়েছে তারা হলেন: বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সাবেক এমপি ও সাপ্তাহিক ঠিকানা’র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এম এম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলী, খান’স টিউটোরিয়াল-এর চেয়ারপার্সন নাইমা খান, ফোবানা ২০২৫-এর কনভেনর, বিশিষ্ট সংগঠক ও ফোবানার সাবেক মেম্বার সেক্রেটারী আবু জোবায়ের দারা, সোসাইটির ট্রাস্টি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, সোসাইটির ট্রাস্টি এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহসভাপতি, সোসাইটির ট্রাস্টি এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক রাকিব সৈয়দ, নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার-এর চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এবং সাপ্তাহিক ইনকিলাব সম্পাদক জাহিদ আলম, নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার-এর লাইফ হেলথ ইনস্যুরেন্স এজেন্ট ও নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-এর সার্জেন্ট ফুয়াদ হোসাইন, নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-এর সার্জেন্ট হুমায়ুন কবির এবং গালাক্সী মিডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও সিইও বদরুদ্দোজা সাগর এবং ইএসপিএন টেকনোলজির লীড সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ জাহিদ সোহেল।

এছাড়াও সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে যাদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় তারা হলেন: রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, চন্দন চৌধুরী, কৃষ্ণা তিথী, অনিক রাজ ও সবিতা দাস এবং মিউজিশিয়ান শিল্পী হিসেবে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় এ এম এম নেওয়াজ শরীফ, মোহাম্মদ শাহাদাত ওসমান, সৌরভ দাস, মোহাম্মদ সাইদুর রহমান ও মানিক আহমেদ।

ব্রঙ্কসে বাফা’র বৈশাখী উৎসব

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নারী, পুরুষ ও শিশুরা ঢাক-ঢোলের বাদ্যির সঙ্গে নেচে গেয়ে স্টারলিং এভিনিউতে শোভাযাত্রার শুরু হয়। শোভাযাত্রায় আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নানা প্রতিচ্ছবি প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ওজন পার্ক ঘুরে শোভাযাত্রাটি অলমস্টেড এভিনিউয়ের উৎসব মঞ্চে এসে শেষ হয়।

এরপর অলমস্টেড এভিনিউতে শুরু হয় বৈশাখী উৎসব। মেলায় বসেছিল বিভিন্ন পণ্যের পসরা। দেশীয় পোশাক, নকশকাটা গহনা, হাতে তৈরি শিল্পকর্ম ও শিশুদের রঙিন খেলনায় সেজে উঠেছিল প্রতিটি স্টল। আগত দর্শনার্থীরা উৎসুক মনে প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখেন এবং পছন্দের জিনিস কেনেন।

স্থানীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত, বৈশাখীর সুর, নৃত্য এবং কবিতা আবৃত্তি ছিলো অন্যতম আকর্ষণ। বাফার শিক্ষার্থী ছাড়াও সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আফতাবুজ্জামান স্পন্দন, যোগমায়া, তারেক, নিয়াম শাহাদাত, রুপা আফরোজ, শারমিন অনিমা, ঈশরাত শার্মি ও তাহমিনা শহীদ প্রমুখ। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মারিয়া স্মৃতি, সাচী পেলে ও রাধিকা সাহানুর। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন শামিমারা বেগম ও সাবরিন সাহানা। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, কাউন্সিল ওমেন আমান্দা ফারিয়াস সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখা চারজন গুণী নারীকে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজের হাত থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রক্লেমেশন গ্রহণ করেন শামিমারা বেগম ও ফারজানা ইয়াসমিন। কাউন্সিল ওমেন আমান্দা ফারিয়াস তাহমিনা শহিদ, ক্লারা রোজারিও, দুররে মাকনুন নদনী ও সাবরিন সাহানার হাতে তুলে দেন সাইটেশন। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, সালেহ আহমেদ, সাইদুর রহমান লিংকন ও মুজাহিদ আনসারী প্রমুখ।

বৈশাখী উৎসবের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাফার কর্ণধার ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, “প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা, বিশ্ব মঞ্চে বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরা এবং সকলের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করাই এই আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য।’ সন্ধ্যা পর্যন্ত স্টারলিং বাংলাবাজার প্রবাসী বাঙালিদের আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত ছিল, যা প্রমাণ করে প্রবাসেও বাঙালি সংস্কৃতি তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।”

সচেতনতা তৈরিতে বিআইইএস’র সভা

৩ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: অপরিচিত কোন কল বা ইমেইলের মাধ্যমে কখনোই ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য শেয়ার না করা, সন্দেহজনক বা চাপ সৃষ্টি করলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন কেটে দেওয়া, অপরিচিত লিঙ্কে ক্লিক না করা বা অপ্রত্যাশিত অ্যাটাচমেন্ট না খোলা, যেকোনো অনুরোধ যাচাই করে দেখা এবং প্রয়োজনে পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করা।

আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল কানাডায় সিনিয়র নাগরিকদের লক্ষ্য করে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় জানা। প্রযুক্তি সম্পর্কে সীমিত ধারণা, একাকীত্ব, স্মৃতিভ্রষ্টতা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার মতো বিষয়গুলো বয়স্কদের প্রতারণার শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। আলোচনায় যেসব প্রতারণার ধরণ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে ছিল: কানাডা রেভিনিউ এজেন্সির (সিআরএ) ভুয়া কল, গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট স্ক্যাম, প্রেমের ফাঁদ, ভুয়া চাকরির অফার, ফিশিং, ফোন স্ক্যাম এবং ভুয়া লটারি জেতার প্রতারণা।

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Resdential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.

BUY - SELL - RENT

20 Years Experience

আপনার বাড়ীর Free Market Analysis and Consultation এর জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ সেলিম রেজা

Lic. Real Estate Sales Person

আমরা বাংলায় কথা বলি

ফোন: 929-393-7331

Mohammad Salim Reza (MBA)

NYC Licensed Realtor, Professional/ Couteous!

Tel. 929-393-7331

Email: mrezarealtor@gmail.com

EXIT REALTY PRIME

159-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11432

Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254

Khalil Biryani House

ভোজন রসিক ও খাদ্য পিপাসুদের জন্য সুখবর!

নিউইয়র্ক ও আন্তর্জাতিক জগতে স্বনামধন্য ও বাংলাদেশি মুখরোচক ১০০% হালাল খাবারের জন্য আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারসহ নিকটবর্তী ও পছন্দের যে কোন শাখায় আসুন। আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

* KHALIL BIRYANI HOUSE
BRONX – 718-409-6840

* KHALIL HALAL CHINESE
BRONX – 347-621-2884

* KHALIL SWEETS
BRONX – 646-763-5073

* KHALIL BIRYANI HOUSE
JAMAICA – 718-374-3225

* KHALIL BIRYANI HOUSE
JACKSON HEIGHTS – 929-328-0680

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS MULTIPLE TOURIST VISA

দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

NEW YORK OFFICE
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

DHAKA OFFICE
NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা: ঝুঁকির দিকগুলো কী

৫ পৃষ্ঠার পর

থেকে যারা যারা এই দমন-পীড়ন সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে, তারা দায়ী। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে, দল হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ এই রক্তপাতের কতটা অংশীদার? শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে প্রমাণের ওপর, যা একমাত্র আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্ধারিত হতে পারে।

জুলাই-আগস্টের ঘটনার পর দলটির আচরণ কেমন, সে বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দমন-পীড়নের পর দলটির কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা দলের পক্ষ থেকে বা সরকারের হয়ে এর দায়িত্ব স্বীকার করেননি কিংবা কোনো ধরনের ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশও করেননি। দলটি এখনো তার পুরোনো নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণেই আছে। তারা জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। আত্মসমালোচনার বা সংস্কারের কোনো অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেনি।

শেখ হাসিনা এখনো দলের প্রধান ও নেতা হিসেবে বিদেশে অবস্থান করে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছেন; হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত আছে আওয়ামী লীগসংশ্লিষ্টদের অনলাইন কার্যক্রম। দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জুলাই-আগস্টের ঘটনা নিয়ে ভুয়া খবর ছড়ানো হচ্ছে; একই সঙ্গে তারা ভুয়া খবর ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়েও।

আওয়ামী লীগের এখনো উদ্ধত, সংস্কারহীন ও অনুশোচনাহীন মনোভাব। একই সঙ্গে যৌক্তিক ধারণা করা যেতে পারে তারা দেশকে অস্থিতিশীলও করে তোলায় সচেষ্ট। এসব বিষয় দলের কার্যক্রম স্থগিত রাখার পক্ষে যুক্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে মূল যে যুক্তিগুলো রয়েছে, তার সারাংশ হলো আওয়ামী লীগ সরাসরি হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়েছে এবং পরে তার কোনো জবাবদিহি করেনি; ফলে দলটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার হারিয়েছে। কিন্তু এরপরও দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বড় ধরনের কিছু ঝুঁকি রয়েছে।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো সবচেয়ে বেশি এসেছে, তার একটি হলো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে অস্বীকার করা। এটা অবশ্যই সত্য। অথচ এখন সংস্কারমুখী হিসেবে পরিচিত অন্তর্বর্তী সরকার সেই একই ভুল করতে যাচ্ছে, লাখ লাখ নাগরিকের জন্য কোনো অর্থবহ রাজনৈতিক বিকল্পহীন একটি জাতীয় নির্বাচনের পথে অগ্রসর হয়ে।

প্রথমত, এটি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে। আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল। এর শিকড় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রোথিত। তাদের রয়েছে এক বিশাল জনসমর্থনের ভিত্তি। তাদের অনেকেরই ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। নানা কারণে এই দলটিকে অনেকে সমর্থন করে। কেউ করে দলটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের কারণে, কেউ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অবস্থানের কারণে, কেউ উন্নয়নমূলক কাজ অথবা শুধু তার ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে।

নতুন নিষেধাজ্ঞার ফলে এই লাখ লাখ সমর্থক বঞ্চিত তাদের রাজনৈতিক অধিকার হারাবে। আওয়ামী লীগের পক্ষে যেকোনো মতপ্রকাশ—মৌখিক, লিখিত বা অনলাইনে শেয়ার করাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। দলটির সমর্থকদের শান্তিপূর্ণ জমায়েত, এমনকি সামাজিক বা অনানুষ্ঠানিক বৈঠকও গ্রেপ্তারের ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এতে ভয়ের এক পরিবেশ তৈরি হবে, যেখানে নজরদারি, হয়রানি ও ইচ্ছামতো গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থাকবে আর মতপ্রকাশ ও সমাবেশের অধিকার সংকুচিত হবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও এতে বড় ধাক্কা খাবে। কারণ, পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোকে আওয়ামী লীগসম্পর্কিত যেকোনো কিছু প্রকাশে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

এই নিষেধাজ্ঞা আসলে একটি নতুন দমনপ্রক্রিয়ার সূচনা ঘটাতে পারে—এমন ঝুঁকির আশঙ্কা অমূলক না। আওয়ামী লীগ নিজেই তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে দমনের এ ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেছিল। বিরোধী দলকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিত তারা। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার পদ্ধতি এবার আইনি কাঠামোর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হলো। কেউ আওয়ামী লীগের সমর্থক হলে, ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বা যেকোনো অভিযোগে তার গ্রেপ্তারের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এখন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার ফলে এ ধরনের গ্রেপ্তার আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে মানবাধিকার পরিস্থিতি আরও ঝুঁকিতে পড়বে।

তার ওপর একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তিকে পুরোপুরি বাইরে রাখার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিপুলসংখ্যক ভোটারকে কার্যত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করবে। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ সমর্থক অন্য কোনো দলকে সমর্থন করবে—এমন সম্ভাবনা খুব কম; বরং তারা হয়তো স্রেফ ভোট দিতেই আগ্রহ হারাবে। এর ফলে দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠী আবারও এমন এক নির্বাচনের মুখোমুখি হবে, যেখানে তাদের সমর্থিত দল ব্যালটে অনুপস্থিত থাকবে।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো সবচেয়ে বেশি এসেছে, তার একটি হলো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে অস্বীকার করা। এটা অবশ্যই সত্য। অথচ এখন সংস্কারমুখী হিসেবে পরিচিত অন্তর্বর্তী সরকার সেই একই ভুল করতে যাচ্ছে, লাখ লাখ নাগরিকের জন্য কোনো অর্থবহ রাজনৈতিক বিকল্পহীন একটি জাতীয় নির্বাচনের পথে অগ্রসর হয়ে।

তাহলে এই লাখ লাখ মানুষ, যাঁদের এখন রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না, তাঁরা কোথায় যাবেন? নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এক বিশ্লেষক যেমন বলেছিলেন, 'বাদ দেওয়া থেকে ক্ষোভ জন্মায়, যা শান্তিপূর্ণ রূপান্তরকে অকার্যকর করে তোলে এবং প্রায়ই নতুন অস্থিতিশীলতার চক্রকে উসকে দেয়।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা মানে একটি ইতিমধ্যেই ক্ষতবিক্ষত গণতন্ত্রকে প্রতিশোধমূলক ও একপক্ষীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর করা, যেখানে অপরাধীরাও শহীদে পরিণত হতে পারে এবং একটি বিভক্ত সমাজ আরও গভীরভাবে মেরুকৃত হয়ে উঠতে পারে।' এটাই এই নিষেধাজ্ঞার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঝুঁকি।

সমানভাবে উদ্বেগজনক হলো নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার যে প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে। মনে হচ্ছে সরকার উচ্চকণ্ঠ একদল বিক্ষোভকারীর চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এদের দাবিগুলো ছিল কঠোর ও অনমনীয়। অথচ বৃহত্তর পরিণতির বিষয়ে তেমন কোনো ভাবনা এই প্রক্রিয়ায় পরিলক্ষিত হয়নি।

গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ছাত্রনেতা হাসনাত আবদুল্লাহ সরকারের উদ্দেশে বলেন, যদি আগামী এক ঘণ্টার মধ্যেই আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের ঘোষণা না আসে, তাহলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে বাংলামোটর পর্যন্ত এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়া হবে। এর আগেই শাহবাগ এলাকাটি বিক্ষোভকারীরা দখল করে রেখেছিল। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ছাড়া হবে না এবং আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এই বক্তব্যের ঠিক এক ঘণ্টা পর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে বসে এবং নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আইন উপদেষ্টা সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা দেন যে আওয়ামী লীগের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলো। অথচ এর আগের দিনই প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সরকারের আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যাটি ছিল দুর্বল এবং তা তড়িঘড়ি করে তৈরি করা বলে মনে হয়েছে। প্রেস ব্রিফিংয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জুলাই আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বাদী ও সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে সাইবার স্পেসসহ আওয়ামী লীগের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্দেশ্যই যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তব। কিন্তু এত কঠোর পদক্ষেপ না নিয়েও এসব মোকাবিলা করা যেত। সেসব পদক্ষেপ আইনি ও গণতান্ত্রিকভাবে আরও অনেক বেশি সমর্থনযোগ্য করারও উপায় ছিল।

নৈতিক দায়বদ্ধতাই যদি একমাত্র বিবেচ্য মানদণ্ড হতো, তাহলে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের যথার্থতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই থাকত না। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে, যেখানে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার এবং দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্থিতিশীলতার ওপর এর প্রভাবকে বিবেচনায় নিতে হয়। এসব দিক বিচার করলে দেখা যায়, নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঝুঁকি এর সম্ভাব্য উপকারিতার তুলনায় বেশি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এর ফলাফল দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ডেভিড বার্গম্যান: সাংবাদিক। বহু বছর ধরে আইসিটির বিচার কার্যক্রম ও বাংলাদেশ নিয়ে লিখছেন।

বাংলা ব্লকেড ইউএসএ'র আনন্দ মিছিল

৩ পৃষ্ঠার পর

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সড়কে নেমে আসেন নিউইয়র্কের বিএনপি নেতাকর্মীরা। মিছিলের স্লোগানে মুখরিত হয় চারপাশ। এসময় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও গত ষোল বছরের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দেন তারা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলা ব্লকেডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ, বিএনপি নেতা আবদুল লতিফ সম্রাট, জসিম ভূইঞা, জিল্লুর রহমান, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, রিয়াজ মাহমুদ প্রমুখ।

আরো উপস্থিত ছিলেন আক্তার সবুর, গিয়াস উদ্দিন, মোশারফ হোসেন সবুজ, ইমাদ চৌধুরী, জাহাঙ্গীর হাসান, খলকুর রহমান খলকু, আবু সাইদ, আনোয়ার হোসেন পলাশ, জিয়াউর রহমান মিলন, আল মামুন সবুজসহ আরো অনেকে।

প্যাডেল থেকে পোলিশ : শ্রমিকের গল্প

২০ পৃষ্ঠার পর

শ্রমের মূল্য এক নয়। পার্থক্যটা শুধু ডলারে নয়, পার্থক্যটা মূলত সম্মানে, মর্যাদায়, সামাজিক স্বীকৃতিতে। শ্রমিক হোক বুদ্ধিজীবী, মেরামতির চাকরিজীবী কিংবা হোক রাস্তার শ্রমিক-সবাই 'মজুরি এবং মর্যাদায়' সমান গুরুত্ব রাখেন। ন্যায্য পারিশ্রমিক, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা-এগুলো শুধুমাত্র নীতিগত দাবি নয়; এগুলো মানবাধিকারের স্বীকৃতি।

বাংলাদেশে আমার এক পরিচিত খালা আছে-রোকসানা। সে গাজীপুরের একটি গার্মেন্টসে কাজ করেন। সকাল সাতটার আগেই কারখানায় ঢোকেন, রাতে কাজ শেষ করে ঘরে ফেরেন নয়টায়। দীর্ঘ সময়ে কাজের বেতন ১২ হাজার টাকার মতো। কিছুদিন আগে যা ছিল ৮ হাজার। অথচ বর্তমান দ্রব্যমূল্য চারজনের পরিবার টানার জন্য যথেষ্ট নয়। অতিরিক্ত ওভারটাইম ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কারখানায় আগুন লাগলে রোকসানারা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। বাঁচে কেউ কেউ, আবার কেউ চিরতরে থেমে যায়। রানা প্লাজা ধসে পড়ে কত শত রোকসানা চিরতরে হারিয়ে গেল-আমরা সংখ্যা জানি, মুখ জানি না।

আমি ক্লাসে কবিতা পড়াই, সাহিত্য শেখাই। স্টুডেন্টদের চোখে আমি একজন "মিস", একজন গাইড। অথচ নিজের ভিতরে আমি রোকসানাদের সঙ্গেই দাঁড়াই। মনে হয়, ওরাও শ্রমিক, আমিও শ্রমিক। তবে পার্থক্যটা নির্মম-আমি নিরাপদে ঘুমাই, ওরা সারা রাত কারখানার শব্দে জেগে থাকে।

বাংলাদেশে এখনো শ্রমিকদের শ্রমের ন্যায্য মূল্যের জন্য বিক্ষোভ মিছিল করতে হয়। ২০২৩ সালের জাতীয় মজুরি-সমন্বয় প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা মাসে অন্তত ২৩০০০ এর দাবি তুলেছেন, অথচ প্রস্তাবিত বেতন ছিল তার অর্ধেকের মতোই। ন্যায্য মজুরি না পেলে খাবার বঞ্চনা, ঋণের টানাপোড়েন, অবৈধ কাজের লোভ-এসব তো রয়েছেই, সামাজিক (পরিবার-সম্পর্ক) নিরাপত্তাও প্রতিদিনই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। নিরাপত্তাহীন কর্মপরিবেশ আর সামাজিক সুরক্ষা শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে, অনেকেই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসা, বীমা বা কোনো সহায়তা পায় না। তার উপর ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের ঝুঁকি কম নেই। বাংলাদেশের শ্রমিকদের দিন-যাপন শুধু মজুরি বা অর্থনৈতিক নয়; তাদের কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যাপারেও গভীর উদ্বেগ রয়েছে। পোশাক কারখানায় দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা, সঠিক বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যসেবা না থাকায় শ্রমিকরা অতিষ্ঠ। বিভিন্ন পরিবেশে গ্যাসের ধোঁয়া, বিষাক্ত রঞ্জনদ্রব্য এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। বাংলাদেশের শিল্পখাতে শ্রমিক নিরাপত্তার সংকটের মর্মান্তিক প্রমাণ ছিল পোশাক শিল্পের দুটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ২০১২ সালে ২৪ নভেম্বর তাজরিন ফ্যাশন ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১১২ জন শ্রমিক প্রাণ হারান। এর মাত্র পাঁচ মাস পর, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার পাশের সাভারের রানা প্লাজা বাণিজ্যিক ভবনটি ধসে পড়ে; এতে ১১৩৮ জন শ্রমিক নিহত হন। এই দুই দুর্ঘটনাই কারখানাগুলির সেফটি কেবল বর্জিত নয়, বরং সম্পূর্ণ অবহেলিত-একজন শ্রমিকের নিরাপত্তাকে গার্মেন্ট মালিক এবং বৈশ্বিক ব্র্যান্ড উভয়েই গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ।

বাংলাদেশের রাস্তায় ভারী রিকশা টেনে চলা ব্যক্তি আর গৃহকর্মী (বুয়াও)-দের শ্রমের কোন দল নেই, কোন ভিসা নেই, তবুও তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম এই 'খাঁটি শ্রম'। শহর গ্রামের রাস্তায় ভোরে হাওয়া দোলা খেয়ে যাত্রা শুরু করে রিকশাচালকরা। তারা প্রতিদিন ৮-১২ ঘণ্টা অতি ভারী চাকা টেনে হাঁটে, ঘাম ঝরায় রোদ-বৃষ্টির দুয়ারে দাঁড়িয়ে, আর ফলস্বরূপ আয় কত, জানা নেই। তবে খুব বেশি যে নয় তা অনুমান করা যায়। তার উপর, অনেক এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশাচালককে দিনে মালিককে দিতে হয় ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা, প্যাডেলচালিত রিকশার ক্ষেত্রে দিতে হয় ১২০ থেকে ১৫০ টাকা।

১ হাজার ৩০০ সিসির প্রাইভেট সেডান কারের জন্য বছরে ফিটনেস ট্যাক্স দিতে হয় ২৫ হাজার টাকা, আর বিআরটিএ ট্যাক্স দিতে হয় ৬ হাজার টাকা, সব মিলিয়ে ৩১ হাজার টাকা। আর তেজগাঁওয়ের মতো এলাকায় প্রতি মাসে ব্যাটারিচালিত রিকশা চালাতে হলে টোকেন নিতে হয় ২ হাজার ৪০০ টাকা। এভাবে বছরে দিতে হয় ২৮ হাজার ৮০০ টাকা, যা প্রাইভেটকারের প্রায় সমান। পার্থক্য হচ্ছে, কারের ট্যাক্স পায় সরকার, আর রিকশার টোকেনের টাকা পায় স্থানীয় নেতা, যার ভাগ পায় পুলিশ। তারউপর লাইনম্যান, ট্রাফিক সার্জেন্টের চাঁদার ভাগ তো আছেই।

অন্যদিকে, গৃহকর্মীরা, যাদের আমরা 'বুয়াও' বলে ডাকি, প্রতিদিন ঘর-পরিবারের সব কাজ সামলাতে কাঁধে ভার বহন করে। কিন্তু তাদের মজুরি মাসে প্রায় ৫-৭ হাজার টাকার আশেপাশে, যা বাস-ভাড়া, খাবার-ঘর ও অন্যান্য খরচ মেটাতেও অপ্রতুল। মালিকের উদাসীনতা বা অভিযোগের ভয় তাদেরকে বাসায় আটকে রাখে, আর কোনো শ্রম আইনে তাদের কোনও সুরক্ষা-সুবিধা থাকেনা। বিপদে পড়ে গ্রেপ্তার হবার ভয়ে, কিংবা দুর্ঘটনাজনিত আহত হলে চিকিৎসার খরচ নিজেই বহন করতে হয়।

রাজনৈতিক বা সামাজিক কল্পনার মধ্যেও এই দুই শ্রেণির শ্রমিকরাই আমাদের শহর-গ্রামের অন্তরঙ্গ চাকা। রিকশার চাকা থামলে জীবনের গতিধারা স্তব্ধ, গৃহকর্মী না থাকলে দিনের শুরু-শেষের কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। তবু তাদের সম্মান থাকে না-চ্যারিটি বা দানের ভাবনা ছাড়া আমরা তাদের 'অবশ্যতা' হিসেবেই দেখি, 'অধিকার' হিসেবেই নয়।

প্রবাসে থাকলেও আমি দেখেছি একধরনের শ্রমবঞ্চিত বাংলাদেশকে। অনেক বাঙালি আছে এখানে, যারা কম বেতনে দিনে ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করেন, রেস্টুরেন্টে বাসন মাজেন, কাপড়ের দোকানে এমব্রয়েডারির রঙিন কাপড়টি ভাঁজ করতে করতে ভাবেন, 'যদি কিনতে পারতাম,,!' তাদের কারও বৈধ কাগজ নেই, কেউ ইংরেজি জানে না, কেউ জানে শুধু আতঙ্ক-'ইমিগ্রেশন আইলো বুঝি..!'

নিউইয়র্কের মেট্রোতে উঠলে দেখা মেলে সেই সব শ্রমিকদের, যাঁরা ঘুমভাঙা চোখে ন্যূনতম মজুরি পায়ে মাড়িয়ে অফিসে যাচ্ছেন। কেউ কেউ নির্মাণসাইটে যাবেন, কেউ কারো বাসা-বাড়ি পরিষ্কার করতে, কেউ বা ডেলিভারির ব্যাগ পিঠে করে রাস্তার ধুলো-ধোঁয়া ভেঙে চলেছেন। তাদের একজনও যদি আজ কাজে না যান, নিউইয়র্ক স্তব্ধ হয়ে পড়বে।

আরেকটি ব্যথার কথা বলি। প্রবাসে কিছু কিছু বাংলাদেশি ব্যবসায়ী আছেন, যারা নিজেরাও একসময় শ্রমিক ছিলেন। আজ তারা হয়তো সফল, দোকান বা রেস্টুরেন্টের মালিক। কিন্তু সেই মালিকানা পাওয়ার পর, তারাও যেন ভুলে গেছেন-যে শ্রমই তাকে এই জায়গায় এনেছে। এই শহরে এমন অনেক নামকরা রেস্টুরেন্ট মালিক আছেন-যারা মোটামোটি শহরের সব পত্রিকাগুলোর রঙিন পাতায় বিজ্ঞাপন দেন। ডলার যেন তাদের রেস্টুরেন্টের হাড়িতে ফোটে-ঝিমঝিমে সসের গন্ধে, রোস্ট চিকেনের ব্যস্ত টেবিলে, আর ওয়েটারের হাঁকডাকে। অথচ, কিচেনের পেছনের গরম ঘরে যে ছেলেটি বারো ঘণ্টা পেঁয়াজ কাটে, তার বেতন সপ্তাহে মাত্র তিনশো ডলার। সেও আবার হাতে হাতে-কোনো রেকর্ড নেই, কোনো ট্যাক্স নেই, নেই কোনো ছুটি। আর যদি কোনোদিন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে, তাহলেই মালিকের চোখরাঙানি-'তোমাকে তো কাজ করতে নিয়েছি, আরাম করতে নয়!"

মজার ব্যাপার হলো, এই রেস্টুরেন্ট মালিকরা প্রায়ই কমিউনিটি ইভেন্টে বক্তৃতা দেন। বলেন, 'আমরা আমাদের কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করি, আমরা বাঙালির গর্ব।' অথচ তাদের নিজের রান্নাঘরে, তার ভাঁড়ারের পেছনে, তার ব্র্যান্ডেড ক্যাশের ছায়ায় ভুলে যায় শ্রমিকদের ঘাম। তবু রেস্টুরেন্ট চালু থাকে, গ্রাহক আসে, ছবি তোলে, খুশি মনে 'টেস্টি' রিভিউ দেয়। আর পেছনে কোনো এক প্রবাসী নিঃশব্দে ডিশ ধুয়ে যায়, কোনো এক 'বাপা' মরিচের গুঁড়োতে চোখ রগড়ে কাঁদে, কেউ জানেও না।

জ্যাকসন হাইটস এর পথঘাট আমার ২৬ বছরের পরিচিত। সেখানে পরিচিত কয়েকজন রেস্টুরেন্ট কর্মী, একজনের বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন দশ বছর আগে। ইংরেজি জানেন না, কাগজপত্র নেই, অথচ প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা কাজ করেন। কিচেনের ভেতরে তাপ ৪০ ডিগ্রির বেশি, পা ব্যথা করে, চোখ জ্বলে, কিন্তু ছুটি নেই। কারণ, দিন না গেলে ডলার আসে না, ডলার না এলে দেশে ছেলের পড়ার খরচ উঠবে না।

অন্যদিকে, আমি। আমি আমার সময়মতো কাজে যাই, সময়মতো ফিরে আসি। স্বাস্থ্য বিমা আছে, ছুটি আছে, বিশ্রাম আছে। আমার শ্রমের পেছনে মূল্যায়ন আছে। শ্রদ্ধা আছে। অথচ তাদের শ্রম, তাদের ঘাম কি ঘাম নয়?

তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমি জানি-আমি শ্রমিক, তারাও শ্রমিক। কিন্তু আমাদের শ্রমের দাম এক নয়, সম্মান এক নয়। এই ভেদাভেদ আজও নামেই কি মে দিবস?

মে দিবস মানে শুধু লাল পতাকা আর মিছিল নয়। মে দিবস মানে আত্মজিজ্ঞাসা-আমরা যারা 'পদ' পেয়েছি, তারা কি 'পরিচয়' ভুলে গেছি? আমরা যারা ভালো 'বেতন' পেয়েছি, তারা কি 'ঘাম' কে অবহেলা করছি?

শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতি বৃদ্ধির হাতিয়ার। শ্রমিকরা আমাদের জীবনকে সহজ করে, আমাদের উন্নয়নের চালিকাশক্তি; তবু তাদের অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান আজও খালি ঘোষণাপত্রে আটকে আছে। বাংলাদেশে এখনো শ্রমিক অধিকার রক্ষা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেমন করে গড়ে উঠেনি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে শ্রমিকরা যাতে কেবল খুঁটিনাটি নয়, সহানুভূতির দাবি, মানবাধিকার দাবি ও ন্যায্য হকের দাবিতে বঞ্চিত না হয়-এ বিষয়ে এখনও অনেক কিছু করা বাকি। বৈষম্য ভাঙতে হলে মাতৃভূমি হোক বা প্রবাসের রেস্টুরেন্ট, সব মিলিয়ে 'ঘাটতি মজুরি' আর দীর্ঘ কর্মঘণ্টা চলে না।

আমার বিশ্বাস, শ্রমিক দিবস একদিন একটি নতুন চেতনার সূচনা করবে-যেখানে সব শ্রমের সমান মর্যাদা থাকবে, যত্ন থাকবে, ন্যায্যতা থাকবে। যেখানে 'শ্রমিক' শব্দটি হবে গর্বের, সম্মানের। শুধু বাংলাদেশে নয়, প্রবাসেও। শেষ কথা বলি-শ্রমিক না থাকলে শ্রম নেই, আর শ্রম না থাকলে দেশও নেই।

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
HOTEL
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR
এয়ার লাইন সমূহ
السعودية
SAUDIA
QATAR
AIRWAYS القطرية
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি মহৌষধ রোজা বা উপবাস

২২ পৃষ্ঠার পর

কেন, তা জারিত হয়ে আমাদের তাপ ও আলোক শক্তি দান করে। একই ঘটনা ঘটে থাকে মানুষের শরীরে। অক্সিডেশন বা জারণ প্রক্রিয়াতেই শরীরের পুরো শক্তি নির্গত হয় ও আমরা কাজে লাগাই। রোজা জারণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। আমরা গ্লোকোজ, ফ্যাট ও অ্যামাইনো এসিড ভেঙে এনার্জি পেয়ে থাকি। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি ও কার্যকরী শক্তি পাই ফ্যাটি এসিড ভাঙার মাধ্যমে। কারণ ফ্যাটি এসিড থেকে এনার্জি আসে ধীরে ধীরে ও পরিমাণেও বেশি। শরীরের জন্য বেশি ভালো হয় যদি আমরা ফ্যাটি এসিড ভেঙে এনার্জি পাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাই। রোজা পালন সেই ফ্যাটি এসিড ভেঙে শক্তি উৎপাদনে অনেক বড় ভূমিকা রাখে।

মিলনমেলা করবে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেকরা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এ উপলক্ষ্যে সাবেকরা গত ১২ মে জ্যামাইকার মেজবান রেস্টুরেন্টে এক সভায় মিলিত হয়। এ উপলক্ষ্যে গঠিত কমিটির আহবায়ক ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া, সদস্য সচিব বাবুল চৌধুরী এবং প্রধান সমন্বয়ক মোহাম্মদ জামান তপন। এর আগে গত ২১ এপ্রিলের এ কমিটি তাদের প্রথম সভা করে। এদিকে বর্তমান কার্যকরি কমিটির পক্ষ থেকেও ৫০ বছর পূর্তি ও মিলন মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। তাই সাবেকদের এ অনুষ্ঠান তাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিনা এ বিষয়ে সভায় প্রশ্ন উঠে। সাবেকরা বলেন, কর্মকর্তা বলেন, ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন সোসাইটি করতে পারে এবং তারা যদি আমন্ত্রণ করে এবং সহযোগিতা চান তবে সাবেকরা সার্বিক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু সোসাইটির সাবেকরা শুধু নিজেদের জন্য আনন্দ মেলা বা মিলন মেলা করলে তা অন্যথাই কোন কনফ্লিক্ট করবেনা।

এদিকে সভায় আলোচনায় আসে সোসাইটির বর্তমান কমিটির এক সদস্য নাকি একজন সাবেক সাধারণ সম্পাদককে বলে করে বলেছেন, সংবিধান মোতাবেক সোসাইটি রিইউনিয়ন করবে। এবিষয়ে সভায় সাবেকরা বলেন, অতীতে ২০০৮ ও ২০১০ সালে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুসারে ধারা ক্ষি-১, ধারা ৩ বিনোদন: ধারা ৩-এ অনুসারে সোসাইটি তার সদস্যদের নিয়ে একটি বার্ষিক পুনর্মিলনীর আয়োজন করবে।) এখানে নির্বাচিত পরিষদ সোসাইটির সদস্যদের নিয়ে পুনর্মিলনী করার কথা বলা আছে। কিন্তু শুধু সাবেক নেতাদের নিয়ে অনুষ্ঠান করার কথা নেই, তাছাড়া সোসাইটির কিছু সাবেক নেতা বর্তমানে সোসাইটির সদস্য নন।

এদিকে অনেকে ক্ষোভের সাথে বলেন, এ বছর বাংলাদেশ সোসাইটি বাংলাদেশ ডে প্যারেড করলেও সেখানে অধিকাংশ সাবেকদের ডাকা হয়নি, দুই চার জন যারা বিনা দাওয়াতে উপস্থিত ছিলেন তাদের সম্মান দেয়া হয়নি। তাছাড়া সোসাইটির ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বার্ষিকী বা গোল্ডেন জুবলী পালন করা হবে। কিন্তু ৫০বছর পূর্তির সাথে মিলন মেলা সংযুক্ত করা উদ্দেশ্য প্রনোদিত। সভায় কমিটির সাবেক সদস্যদের পরিবার নিয়ে এ বছরে মিলন মেলা বা আনন্দ মেলার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। রেজিস্ট্রেশন সাপেক্ষে অনুষ্ঠানে বর্তমান কমিটির সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টির সকল সদস্য ও নির্বাচন কমিশনারদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চায়, প্রভৃতি কমিটির জন্য আহবায়কের সাথে ২ জন যুগ্ম আহবায়কের নাম প্রস্তাব করা হয়। এতে ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া আহবায়ক, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুর রব মিয়ার সাথে নার্গিস আহমেদকে যুগ্মআহবায়ক হিসেবে সংযুক্ত করা হয়। সদস্য সচিব বাবুল চৌধুরীর সাথে যুগ্ম সদস্য সচিব হিসেবে জেকে আই চৌধুরী জুয়েল ও জে সানি মোল্লার নাম প্রস্তাব করা হয়। সমন্বয়ক মো. জামান তপনের সাথে সহ-সমন্বয়কারী হিসেবে মো. নাইমুল ইসলাম, সরোয়ার খান বাবু, মঈন উদ্দিন মাহমুদ, একেএম রফিকুল ইসলামের (ডালিম) নাম প্রস্তাব করা হয়। ফাইন্যান্স কমিটির প্রধান একেএম নুরুল হকের সাথে সদস্য হিসেবে মোঃ হায়দারের নাম প্রস্তাব করা হয়। সাংস্কৃতিক কমিটির প্রধান হিসাবে সাঈদ আহমেদ চৌধুরী এবং অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান হিসেবে মনিরুল ইসলামের সঙ্গে সকল সাবেক সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্যুভেনির কমিটির প্রধান শেখ সিরাজের নাম এবং সদস্য হিসেবে খান শওকত ও সিরাজ উদ্দিন সোহাগের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুইন্স ও লংআইল্যান্ডের তিনটি ভেন্যু বিবেচনা করা হচ্ছে। আরো পাওয়া গেলেও বিবেচনা করা হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, নার্গিস আহমেদ, আব্দুর রব মিয়া, মাহমুদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, সাঈদ আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ হোসেন খান, ফখরুল আলম, এ কে এম ফজলুল হক রাজী, মনিরুল ইসলাম, দুলাল মিয়া এনাম, নিশান রহীম, একেএম নুরুল হক, শেখ সিরাজ, খন্দকার ফরহাদ, জেকে আই জুয়েল চৌধুরী, নাইমুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, ওয়াহিদ কাজী এলিন, কাজী তোফায়েল ইসলাম, খান শওকত, সরোয়ার খান বাবু, নাইমুল্লাহ ভূঁইয়া প্রমুখ।

ইমিগ্রেশন বিষয়ক সেমিনার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

তাতে বাংলাদেশি অভিবাসীরা একাধিক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। বিশেষ করে, ভিসা ব্যাকলগ, রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান, নির্বাসনের ঝুঁকি এবং অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কঠোর ভূমিকার কারণে অনেকেই উদ্বিগ্ন ও বিপাকে পড়েছেন। কঠিন এ সময়ে যার তার কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্র্যান্ট এটর্নির সহায়তা নেওয়া উচিত। জটিলতা ও ঝামেলা এড়াতে এ সময় সবাইকে আরো অধিক সতর্কতার থাকে চলাফেরা করা উচিত। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ভ্রমণ করা থেকেও বিরত থাকা উচিত।

এ সময় মাইকেল ই পিস্টন 'ল' অফিস জানায়, যেসব বাংলাদেশি শিক্ষার্থী টার্মিনেশনের শিকার হয়েছেন, বা যাদের সেভিস একাউন্ট স্থগিত রয়েছে, তাদের জন্য বিনামূল্যে সেভিস একাউন্টসহ স্টুডেন্টশিপ ফিরে পেতে আবেদনসহ আইনি সেবা দেবে।

এ সময় উপস্থিত ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অভিবাসন নীতির পরিবর্তন এবং এর বাস্তব প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, নীতিগত পরিবর্তন শুধু বর্তমান আইনি অবস্থান নয়, অভিবাসীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকেও প্রভাবিত করছে। তবে সময়মতো সঠিক আইনি পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমেই এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব।

সেমিনারে অন্যদের বক্তব্য রাখেন আমেরিকা-বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্সের অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এবিসিসিআই)-এর সভাপতি গিয়াস আহমেদ এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আক্তার হোসাইন খান বাবু।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, অভিবাসন আইন সম্পর্কে সচেতনতা ও আইনগত সহায়তার প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি অভিবাসীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে জানার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সতর্ক ও সক্রিয় হতে হবে। ইমিগ্রেশন বিষয়ক এ ধরনের সেমিনার তথ্যভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি অভিবাসীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাও দেয়, যা তাদের নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক হতে পারে। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো সেমিনারের আয়োজন করা উচিত।

আ.লীগের ক্ষোভ ও বিএনপির মিষ্টি বিতরণ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবাদ। বিএনপির নেতাদের বলতে চাই, একদিন ড. ইউনূস আওয়ামী লীগের মতোই আচরণ করবে।' এ সময় বিএনপির নেতা গিয়াস আহমেদ ড. সিদ্দিকুর রহমানের পাশেই ছিলেন। নিউইয়র্কের এনসিপির তরুণরা আওয়ামী লীগের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালে তা তর্কাতর্কিতে পরিণত হয় এবং একপক্ষ আরেক পক্ষকে ধাক্কা দিতে দেখা যায় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সংবাদ জানার পরই নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, শেখ হাসিনা মঞ্চ, জেনোসাইড একাত্তর ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা স্লোগানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূসকে গণশত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে অবিলম্বে তার পদত্যাগের দাবি জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের কর্মীরা ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে এবং আশপাশে থাকা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাদের ডাইভারসিটিতে আসার জন্য ফোনে আহবান করে। আওয়ামী লীগের নেতারাও ওই সময় ডাইভারসিটি প্লাজায় উপস্থিত হন। স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে মুখরিত হয় পুরো এলাকা পরে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। খবর পেয়ে পুলিশ আসার আগেই আওয়ামী লীগ নেতারা স্থান ত্যাগ করেন।

বক্তব্য রাখেন- আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা ড. প্রদীপ কর, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আব্দুল হাসিব মামুন, মহিউদ্দিন দেওয়ান, শাহীন আজমল, অ্যাডভোকেট শাহ বখতিয়ার, তরিকুল হায়দার চৌধুরী, সরুফ মিয়া, সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. আব্দুল কাদের মিয়া, সেক্রেটারি কামাল হোসেন মিঠু, সহ-সভাপতি মো. জাফরউল্লাহ, দুরুল আনসার, শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি জালালউদ্দিন জলিল, সেক্রেটারি কায়কোবাদ খান, কাশেম ভুইয়া, খন্দকার ইসলাম, ইকবাল হোসেন, খান শওকত, স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা কিবরিয়া, নুরুজ্জামান সর্দার, সাখাওয়াত বিশ্বাস, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শামসুদ্দিন আজাদ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ, সোলায়মান আলী, আব্দুল হামিদ, মফিজুল ইসলাম, আলী হোসেন গজনবী, তুফান মিয়া, আশফাক মামুন, জহুরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, জেক এ জয়, যুবলীগ নেতা শেখ জামাল, রফিকুজ্জামান সুমন, জাকির খন্দকার, ছাত্রলীগ নেতা শহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি, শাহানারা রহমান, মমতাজ শাহনাজ প্রমুখ।

এ বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অবৈধ ইউনূস সরকারের কোনো নির্দেশ বাংলাদেশের সচেতন মানুষ কখনো মানবে না বলে উল্লেখ করে বক্তারা ইউনূসের অন্যায়-অবিচার আর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

৩ পৃষ্ঠার পর

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিগট এ বিষয়ে আরও মন্তব্য করতে অস্বীকার করে বলেন, 'আমি ইতিমধ্যে এখানে আপনার অন্য প্রশ্নের উপর মন্তব্য করেছি, তবে আমার আর কিছু যোগ করার নেই'।

এর আগে একই সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে পিগট বলেন, 'আমরা জানি যে দল ও তাদের নেতাদের জন্য একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আওয়ামী লীগকে সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে নিষেধ করেছে'। তিনি আরও বলেন 'আমরা বাংলাদেশের অন্য কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি না।' আমরা একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সকল ব্যক্তির জন্য ন্যায্য ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করি। আমরা বাংলাদেশসহ সকল দেশকে সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলন এবং সংগঠনের প্রতি সম্মান দেখানোর আহ্বান জানাই।

ভারত চেয়েছিল শক্তি দেখাতে, কিন্তু প্রকাশ পেল দুর্বলতা

৬ পৃষ্ঠার পর

ইসলামাবাদ। এর মধ্যে একটি ঘাঁটি ছিল রাজধানী ইসলামাবাদের কাছাকাছি। এর জবাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অস্ত্র-গোলার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে ভারতের উধমপুর, পাঠানকোট, আদমপুর ও ভুজের বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ভূমিকা সিং জানান, পাকিস্তানি ড্রোন ও গোলাবারুদে বেসামরিক এবং সামরিক, উভয় ধরনের স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই ঘটনার পর ভারতের আঞ্চলিক প্রভাব প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ভারত সরকারগুরাফায়া যুদ্ধবিমানের সক্ষমতা নিয়ে অতিরিক্ত ভরসা করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের চীনা সহযোগিতায় গড়ে তোলা নজরদারি ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছিল। এই ব্যবস্থাগুলোর কারণে পাকিস্তান যুদ্ধে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে সক্ষম হয়েছে।

গত কয়েক বছরে পাকিস্তানের প্রতি চীনের সামরিক সহায়তা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ২০২০ সালের পর থেকে পাকিস্তানের সামরিক আমদানির ৮১ শতাংশই এসেছে চীন থেকে।

বহু বছর ধরেই কিছু ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক সতর্ক করে আসছিলেন যে, চীনের সহায়তাপ্রাপ্ত পাকিস্তান মোকাবিলায় ভারতের সামরিক প্রস্তুতি যথেষ্ট নয়। কারণ, কাশ্মীরকে ঘিরে ভারতের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কৌশলে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা রাশিয়ার পূর্ণ সমর্থন নেই। অনেকে আবার সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করেছেন চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক জোরদারের পেছনে। কিন্তু দিল্লিতে এই সতর্কবার্তাগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে।

গত কয়েক দিনের ঘটনা ভারতের কৌশলগত সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে দিয়েছে। আগে যেখানে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল, এখন সেখানে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট। এর জবাবে দিল্লি হয়ত প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর পথে হাঁটবে এবং কাশ্মীরে সামরিকীকরণ আরও গভীর করবে।

তবে ভারতের উচিত পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ভেবে দেখা-জবাবমুক্ত ও গোপন হামলার চক্র বারবার অশান্তি ডেকে আনছে, যা আর দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয়। দুই দেশের গোয়েন্দা সংস্থা বহু বছর ধরেই বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে মদদ দিয়ে চলেছে, যার ফলে কাশ্মীর থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে।

ভবিষ্যতের পথ নির্ভর করছে দিল্লি ও ইসলামাবাদের বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের ওপর। উত্তেজনাকর আবেগের বদলে সংযম থাকা উচিত নীতিনির্ধারণে। নচেৎ গোটা অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও কোটি মানুষের দুর্ভোগ নেমে আসবে। বিশ্বের দরিদ্রতম জনগণের এক চতুর্থাংশ এবং ৩৫ কোটির বেশি অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই দুই দেশে বাস করে। ভারত ও পাকিস্তান দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে না। উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে ভারতের অগ্রগতি থেমে যেতে পারে এবং পাকিস্তানের ভঙ্গুর অর্থনীতি ভেঙে পড়তে পারে। তখন যেকোনও সামরিক জয় অর্থহীন হয়ে পড়বে।

লেখক: সাংবাদিক, আল জাজিরা।

ক্ষত-বিক্ষত ব্যাংক খাত উত্তরণ কোন পথে

৫ পৃষ্ঠার পর

আলম গ্রুপের আধিপত্য ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক সংস্কার অব্যাহত ও দ্রুত করতে খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প শক্তিশালীকরণ ও আইনি কাঠামো নিয়ে তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন করতে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেয়। বিশেষজ্ঞ দলটি গত ডিসেম্বরে ২০২৪ এ প্রধান উপদেষ্টার কাছে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র জমা দেয়। সেখানেক্লিপ ইনটু অ্যা ব্ল্যাক হোল নামে একটি অধ্যায় ছিল। যেখানে ব্যাংক খাতের অনিয়মের গভীরতা উল্লেখ করা হয়। এদিকে সংকটে পড়া ব্যাংকগুলোয় ফরেনসিক অডিট, পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, জেমকন গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ ও আরামিট গ্রুপের বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও অন্যান্য আর্থিক জালিয়াতি তদন্তে সরকারি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

ব্যাংকিং খাত সংকটের মধ্যে বিশেষ করে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর তারল্য ঘাটতি, মুদ্রাবাজারে অস্থিতিশীলতা, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, অপরিকল্পিত একীভূতকরণ ও খেলাপি রেকর্ড বেড়ে যায়। আমরা জানি বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটাই ব্যাংক খাতনির্ভর। ২০২৪ সালের জুন শেষে ব্যাংক খাতের মোট সম্পদমূল্য ২১ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের আর্থিক খাতের মোট সম্পদের ৮৮ শতাংশ এবং মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ৫০ শতাংশ। ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের মধ্যে ৭০ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের, ২৫ শতাংশ রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের এবং ৪ শতাংশ বহুজাতিক বিদেশি ব্যাংকগুলোর।

বিশ্বব্যাংক বলছে, এ দেশের ব্যাংকিং খাত দীর্ঘদিন ধরে অদক্ষতা ও কাঠামোগত দুর্বলতা, দুর্বল সুশাসন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কুক্ষিগত করা ও রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ বিতরণের সমস্যায় ভুগছে। আইনি ফাঁকফোকরের মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ককে ব্যবহার করে নানা ধরনের ঋণ অনিয়মের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে ঋণের নামে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। পতিত স্বৈরাচারী সরকার অর্থনীতির যে অভাবহ বিপর্যয় এনেছে তার উত্তরণের জন্য সরকারকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে।

খেলাপি ঋণ: ব্যাংক খাতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ইচ্ছাকৃত খেলাপি গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপদের অনেকেই সময় মতো ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করায় খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে। এটি বিগত সরকারের আমল থেকেই চলে আসছে। আইনের সময়োপযোগী প্রয়োগ না হওয়া, দীর্ঘসূত্রিতা, প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যের বিষয়টি তো রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ২০২৪ সালের জুন শেষে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে দুই লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা ঋণের ১৬ লাখ ৮৩ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকার ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এভাবে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি এখনো অব্যাহত রয়েছে। বস্তুত ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঋণের নামে ব্যাংক লুট ও লুটের টাকা পাচারের ফলে সেগুলো এখন খেলাপি হচ্ছে।

একইসঙ্গে বেড়ে চলেছে আদায় অযোগ্য কু-ঋণ। জামানত না থাকায় কিছু ঋণ সরাসরি কু-ঋণে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত ডিসেম্বর ২৪ পর্যন্ত ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ৪৫ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকায়; যা বিতরণকৃত ঋণের ২০ দশমিক ২০ শতাংশ। শুধু তাই নয় গত ১৬ বছরের মধ্যে বিতরণ করা ঋণ ও খেলাপি ঋণের সর্বোচ্চ অনুপাত এটি। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের লুটপাটের ঋণ খেলাপি হয়ে পড়ছে বলেই এখন তা বাড়ছে। এসব লুটেরা আগেও ঋণখেলাপি ছিল। কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ায় ব্যাংকগুলো তাদের ঋণখেলাপি দেখাতে পারত না। কৌশলে আড়াল করে রাখা হতো। ৫ আগস্টের পরে এক এক করে তথ্য বেরিয়ে আসছে।

বিশ্বব্যাংক বলছে, বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত উচ্চ খেলাপি ঋণের চাপে রয়েছে। এ ছাড়া সুশাসন ঘাটতি, পরিচালন অদক্ষতা, সুশাসনের ঘাটতি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঋণ আদান-প্রদানের গড়ে ওঠা ব্যবস্থা বছরের পর বছর ব্যাংক খাতের সক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছে সংস্থাটি।

বিশ্বব্যাংক আরও বলেছে, রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদলের পর অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক এই খাতের দুর্বলতাগুলো আমলে নিয়ে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে এ খাতের দুর্বলতাগুলো একে একে প্রকাশ হতে শুরু করেছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২৩ সালে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করা হলেও এক পরিবারের সদস্যদের পর্ষদে থাকার মেয়াদ ১২ বছরে উন্নীত করার মাধ্যমে এ খাতে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর দুর্বল সুশাসনের বিষয়টি দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত এক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তা বিশাল আর্থিক ক্ষতি ও আর্থিক খাতের অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায় শুধু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই এস আলম গ্রুপ ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ বের করে নেয়। এ অর্থ ব্যাংকটির মোট ঋণের প্রায় ৫০ শতাংশ। এই ব্যাংক থেকে গ্রুপটির নেওয়া পরোক্ষ ঋণের পরিমাণ ৭ হাজার ৫২৪ কোটি টাকা। যদিও ইসলামী ব্যাংক কোনো ব্যবসায়ী গ্রুপকে সর্বোচ্চ ৫০০ কোটি টাকা ঋণ দিতে পারে। তবু তারা সেই সীমা লঙ্ঘন করে অনেক বেশি দিয়েছে। স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ইসলামী ব্যাংকের নতুন পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব নিয়ে গ্রুপটির চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করে ঋণ আদায়ে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে দেশের ১৬টি ব্যাংক ও সাতটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বেক্সিমকো গ্রুপের ৭৮টি প্রতিষ্ঠানের দায়ের পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি টাকা। এ টাকার প্রায় অর্ধেকই জনতা ব্যাংকের।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ব্যাংকের চুরি হওয়া টাকা উদ্ধারে ইতোমধ্যে এস আলম গ্রুপের সব সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। ঝুঁকির মুখে থাকা দেশের ব্যাংক খাতকে শক্তিশালী করতে ১০ দফা সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশের ব্যাংক খাত বর্তমানে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, এসব চ্যালেঞ্জ ভবিষ্যতের জন্য খাতটিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। তাই এই ঝুঁকি মোকাবিলায় ব্যাংক খাতকে শক্তিশালী করতে সংস্থাটি ১০টি সুপারিশ করে।

সংস্থাটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেটে এসব সুপারিশ তুলে ধরা হয়। বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে যে ১০টি সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো হলো ব্যাংক খাতের নীতি কাঠামো উন্নত করতে অগ্রাধিকার প্রদান; আমানত সুরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করা; প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতি; রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক পুনর্গঠন; খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনায় একটি শক্তিশালী কাঠামো তৈরি; সমন্বিত দেউলিয়া আইন প্রণয়ন; ব্যাংকিং আইন ও নীতির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা; জরুরি প্রয়োজনে তারল্য সহায়তা প্রদানের জন্য একটি নীতি কাঠামো তৈরি; ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চাগুলোর অনুশীলন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি কেবল ব্যাংক খাত নয়-সমগ্র অর্থনীতির ওপর চাপ তৈরি করছে। এখনই সুশাসন পুনর্গঠন, প্রুডেনশিয়াল নীতিমালা শক্তিশালীকরণ ও স্বচ্ছ ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংকট উত্তরণে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সামনে আরও বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। তাই সংকট উত্তরণে ব্যাংক রেজুলেশন অর্ডিন্যান্স দ্রুত পাস করে খেলাপি ও দুর্বল ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঋণ বিতরণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতির বিচার। প্রুডেন্সিয়াল নীতিমালা শক্তিশালীকরণ, যাতে আর্থিক দুর্বলতা আড়াল করা না যায়। সরকারি পুঁজির সঠিক ব্যবহার, অনিয়ম দূর না করা পর্যন্ত কোনও ব্যাংককে পুনরায় পুঁজি না দেওয়া।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক ও ব্যাংকার।

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধঃ পারমাণবিক ছায়ায় উত্তপ্ত সংঘাত

১০ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্যনীতি পরিবর্তন করে, তাহলে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি, শ্রমবাজার, এমনকি নিরাপত্তা পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হবে। বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। রেমিট্যান্স কমে যেতে পারে, রপ্তানিতে চাহিদা কমবে। রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চল আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠবে। সার্ক, বিমসটেকসহ আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা আরও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। যুদ্ধ বা উত্তেজনা মানেই আঞ্চলিক সংহতির মৃত্যু।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃএই যুদ্ধ কার জন্য? সাধারণ মানুষ চায় স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। তারা চায় না সীমান্তে শিশুর লাশ কিংবা গৃহহীনতার ছবি। রাজনীতিকদের আবেগতাড়িত বক্তব্য বা সামরিক কৌশল হয়তো নির্বাচনে কাজ দেয়, কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদে জাতিকে বিভ্রান্ত করে। ইতিহাস শিক্ষা দেয়ঃস্থায়ী বিজয় আসে আলোচনার মাধ্যমে, অস্ত্রের মাধ্যমে নয়।

ভারত-পাকিস্তানের এই উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলোঃএই যুদ্ধে আমাদের উল্লাস করার কিছু নেই। যুদ্ধ কারও জন্য আনন্দের বিষয় নয়, বরং মানবিক বিপর্যয়ের অন্য নাম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কারও ক্ষয়ক্ষতির ছবি দেখে উল্লাস বা বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করা যেমন অনৈতিক, তেমনি তা কূটনৈতিকভাবে আমাদের দেশের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে। ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপে ছড়ানো বিভ্রান্তিকর বা উসকানিমূলক তথ্য, বিদ্বেষ ছড়ানো পোস্ট, কিংবা কোনো একটি পক্ষকে গালাগালি করে অন্যটিকে উসকানি দেওয়ার প্রবণতা আমাদের সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করবে। সবচেয়ে বড় কথাঃএই ধরনের উগ্র প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের অবস্থানকে একটি নিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। স্মরণ রাখা দরকার, এই সংঘাতের উত্তাপ সরাসরি বাংলাদেশে লাগতে পারেঃঅর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, এমনকি নিরাপত্তাগত দিক থেকেও। তাই এই সময় প্রয়োজন বিবেচনাপূর্ণ আচরণ, সংবেদনশীলতা, এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব। শান্তি চাওয়ার ভাষা হোক গণমাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগে ও আমাদের মননে।

মনে রাখতে হবে এই যুদ্ধের অভিঘাত বাংলাদেশে বহুবিধ হতে পারে। প্রথমত, অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা লাগতে পারে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ট্রানজিট সুবিধাগুলো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। আমদানি-রপ্তানির শৃঙ্খলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে বিনিয়োগকারীদের আস্থাহানি ঘটবে এবং রপ্তানি বাণিজ্যে স্থবিরতা আসবে। দ্বিতীয়ত, শরণার্থী প্রবাহের সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। অতীতেও যুদ্ধ বা দাঙ্গা পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানে যদি এমন অবস্থা হয়, তবে সীমান্ত এলাকায় মানবিক সংকট দেখা দিতে পারে এবং সরকারকে সেই চাপ সামলাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগে সীমান্তে অনুপ্রবেশ, অস্ত্র পাচার, চোরাচালান কিংবা জঙ্গি তৎপরতা বাড়তে পারে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যা আমাদের সমাজে বিভাজন তৈরি করতে পারে। চতুর্থত, কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারত কিংবা পাকিস্তান উভয় পক্ষই বাংলাদেশ থেকে পরোক্ষ সমর্থন প্রত্যাশা করতে পারে। একদিকে কৌশলগত মিত্রতা, অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের অনুভূতি-এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা হবে অত্যন্ত জটিল।

ব্রুকলীন থেকে এক বাংলাদেশী গ্রেফতার

৬২ পৃষ্ঠার পর

স্থগিত করছিলো। সূত্র জানায়, ইউএস মার্শাল তাদের নিউজার্সি থেকে তাড়া করে আসছিলো। এক পর্যায়ে তাদের ব্রুকলীনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশিদের এলাকায় ডা. সবুরের অফিসের সামনে গাড়ি ব্লক করে দাঁড়ায়। গাড়ি তল্লাশি করে এবং এই অবস্থায় সেখান থেকে একজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বাকি দুই বাংলাদেশীকে ছেড়ে দেয়া হয়। গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশীর বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ এলাকায় বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কে তাহসানের জমজমাট কনসার্ট

৩ পৃষ্ঠার পর

পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল জনপ্রিয় হোম কেয়ার এজেন্সি গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার। অনুষ্ঠানটির টাইটেল স্পনসর ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, শাহজাদী পারভিন সারা, ডা. জে সি প্যাটেল, নিউ ইয়র্ক সিনিয়র এমএস কে কেয়ারের জাহিদ আলম, এবিসিএইচ গ্রুপের অ্যাডমিন তরিকুল ইসলাম মিঠু এবং অ্যাডভোকেট রেদওয়ানা সেতু।

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী তাহসানের পাশাপাশি আরও কয়েকজন শিল্পীর গান, নাচ ও উপস্থাপনায় ভরে ওঠে পুরো সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত করতে সহযোগিতা করেন ইকরামুল ইসলাম নাঈম, বিখ্যাত ফেসবুক পেজ বিউটিফুল লেডি'র এডমিন লিপটি, নাদিয়া চৌধুরীসহ ও আরো অনেকে। আয়োজনটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং এমন আয়োজন নিয়মিত করার আহ্বান জানিয়েছেন অনেকেই।

জ্যামাইকার 'ঘরোয়া রেস্টুরেন্টে' হামলা

৩ পৃষ্ঠার পর

সাধারণ পোশাক এবং কাধে ব্যাগ ছিল বলে জানা গেছে। অভিযোগে জানা যায়, ঘরোয়া রেস্টুরেন্টের ক্রেতারা বাংলাদেশি। এখানের সব খাবারও বাংলাদেশের রেসিপি দিয়ে তৈরী। তবে হামলাকারীরা কেউ বাংলাদেশি নয় বলে সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনার পরই রেস্টুরেন্ট থেকে পুলিশকে ঘটনা জানিয়ে ফোন করলে পুলিশের পক্ষ থেকে কোন সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ করেন রেস্টুরেন্টের স্টাফরা। এই সুযোগে আগত যুবকরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। হঠাৎ করে একযোগে এমন হামলার ঘটনায় রেস্টুরেন্টে থাকা ক্রেতা ও স্টাফদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়।

বিক্ষোভে গ্রেফতার নিউআর্ক মেয়র

৩ পৃষ্ঠার পর

ঘটনা অভিবাসন নীতিমালা, আইনের ভূমিকা এবং বেসরকারি বন্দিশিবির নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

মুক্তির পর বারাকা তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তিনি কিছুই ভুল করেননি, তবে আইনজীবী ও বিচারকের অনুরোধে আপাতত চুপ থাকছেন। অভিবাসীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সমাজে বিভাজন সৃষ্টিকারীদের আর সহ্য করা হবে না।

মেয়র বারাকার স্ত্রী লিন্ডা বারাকা বলেন, ওরা কাউকে গ্রেফতার করেনি, শুধু আমার স্বামীকে করেছে। তারা তাকে উদাহরণ বানাতে চেয়েছে। তাকে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

যদিও নিউজার্সির অন্তর্বর্তীকালীন মার্কিন অ্যাটর্নি আলিনা হাব্বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, বারাকা আইনের প্রতি অসম্মান দেখিয়ে কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিউজার্সির কংগ্রেস সদস্য রবার্ট মেনেনডেজ, লা মনিকা ম্যাকআইভার এবং বনি ওয়াটসন কোলম্যানসহ বারাকা কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন। ফেডারেল কর্মকর্তারা তাদের বাধা দিলে উভয় বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। প্রতিবাদকারী ভিরি মার্টিনেজ বলেন, ওরা বারাকাকে হেনস্থা করে গ্রেফতার করে একটি অচিহ্নিত গাড়িতে তোলে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের মতে, কংগ্রেস সদস্যরা পূর্ব অনুমতি ছাড়াই কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। তবে ওয়াটসন কোলম্যানের মুখপাত্র জানান, তারা সংসদীয় নজরদারির অধিকার প্রয়োগ করছিলেন এবং এর আগে অন্য কেন্দ্রেও একইভাবে পরিদর্শন করেছেন। ঘটনার ভিডিওতে দেখা যায়, একজন কর্মকর্তা বারাকাকে বলেন, আপনি কংগ্রেস সদস্য নন, আপনি ঢুকতে পারবেন না। বারাকা এরপর পাবলিক সাইডে চলে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আইস এজেন্টরা তাকে জনসাধারণের জায়গা থেকেই হাতকড়া পরিয়ে ফের ভেতরে নিয়ে যায়।

নিউইয়র্কে মা দিবসে বর্ণিল কনসার্ট ও নৈশভোজ

৩ পৃষ্ঠার পর

পৃষ্ঠপোষকতা করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, শাহজাদী পারভিন সারা, ডা. জে সি প্যাটেল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম,বারী হোম কেয়ার পক্ষ থেকে আসিফ বারী টুটুল,ঢাকা জিলা এসোসিয়েশন এর পক্ষে দুলাল বৈদ্য,ফ্রিল্যান্স চিকেনের পক্ষে এমডি সারফরাজ।

পাশাপাশি ডায়মন্ড স্পনসর হিসেবে সহযোগিতা করেন ফাহাদ সোলায়মান ,জিম এন্ড অ্যাসোসিয়েট পক্ষে ইনজিনিয়ার খালেক,কেয়ারিং হ্যান্ড ভিরেন্দী পক্ষে জাকির এইচ চৌধুরী,এটারনাল কেয়ার নার্সিং এর পক্ষে আশরাফ চৌধুরী খোকন, ওয়ারেন এন্ড কেলি এর পক্ষে মোর্শেদ এ হক,চৌধুরী এন হাসান এমডি, ল অফিস অফ মাইকেল গানি, এক্সিট রিয়েলিটি প্রাইম এর পক্ষে মোরাদেস,শাহ গ্রুপ ইউএসএ,মো ইসলাম।

এছাড়াও গোল্ড স্পনসর হিসেবে ছিলেন ইসলাম গ্রুপ, আব্দুর রশিদ বাবু, শেখ মোনাল পলাশ, মেক ,সরোয়ার খান বাবু, পরেশ রায়, এশিয়ান হালাল মিট,ইশতিয়াক রুমি, সোহেল গাজী, আকবর হায়দার কিরন,সিদ্দিক খান,হাইটেক ইউএসএর পক্ষে জিয়া উদ্দিন, দেওয়ান মনির, পলা খান সহ আরও অনেকে।

বিশেষ সমন্বয়ে ছিলেন জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী ও ৮৮ বন্ধু মহল। পুরো অনুষ্ঠানটি কোন দলীয়করণ ভেদাভেদ বাদ দিয়ে একটি পারিবারিক ও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে রূপ নেয়, যেখানে মায়েদের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয় প্রাণবন্ত পরিবেশে। অনুষ্ঠানে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও বাংলাদেশ থেকে আগত একঝাঁক জনপ্রিয় কণ্ঠ শিল্পী নান্টু, জুয়েল, শাহমাহফুজ,রুবি,কালা মিয়া,কামরুজ্জামান বকুল,টিপু,কামরুল,সবুজ,সেলিম ইব্রাহিম সহ আরো অনেকে ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার আমানত হোসেন আমান।

ব্রুকলিনে বাংলাদেশি মালিকানাধীন ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদানকারি সকল ধরনের অটো সার্ভিস প্রতিষ্ঠান

আমাদের সেবাগুলো / Our Services.

* Insppection * Diagnostics * Engine
* Transmission * Brakes * Mechanical
* Auto Body and Collision Repair
* Tire Shop * A/C Work.

আমাদের রয়েছে

* TLC কার, হাইব্রিড, Evs, গাড়ির কাজের অত্যন্ত দক্ষতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ।
* সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা হয়।
* We Repair and Service all Makes and Models.
* Electrical, Engines Replaced, Transmission Replace.

Contact:

790 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11218.

TEL : 718-489-8338 / 347-987-5802.

৭৮তম কান উৎসব:নগ্নতা, শুল্ক, যুদ্ধ এবং 'আলী'

৪৬ পৃষ্ঠার পর

প্রথম চলচ্চিত্র। এবারই প্রথম কোনও পরিচালকের প্রথম ছবি কানের উদ্বোধনী রাতের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ফলে 'লিভ ওয়ান ডে' দিয়ে উৎসবটি উদ্বোধনের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। কান ও আমেলি বোনাঁর জন্য এটি হবে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কারণ উৎসবটি এখন পর্যন্ত কোনও নতুন পরিচালকের কাজ দিয়ে শুরু হয়নি।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ৮টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা) 'লিভ ওয়ান ডে'র ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে।

২০২১ সালে আমেলি বোনাঁর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'লিভ ওয়ান ডে' সিজার পুরস্কার জিতেছে। সেই গল্প নিয়েই এবার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন তিনি। ড্রামা, প্রেম ও সংগীতের মিশেলে নির্মিত ছবিটিতে আছে কানাডিয়ান বিখ্যাত গায়িকা সেলিন ডিয়োনের গান। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফরাসি গায়িকা জুলিয়েট আরমানে। ২০২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জন লেননের 'ইমাজিন' গানটি পরিবেশন করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান তিনি।

'লিভ ওয়ান ডে'তে প্যারিসের উদীয়মান শেফ সেসিলের গল্প বলা হয়েছে। নিজের স্বপ্নের রেস্তোরাঁ খোলার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় এই নারী। কিন্তু হঠাৎ বাবার হৃদরোগের কারণে তাতে ছন্দপতন ঘটে। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে কৈশোরের প্রেম ফিরে আসে তার সামনে। আবেগঘন এই পুনর্মিলনে নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পেতে থাকে সেসিল।

নগ্নতা নিষিদ্ধ : এই উৎসবে কে কার চেয়ে ফ্যাশনে এগিয়ে থাকবেন, তাই নিয়ে এক প্রকার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন তারকারা। বিশেষকরে অভিনেত্রীরা এই আসরে এক প্রকার এক্সপেরিমেন্ট চালান পোশাক নিয়ে। অনেকে তো হাজির হন একেবারে স্বচ্ছ পোশাকে। এসব বিষয় মাথায় রেখে কানের লালগালিচায় এ বছর আনুষ্ঠানিকভাবে 'নগ্নতা' এবং 'অতিরিক্ত লম্বা' পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০২২ সালে কানের লালগালিচায় একজন বিক্ষোভকারী টপলেস হয়ে হাজির হওয়ার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, এই বছরের শুরুতে গ্র্যামিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বিয়াঙ্কা সেনসোরি। তিনি অতিরিক্ত স্বচ্ছ পোশাক পরে হাজির হয়েছিলেন লালগালিচায়। যাতে তার শরীরের পুরো অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কানের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে এটিও একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

উৎসবের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ফরাসি আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে, কান উৎসব একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করেছে। এতে লেখা আছে, 'এ বছর, কান চলচ্চিত্র উৎসব তার সনদে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা কার্যকর কিছু নিয়ম স্পষ্ট করে দিয়েছে। লক্ষ্য পোশাক নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং অনুষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ফরাসি আইন অনুসারে লাল গালিচায় পূর্ণ নগ্নতা নিষিদ্ধ করা।' এছাড়াও, এতে লেখা আছে, 'অনেক পোশাক অন্যান্য অতিথিদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বা জিনিং রুমে বসার ব্যবস্থা জটিল করে তুলতে পারে তাদের প্রবেশাধিকারে বাধা দেওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।' সনদ অনুসারে, 'এই দীর্ঘ এবং অতিরিক্ত প্রশস্ত পোশাক অতিথিদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে এবং থিয়েটারে বসার ব্যবস্থা জটিল করে তোলে।' এমনকি গালা জিনিং চলাকালীন ব্যাকপ্যাক এবং বড় ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কান উৎসবের লালগালিচায় চোখ থাকে তামাম দুনিয়ার! কারণ নবীন-প্রবীণ নামিদামি তারকার সমাবেশ ঘটে এতে। বাহারি পোশাক ও সাজগোজে দর্শকদের মুগ্ধ করেন তারা। এবারের আসরে হলিউড তারকাদের লক্ষণীয় উপস্থিতি থাকবে লালগালিচায়। হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজ 'মিশন: ইমপসিবল' ফ্র্যাঞ্চাইজের সমাপ্তি টানতে আসছেন কানে। প্রতিযোগিতার বাইরে তার অভিনীত 'মিশন: ইম্পসিবল দ্য ফাইনাল রেকোনিং' ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে। এ উপলক্ষে সাগরপাড়ে তাকে ঘিরে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়বে বলা চলে। তিন বছর পর কানে ফিরছেন তিনি। ২০২২ সালের উৎসবে তার অভিনীত 'টপ গান: ম্যাভেরিক' দেখানো হয় প্রতিযোগিতার বাইরে। জোসেফ কসিনস্কি পরিচালিত ছবিটি পরে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে। 'মিশন: ইমপসিবল'-এর শেষ কিস্তির বেলায় একই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

এবারের আসরে প্রতিযোগিতার বাইরে বিভাগের আরেক আকর্ষণ খ্যাতিমান আমেরিকান পরিচালক স্পাইক লি'র 'হায়েস্ট টু লোয়েস্ট'। ২০২১ সালে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে বিচারকদের প্রধান ছিলেন তিনি। জাপানের কিংবদন্তি পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার 'হাই টু লো' (১৯৬৩) অবলম্বনে নতুন ছবিটি বানিয়েছেন ৬৮ বছর বয়সী এই নির্মাতা। তার নতুন ছবিতে একজন সংগীত মোগলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন হলিউডের হেভিওয়েট তারকা ডেনজেল ওয়াশিংটন, যিনি মুক্তিপণের ষড়যন্ত্রে আটকে পড়েন। ছবিটির জন্য ডেনজেল ওয়াশিংটন প্রথমবারের মতো কানের লালগালিচায় হাজির হবেন।

কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৮তম আসরে সমবেত হবেন আরও অনেক তারকা। আমেরিকান পরিচালক ওয়েস অ্যান্ডারসনের 'দ্য ফিনিশিয়ান স্কিম'-এর প্রিমিয়ারে সবচেয়ে বেশি তারকার সমারোহ ঘটবে। টম হ্যাঙ্কস, বেনিসিও দেল তোরো, বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ, ব্রায়ান ক্র্যানস্টন, বিল মারি, জেফ্রি রাইট, রিজ আহমেদ, স্কারলেট জোহানসন, হোপ ডেভিস, অভিনেত্রী কেট উইন্সলেটের মেয়ে মিয়া থ্রিপলটন। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো মূল প্রতিযোগিতায় জায়গা পেলেন ওয়েস অ্যান্ডারসন।

ব্রিটিশ অভিনেতা জশ ও'কনোর মূল প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত 'দ্য হিস্ট্রি অব সাউন্ড' ও 'দ্য মাস্টারমাইন্ড' ছবির জন্য লালগালিচায় হাঁটবেন। এছাড়া লালগালিচায় দেখা দেবেন জার্মান অভিনেত্রী সান্ড্রা হুলার (আমরুম), ইরানি তারকা গোলশিফতেহ ফারাহানি (আলফা), মার্গারেট কোয়ালি, অস্ট্রি প্রজা ও ক্রিস এভান্স (অনেস্ট ডেথ), ড্যাকোটা জনসন, অস্টিন বাটলার (সিপ্টনস্কিপ), ওয়াকিন ফিনিক্স, এমা স্টোন, পেড্রো পাসকাল (এডিংটন), জোডি ফস্টার (ভি প্রিভে) এবং পল মেসকাল (দ্য হিস্ট্রি অব সাউন্ড)।

'দ্য ফিনিশিয়ান স্কিম' মূল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপাম জয়ের লড়াইয়ে আরও কয়েকটি ছবির সঙ্গে লড়বে। এরমধ্যে ইওয়াকিম ট্রিয়ার পরিচালিত 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু' ও জুলিয়া দুকুরনোর 'আলফা' অন্যতম। কানের ইতিহাসে স্বর্ণপাম জয়ী নারী মাত্র তিন জন। জুলিয়া দুকুরনো তাদেরই একজন। ২০২১ সালে তার পরিচালিত 'তিতান' এই সম্মান পেয়েছে। স্বর্ণপাম জয়ী বাকি দুই নারী হলেন নিউজিল্যান্ডের জেন ক্যাম্পিয়ন (দ্য পিয়ানো) ও ফ্রান্সের জাস্টিন ত্রিয়ে (অ্যানাটমি অব অ্যা ফল)।

জুলিয়া দুকুরনোর 'আলফা' ছবিতে দেখা যাবে এইডস মহামারির প্রেক্ষাপটে শরীরের ভয়াবহতা। মূল প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত 'এডিংটন' আশির দশকের এইডস সংকট নিয়ে নির্মিত। শোনা যাচ্ছে, করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটও রয়েছে এতে। স্প্যানিশ পরিচালক কার্লা সিমনের 'রোমেরিয়া' ছবির বিষয়বস্তুও এইডস। কানে এখন পর্যন্ত ৯ জন পরিচালক দু'বার করে স্বর্ণপাম জিতেছেন। তাদের মধ্যে বেলজিয়ামের দারদেন ভ্রাতৃদ্বয় জঁ-পিয়ের ও লুক দারদেনের নতুন ছবি "দ্য ইয়াং মাদার'স হোম" আছে এবারের মূল প্রতিযোগিতায়।

তারকা থেকে পরিচালক : আমেরিকান অভিনেত্রী স্কারলেট জোহানসন, ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট ও ব্রিটিশ অভিনেতা হ্যারিস ডিকিনসনের অভিষেক হচ্ছে ক্যামেরার পেছনে। তিন তারকার প্রথম পরিচালিত ছবিগুলো প্রতিযোগিতা করবে আঁ সার্তে রিগা বিভাগে। স্কারলেট জোহানসন হলিউডের সবচেয়ে দামি অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম। এবারের আসরে মূল প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত 'দ্য ফিনিশিয়ান স্কিম'-এ অভিনয় করেছেন তিনি। ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট ২০১৮ সালে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগের বিচারক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২২ সালে স্বর্ণপাম জয়ী রুবেন অস্টলান্ডের 'ট্রায়াঙ্গেল অব স্যাডনেস' ছবিতে অভিনয় করে নজর কাড়েন হ্যারিস ডিকিনসন। গত বছর 'বেবিগার্ল' ছবিতে নিকোল কিডম্যানের সঙ্গে জুটি বেঁধে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন তিনি। কানে আগামী ১৮ মে নিকোল কিডম্যানকে উইমেন ইন মোশন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মান জানাবে ফ্যাশন প্রতিষ্ঠান কেরিং।

ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ : বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র শিল্প এমনিতে প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সংখ্যা হ্রাসের কারণে ধুঁকছে। তার ওপর একসপ্তাহ আগে মার্কিন শুল্ক আরোপের হুমকির মুখে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। 'বিদেশে নির্মিত' চলচ্চিত্রের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা সত্যিই বাস্তবায়িত হবে কিনা সেই বিষয় ঘুরেফিরে আসবে কান চলচ্চিত্র উৎসবের বাণিজ্যিক শাখা মার্শে দ্যু ফিল্মে। কীভাবে এই শুল্ক বাস্তবায়ন করা হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্টরা। শুল্ক আরোপের ঘোষণায় বিদেশি প্রযোজনার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। উৎসবে হেভিওয়েট আমেরিকান তারকারা এ নিয়ে সোচ্চার হবেন কিনা সেদিকে তাকিয়ে আছেন অনেকে। কখন এ ধরনের শুল্ক প্রয়োগ করা হবে কিংবা কীভাবে সেটি কার্যকর হবে এসব ভেবে উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্টরা। কানে এই দুশ্চিন্তাই বিভিন্ন আলোচনায় প্রাধান্য পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উৎসবে যুদ্ধ পরিস্থিতি : বরাবরের মতো কানের অফিসিয়াল সিলেকশনে বিশ্ব রাজনীতি ও চলমান বিভিন্ন যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহ রয়েছে। মঙ্গলবার 'ইউক্রেন দিবস' অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ইউক্রেন যুদ্ধভিত্তিক তিনটি চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে। এরমধ্যে বুনুয়েল থিয়েটারে স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় ইভ জুলাশ, শিল্পা আপনি ও আরিয়ান লেমী পরিচালিত 'জেলেনস্কি', বাজিন থিয়েটারে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে বার্নার্ড হেনরি লেভি ও মার্ক রুসেল পরিচালিত 'আওয়ার ওয়ার', বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে থাকছে মিস্তিস্লাভ চেরনোভ পরিচালিত 'টু থাউজেন্ড মিটারস টু আন্দ্রিভকা'। আঁ সার্তে রিগা বিভাগে আছে ফিলিস্তিনি যমজ ভাই আরব ও টারজান নাসের পরিচালিত 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন গাজা'। এতে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি অঞ্চলে হত্যা ও বন্ধুত্বের গল্প। উৎসবের সমান্তরাল বিভাগ ডিরেক্টর'স ফোর্টনাইটে নির্বাচিত হয়েছে ইসরায়েলি পরিচালক নাদাভ লাপিদের সামাজিক বিদ্রূপাত্মক ছবি 'ইয়েস'। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলা চালানোর পরবর্তী ঘটনা নিয়ে এটি নির্মিত।

কানের আরেক সমান্তরাল বিভাগ এসিআইডিতে রয়েছে ২৫ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি ফটোসাংবাদিক ফাতেমা হাসোনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত 'পুট ইউর সোল অন ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড ওয়াক' প্রামাণ্যচিত্র। গত মাসে এসিআইডি'র নির্বাচিত তালিকা ঘোষণার একদিন পর গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় সপরিবারে নিহত হন তিনি। এ ঘটনায় ইরানি নির্মাতা সেপিদেহ ফার্সি পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্রটির প্রতি সবার আগ্রহ বেড়েছে। এসিআইডি আয়োজন করে থাকে চলচ্চিত্র পরিচালকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ডিফিউশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা। ইরানে আইনি সমস্যা ও কারাদণ্ডের সম্মুখীন হওয়া দুই পরিচালকের পৃথক দুটি চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে মূল প্রতিযোগিতায়। এরমধ্যে 'ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট' পরিচালনা করেছেন জাফর পানাহি। আর 'ওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড' বানিয়েছেন সাঈদ রোস্তাই।

বাংলাদেশ ও 'আলী' : এবারের আসরে জমা পড়েছে ৪ হাজার ৭৮১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এর মধ্য থেকে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে ১১টি। বাংলাদেশের 'আলী' সেগুলোরই একটি। এর মাধ্যমে কানের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে প্রথমবার উড়বে লাল-সবুজ পতাকা। ১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ছবিটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আল আমিন। আলীর মায়ের ভূমিকায় আছেন ইন্দ্রানী সোমা। এর গল্পে দেখা যাবে, বাংলাদেশের উপকূলীয় একটি শহরে নারীদের গান গাওয়ার অনুমতি নেই। সেখানকার এক কিশোর শহরে চলে যাওয়ার সুযোগ পেতে একটি গানের প্রতিযোগিতায় নাম লেখায়। চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, সে তার আসল কণ্ঠস্বর লুকিয়ে রাখে!

ভারত ও আলিয়া-পায়েল

কানের লালগালিচায় লরিয়াল প্যারিসের দূতিয়ালি করতে প্রথমবার জৌলুস ছড়াবেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। এছাড়া লরিয়াল প্যারিসের নিয়মিত মুখ হিসেবে ঐশ্বরিয়া রাই যথারীতি হাজির হবেন। যথারীতি লালগালিচায় থাকবেন উর্বশী রাউতেলা। আঁ সার্তে রিগা বিভাগে নির্বাচিত 'হোমবাউন্ড' ছবির প্রচারণা চালাবেন জাহ্নবী কাপুর, ঈশান খাট্টার, বিশাল জেটোয়া, প্রযোজক করণ জোহর ও পরিচালক নীরাজ গাইওয়ান। আমেরিকান পরিচালক মার্টিন স্করসেসি 'হোমবাউন্ড' ছবির সঙ্গে নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। মার্শে দ্যু ফিল্মে 'তানভি দ্য গ্রেট' ছবির প্রচারণা চালাবেন অনুপম খের।

এবারের আসরে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে বিচারকদের মধ্যে অন্যতম ভারতের পায়েল কাপাডিয়া। গত বছর তার 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট' গ্রাঁ প্রি জিতেছে। এবার তিনি অন্যদের ছবি বিচার করবেন! সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' মুক্তির ৫৫ বছর পূর্তি উদযাপন করা হবে কান ক্লাসিকসে। এ প্রদর্শনীতে অংশ নেবেন ছবিটির অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর।

শিক্ষার্থী নির্মাতাদের জন্য বরাদ্দ লা সিনেফ শাখার ২৮তম আসরে নির্বাচিত ছবির তালিকায় আছে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ছাত্র কোকেন জিত্রেয়াওয়েসিয়া তেনকে পরিচালিত 'অ্যা ডল মেড আপ অব ক্লে'। এর বিষয়বস্তু ভারতে আফ্রিকান অভিবাসীদের সমস্যা। ২৪ মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিটিতে দেখানো হয়েছে, কলকাতায় লিগে কম বেতনে ফুটবল খেলতে আসা আফ্রিকানদের নেশিরভাগই উদ্বেগ, ভয় ও পরিচয় সংকটে ভোগে। আহত হয়ে খেলার বাইরে থাকলে তাদের অনেকেরই বাসা ভাড়া কিংবা হাসপাতালে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে না।

নারীর জয়গান : মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত ২২টি ছবির মধ্যে ৭টির পরিচালক নারীরা। কান উৎসবের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে বিচারকদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন একজন নারী। ১৯৬৬ সালে উৎসবটিতে বিচারকদের প্রধান ছিলেন ইতালিয়ান অভিনেত্রী সোফিয়া লরেন। ৬০ বছর পর এমন উদাহরণ সৃষ্টি হলো। ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে বিচারকদের প্রধান ছিলেন 'বার্বি'র পরিচালক গ্রেটা গারউইগ। আমেরিকান এই নির্মাতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অস্কারজয়ী ফরাসি অভিনেত্রী জুলিয়েট বিনোশ। তার সভাপতিত্বে জুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন সমালোচকরা। বিচারক প্যানেলে আরও থাকছেন অস্কারজয়ী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অভিনেত্রী হ্যালি বেরি।

জোড়া পোস্টার : এবারের আসর দিয়ে কান উৎসবের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও আসরকে কেন্দ্র করে জোড়া পোস্টার তৈরি হয়েছে। এতে স্থান পেয়েছে দুই প্রয়াত ফরাসি তারকা আনুক এমে ও জঁ-লুই ত্রান্তিনেঁ অভিনীত 'অ্যা ম্যান অ্যান্ড অ্যা ওম্যান' (১৯৬৬) ছবির একটি দৃশ্য। এর মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো কান উৎসব কর্তৃপক্ষ।

১৬২টি কন্টেন্ট : মূল প্রতিযোগিতায় ২২টি ছাড়াও আঁ সার্তে রিগা বিভাগে ২০টি, প্রতিযোগিতার বাইরে ১২টি, কান প্রিমিয়ারে ১০টি, স্পেশাল স্ক্রিনিংসে ৯টি, কান ক্লাসিকসে ৩০টি, সিনেমা দ্যু লা প্লাজে ১৬টি, শর্টফিল্ম প্রতিযোগিতায় ১১টি, শিক্ষার্থী নির্মাতাদের বিভাগ লা সিনেফ-এ ১৬টি ও ইমারসিভ প্রতিযোগিতায় ১৬টিসহ মোট ১৬২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য, মাঝারি দৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। কান উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বর্ণপাম। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে গ্রাঁ প্রি, জুরি পুরস্কার, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রী, সেরা চিত্রনাট্য ও সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

রিয়ালে ৭১ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন এমবাপে

৪৪ পৃষ্ঠার পর

পারেননি। রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৩৭টি গোল করেছিলেন ইভান জামে-রানো। বার্সেলোনার বিপক্ষে এল ক্লাসিকোয় হ্যাটট্রিক করে সেই রেকর্ড ভেঙেছিলেন এমবাপে। এবার ছুঁলেন ৪০ গোলের মাইলফলক।

আর্জেন্টিনার স্কোয়াডে ফিরলেন মেসি

৪৪ পৃষ্ঠার পর

আর্জেন্টিনা। তারপর মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ১১ জুন কলম্বিয়াকে স্বাগত জানাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের বিপক্ষে আগের দুটি হাইভোল্টেজ ম্যাচে ইনজুরির কারণে ছিলেন না মেসি। সম্প্রতি তিনি পুরোপুরি ফিটনেস ফিরে পেয়েছেন। ইন্টার মায়ামির সঙ্গে সেরা ফর্মে তিনি। অধিনায়কের সঙ্গে ফিরেছেন ম্যানইউর আলেহান্দ্রো গারনাচো, বেনফিকার গ্লাডবাখের অ্যালেহান্দ্রো বার্কো। দুই তরুণকেই ভবিষ্যৎ তারকা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। তবে সিনিয়র দলে জায়গা পাকা করতে দুজনকে বেশ খাটতে হবে মনে করেন তিনি। পাওলো দিবালা এবারও অনুপস্থিত। রোমা ফরোয়ার্ড গত মার্চে উরুর ইনজুরিতে অস্ত্রোপচার করান। এখনও সেরে ওঠার লড়াইয়ে তিনি।

আটলান্টিক সিটিতে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

৬২ পৃষ্ঠার পর

আলী চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ।

ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এম সোহেল আহমেদ এর দল সাত উইকেটে এসি টাইগার দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিজয়ী দলের অধিনায়ক ইকবাল হোসেন এর হাতে ট্রফি সহ নগদ এক হাজার ডলার ও রানার্স আপ দলের অধিনায়ক এইচ এম শাহেদ এর হাতে ট্রফিসহ নগদ পাঁচশত ডলার তুলে দেন বিএনপির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও বিএনপির সভাপতি শহীদ খান।

এতে সার্বিক সহায়তায় ছিল রুবায়েত সিদ্দিক,রাকিন ভাই, শাহীন, শাহেদ, মুন্না প্রমুখ।

প্রবাসি সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন-এর নতুন কমিটি গঠন

৬২ পৃষ্ঠার পর

আলী আকন্দ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইসমাইল হোসেন স্বপন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ কাজী জামান মিঠু, সহ কোষাধ্যক্ষ মোজাম্মেল এম জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক সোনিয়া সুলতানা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডঃ কোহিনুর বেগম, প্রচার সম্পাদক সামিউল করিম আলমগীর, কার্যকরি সদস্যরা হচ্ছেন- দিলীপ কুমার সাহা, মোঃ নাছির উদ্দিন, মোঃ রাকিবুজ্জামান খান তনু, মোঃ আবদুল বাকী, মোঃ আলাল উদ্দিন, এ্যাড আবদুর রশিদ, এ্যাড আবুল কালাম শাহ জালাল টিপু, মোঃ শহিদুল ইসলাম, মাহ মোস্তফা কামাল।

নতুন কমিটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ১০ জুন ২০২৫ কুইন্স প্যালেস হলে। এদিন কার্যনির্বাহি কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করবেন।

আহ্বায়ক আমিন মেহেদী বাবু, প্রধান সমন্বয়কারী ডাঃ মোঃ আবদুল লতিফ, সদস্য সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেন স্বপন, যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী জামান মিঠু, সমন্বয়কারী এ্যাড সোনিয়া সুলতানা, যুগ্ম সদস্য সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য দিলীপ কুমার সাহা, মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোঃ নাছির উদ্দিন, সামিউল করিম আলমগীর। সভাপতি এ্যাড মাহবুবুর রহমান বকুল, সাধারণ সম্পাদক কাজী এম আর খান সেলিম।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে
TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES
রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
IRS
Jamaica Hollis Office
184-02 Hillside Ave, 1st Fl, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights Office
37-18 74th St, 2nd Flr, Jackson Heights, NY 11372

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

১২ বার ভুল সিনেমাকে পুরস্কার দিয়েছে কান উৎসব

৪৬ পৃষ্ঠার পর

শেষে দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাম দর বা স্বর্ণপাম। তবে বলিউড রিপোর্টার দাবি করছে, অনেক গোপনীয়তা আর যত্নের মধ্যেও একে একে ১২ বার ভুল ছবিকে পুরস্কার দিয়ে বসেছে কান কর্তৃপক্ষ। অনেক সময়ই দেখা গেছে শিল্প-সাহিত্য, কল্পনা-বাস্তবের দারুণ মিশেল সৃষ্ট কোনো ছবিকে অবহেলা করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে দুর্বল ছবিকে।

লন্ডনের মঞ্চে 'ডিডিএলজে', চমকে দিলেন শাহরুখ খান

৪৬ পৃষ্ঠার পর

নাটকটি। আরই মঞ্চে চলছে লন্ডনে। মিউজিক্যাল এই নাটকটির নাম রাখা হয়েছে 'কাম ফল ইন লাভ - দ্য ডিডিএলজে মিউজিক্যাল'। বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান সম্প্রতি হঠাৎ করে হাজির হয়ে যান সেই মঞ্চে। তাকে দেখে চমকে যান শিল্পীরা। এই মিউজিক্যালটি পরিচালনা করছেন মূল সিনেমার পরিচালক আদিত্য চোপড়া। মঞ্চনাট্যে নতুন করে কল্পনা করা হয়েছে রাজ ও সিমরানের প্রেমগাথা। সেখানে সিমরান চরিত্রে অভিনয় করছেন জেনা পান্ডে এবং রাজ চরিত্রে অ্যাশলে ডে।
শাহরুখকে দেখে জেনা পান্ডে বলেন, 'শাহরুখ খানের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং রিহার্সাল রুমে তাকে পেয়ে আমরা সম্মানিত। তিনি আমাদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছেন। অনুপ্রাণিত করলেন।' যেন এক রাজ থেকে আরেক রাজের মধ্যে প্রবেশ করা হয়েছে। উনি খুব খুশি ছিলেন। আমিও আনন্দিত।' এই প্রযোজনার জন্য নতুন করে তৈরি হয়েছে ১৮টি ইংরেজি গান। সেগুলো সুর করেছেন ভারতের জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক জুটি বিশাল-শেখর। বিশাল জানান, গানগুলোর সুর, কণ্ঠ এবং পারফরম্যান্স দারুণ পছন্দ করেছেন শাহরুখ। শেখর বলেন, 'মূল রাজের সঙ্গে দেখা হওয়া ছিল আমাদের পুরো দলের জন্য আনন্দের মুহূর্ত।'
উল্লেখ্য, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়েগোতে দ্য ওল্ড গ্লোব-এ এই মিউজিক্যালের বিশ্ব প্রিমিয়ার হয়। এতে গান ও গীত রচনা করেছেন নেল বেঞ্জামিন। কোরিওগ্রাফি করেছেন টনি অ্যাওয়ার্ড জয়ী রব অ্যাশফোর্ড এবং ভারতীয় নাচের কোরিওগ্রাফি করেছেন শ্রুতি মার্চেন্ট।

এবার মধ্যপ্রাচ্যে "বরবাদ"

৪৬ পৃষ্ঠার পর

করেছেন ইধিকা পাল, মিশা সওদাগর, যীশু সেনগুপ্ত ও মামুনুর রশীদের মতো জনপ্রিয় তারকারা। রিয়েল এনার্জি প্রডাকশনের ব্যানারে নির্মিত 'বরবাদ' মুক্তির এক মাসেই প্রায় ৭৫ কোটি টাকার গ্রস কালেকশন করেছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আমেরিকান কারি এওয়ার্ডস ২৪ মে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সঞ্চালনা করেন হাসানুজ্জামান সাকী। আয়োজকরা জানান, আমেরিকান কারি এওয়ার্ডস উপলক্ষে রন্ধন শিল্পীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। ইতোমধ্যে হোম শেফদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এতে বাছাইকৃত ৫০ জন হোম শেফ অংশগ্রহণ করছেন। আগামী ১৮ মে রোববার ব্রুকলিনের খলিল বিরিয়ানি হাউসে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তিনটি ক্যাটাগরিতে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেস্ট হোম শেফ এওয়ার্ড প্রদান করা হবে। 'এবার আপনিও হবেন শেফ' স্লোগানে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত মনোনীতদের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রতিযোগিতার সম্মানিত বিচারকমণ্ডলীকে দেওয়া হয়েছে।
বেস্ট হোম শেফ প্রতিযোগিতা ছাড়াও আরও ৮টি ক্যাটাগরিতে কারি এওয়ার্ডস প্রদান করা হবে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগ্রহীরা রেজিস্ট্রেশন করেছেন। ক্যাটাগরিগুলো হলো: বেস্ট রেস্টুরেন্ট, বেস্ট শেফ, বেস্ট ফুড ব্লগার, বেস্ট এন্টারপ্রেনিউর, শেফ অব দ্য ইয়ার, পারসনালিটি অব দ্য ইয়ার, কারি লিজেন্ড এওয়ার্ড এবং লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসে দেশ-বিদেশের বরেণ্য রন্ধনশিল্পীরা যোগ দিচ্ছেন। প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীরা হলেন– বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় শেফ টনি করিম খান, ভারতের বিশিষ্ট রন্ধন বিশেষজ্ঞ ও কালিনারি ফোরামের সদস্য ড. ইমতিয়াজ হুসেন, মালয়েশিয়ান কালিনারি বিশেষজ্ঞ রুসায়ম বিন রুসলি, সৌদি আরবে ওয়ার্ল্ড কালিনারি অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএসি) এর সার্টিফাইড প্রশিক্ষক মনজাসির মানসিন, বাহরাইনের বিখ্যাত কালিনারি বিশেষজ্ঞ ও হসপিটালিটি কনসালটেন্ট সিলভারস্টার রোজারিও, জর্ডানের পেশাদার কালিনারি বিশেষজ্ঞ মাহমুদ ইয়াসিন, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ক্যাটারিং ব্যবসায়ী অলি খান এমবিই, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপক মো. গোলাম মোস্তফা, বাংলাদেশের সফল নারী উদ্যোক্তা, রন্ধনশিল্পী ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব রাহিমা সুলতানা রীতা, আন্তর্জাতিক রন্ধনশিল্পী, রান্নার সৃজনশীল উদ্ভাবক ও লেখক শাহেলা ইয়াসমিন, কালিনারি বিশেষজ্ঞ মেরীনা খন্দকার এবং কালিনারী বিশেষজ্ঞ শবি রহমান।
আকাশ রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো হলেও আয়োজনটিকে আন্তর্জাতিকমানের করার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। আশা করছি, সবার অংশগ্রহণে বিশ্বমানের জমকালো একটি আয়োজন আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবো। সংবাদ সম্মেলনে আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন হোম শেফ প্রতিযোগিতার সমন্বয়ক সাদিয়া খন্দকার।
'কারি অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানের পোস্টারে বিপ্লব চক্রবর্তী ও প্রিয়ানী জানী শান্তিত নামের ২ জন শিল্পীর নাম দেখা যাচ্ছে। তারা কারা ও কোন দেশের নাগরিক জানতে চাইলে খলিলুর রহমান বলেন, তারা ২ জনই ভারতীয়। বাংলাদেশি কোন শিল্পী নেই কেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি আজকাল প্রতিনিধিকে বলেন, কাকে আনবো, আর কাকে বাদ দিব- এ বিবেচনায় বাংলাদেশে কোন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

সরকারের সবুজ সংকেত পেয়ে গেছে বিসিবি!

৪৪ পৃষ্ঠার পর

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ হলেও পাকিস্তান সফরের বিষয়ে বিসিবি বসে আছে, পাকিস্তান সফর চূড়ান্ত করার আগে অবশ্যই সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এরপর খেলোয়াড়দের সাথেও কথা বলতে হবে।
১৪মে (বুধবার) ২ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত পৌঁছায় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। ১৭ এবং ১৯ মে এই দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের বিষয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পক্ষ থেকে গত ১৩ মে নতুন একটি সংশোধিত সফরসূচি পাঠানো হয়েছে বিসিবির কাছে। পুরনো সূচি অনুসারে ২৫ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ এবং লাহোরে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে পিসিবির পক্ষ থেকে বিসিবিতে পাঠানো সংশোধিত সফরসূচি অনুসারে, বাংলাদেশ দলের পাকিস্তান সফর ২৭ মে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং শেষ টি-টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হতে পারে ৫ জুন।

বাংলাদেশি বংশদ্ভূত সাইফের সাফল্য

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সূত্রে জানা গেছে। ১২ মে সোমবার সকাল ৯টায় ইউনিভার্সিটি অব কানেকটিকাটে এক বিশাল সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবর্তন এর মধ্য দিয়ে সাইফের শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিগত ৪ মে, ২০২৪ সাইফ মোহাম্মদ একই ইউনিভার্সিটি থেকে (ফিনান্স) অর্থায়ন বিজ্ঞান বিভাগে সম্মানজনক স্কলারশিপ গোল্ড এবং সিলভার মেডেল পুরস্কার প্রাপ্ত হয়ে চার বছরের (অনার্স) ব্যাচেলর অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। সাইফ তার বাবা মোহাম্মদ সাইফুল হক (সাইফ) ও মা জোহরা বেগম রহীম সাথে দীর্ঘদিন ধরে কানেকটিকাটের স্টামফোর্ডে বসবাস করছেন।

অ্যালবেনিতে মুসলিম এডভোকেসি ডে অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আলবেনীর ক্যাপিটাল হিলে দিনব্যাপী এই লবি ডে'র কর্মকাণ্ড চলে। এতে ২১টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সর্বস্তরের ১৭০ জন মুসলিম নরনারী অংশ নেন বলে আয়োজকরা জানান। যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম কমিউনিটি এবং আমেরিকানদের বিভিন্ন সমস্যা ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে স্টেট অ্যাসেম্বলী ও সিনেট সদস্য তথা রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধি ও ক্যাপিটাল হিলের অফিসিয়ালদের সাথে আলোচনা করে সমস্যাগুলোর সমাধান এবং দাবী আদায়ই 'মুসলিম লবি ডে'র মূল লক্ষ্য।
'এডভোকেসী ডে' -তে অংশগ্রহণকারীরা এদিন স্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার উইলিয়াম কলটন, এরিক মার্টিন ডিলান, স্যামের জে সায়েগ ও জোহরান মামদানী সহ ৯৬ জন অ্যাসেম্বলি ও সিনেট মেম্বার বা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করে 'মুসা আয়েঙ্গ ফর পিস এন্ড জাস্টিস' এর পক্ষে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বিশেষ করে ঈদের ছুটি এবং স্কুলগুলোতে হালাল মিট সহ অন্যান্য দাবী নিয়ে কথা বলেন। এসব দাবী/প্রস্তাব নিয়ে যাদের সাথেও আলোচনা হয়েছে। যাদের আলোচনার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে 'মুসা আয়েঙ্গ ফর পিস এন্ড জাস্টিস-এপিজে' গঠন করা হয়। মূলত: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটির ঐক্য-মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাম্য, ন্যায় বিচার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করাই এপিজে'র লক্ষ্য। এছাড়াও দল-মত-বর্ণ-ধর্ম ও রাজনীতি নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারের জন্যও এপিজে কাজ করবে। এবারের 'নিউইয়র্ক মুসলিম এডভোকেসী ডে'র প্রধান জিয়াউল ইসলাম শামীমের নেতৃত্বে সমন্বয়কারীদের মধ্যে ছিলেন কাজী ইসমাইল, ড. জাহাঙ্গীর কবীর, দেলোয়ার মজুমদার, মাহফুজুর রহমান, শাহাদত হোসেন সাফা, একেএম সাইফুল আলম, নাসির উদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সাত্তার ও শামসুল ইসলাম।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম ও সম্পাদক আহাদ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ইনদের নির্বাচনে একমাত্র প্যানেল হিসেবে শামীম-অলি পরিষদ মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। ফলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছাড়াই গঠিত হবে নতুন কমিটি। গত ১৪ মে সোসাইটির নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন শেষ সময়ে এসে একক প্যানেল হিসেবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন সভাপতি শামীম আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ পরিষদ। এর ফলে ২৫শে মে নির্বাচনের দিন শামীম-অলি পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই জয় পেতে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে শুরু হওয়া সংগঠনটির স্ট্যালিন বাংলাবাজারের নীরব রেস্টুরেন্টে অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে ২৫ সদস্যের কমিটি গঠনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা করে শামীম-অলি পরিষদ। এ সময় মনোনয়ন প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি মো. আব্দুস শহীদ, উপদেষ্টা আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, বর্তমান সভাপতি সামাদ মিয়া জাকারিয়া। এ নির্বাচনে সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব আলম, অপর দুই নির্বাচন কমিশনার হলেন মো. শামীম মিয়া ও আবু তাহির চিশতি। নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়, একটি মাত্র প্যানেল হওয়ায় আগামী ২৫ মে নির্বাচনের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হবে।

কিডনি রোগ এড়ানোর উপায়

২২ পৃষ্ঠার পর

করার ফলে শরীরের যে অসংখ্য ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে তার ফলে অনেক ধরনের বর্জ্য পদার্থ শরীরে তৈরি হয়। আর বেঁচে থাকার তাগিদে অপ্রয়োজনীয় অংশ শরীর থেকে বের করে দিতেই হবে। মানুষের শরীর থেকে এসব বর্জ্য পদার্থ বের করার মাধ্যম হলো চারটি। কিডনি, রেস্পিরেটরি সিস্টেম, চামড়া এবং মুখ-খাদ্যনালী-পায়ুপথ।

একজন মানুষের শরীরে মোট রক্তের পরিমাণ পাঁচ-ছয় লিটার। মানব শরীরের হার্ট থেকে যত রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পাম্প হয়, তার ২৫ শতাংশ রক্তই কিডনির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। দুই কিডনিতে ২০ লাখ নেফ্রন বা ছাঁকনি দিয়ে প্রতিদিনে গড়ে সর্বোচ্চ ১৮০ লিটার এবং প্রতি মিনিটে ১২০-১২৫ মিলিলিটার রক্ত ফিলট্রেট হয়। শরীরের সব রক্ত প্রতি ৩০ মিনিটে একবার করে নেফ্রন দিয়ে ফিলট্রেট হতে হয়। এই ফিলট্রেশনের মাত্র ১ শতাংশ দিয়ে প্রস্রাব তৈরি হয়, বাকি ৯৯ শতাংশ শরীর তার নিজের প্রয়োজনে পুনরায় শরীরে ঢুকিয়ে নেয়।

কিডনির বিভিন্ন ধরনের রোগ রয়েছে যেমন কিডনিতে আঘাত, ক্রনিক কিডনি রোগ (সিকেডি) রেনাল স্টোনস, নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, গ্লোমারিউলোনেফ্রাইটিস, রেনাল সেল কারসিনোমা, মূত্রনালীর সংক্রমণ, উত্তরাধিকার সূত্রে বা জন্মগত আসা কিডনি রোগ ইত্যাদি।

কিডনি বিকলতার নানাবিধ কারণের মধ্যে কিডনি টিস্যুর প্রদাহ, নিয়ন্ত্রণহীন দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিস, নিয়ন্ত্রণহীন দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান ও মাদকদ্রব্যে আসক্তি, অনিয়ন্ত্রিত লাইফ স্টাইল। জন্মগত ত্রুটি, জেনেটিক এবং পারিবারিক ধারার অনুষঙ্গগুলো।

কিডনিতে ড্যামেজ প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে তা অব্যাহতভাবে আমৃত্যু চলতেই থাকবে। ওষুধ বা অন্য কোনো উপায়ে এই ড্যামেজ প্রক্রিয়া বন্ধ করা যায় না। তবে ধীর করা যায়।

ক্রনিক কিডনি ডিজিজকে চিকিৎসা করা, পর্যবেক্ষণে রাখা এবং ডায়ালাইসিস লাগবে কি লাগবে না এর ওপর ভিত্তি করে তিনটি ধাপে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

প্রথমত, জিএফআর যখন ১২৫-৬০ মিলিলিটার/মিনিট- এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে অথচ রোগীর কোনো উপসর্গ থাকে না।

দ্বিতীয়ত, স্টেজ ২-৪ : জিএফআর ৮৯-১৫ মিলিলিটার/মিনিট। সতর্ক অবস্থানে থেকে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। একপর্যায়ে চিকিৎসকের পরামর্শমাফিক স্টেজ-৩ বা স্টেজ-৪-এ আসার পর পরই বাম হাতের ফিস্টুলা করে ফেলতে হবে। কিন্তু ডায়ালাইসিস এই স্টেজে সাধারণত শুরু করার প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয়ত, এই ধাপটিকে মূলত অ্যান্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ বা ইএসআরডি বলে। এখানে এসে ডায়ালাইসিস ছাড়া রোগীর জীবন চলে না।

চতুর্থ ধাপে জিএফআর ৫৯-১৫ মিলিলিটার/মিনিট থাকে।

স্টেজ-১ থেকে স্টেজ-৩ পর্যন্ত সাধারণত রোগীর কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে ল্যাবরেটরিতে প্রস্রাব পরীক্ষা করে প্রস্রাবের সাথে অতিরিক্ত এলবুমিন বের হয়ে যাওয়া বোঝা যাবে। রেনাল বায়োপসি করে দেখা যাবে রোগীর কিডনিতে হিস্টোলজিক পরিবর্তন আছে। এমতাবস্থায় রোগীকে বুঝতে হবে তার কিডনির ড্যামেজ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং সর্বদা নেফ্রোলজিস্টের তত্ত্বাবধানে তাকে চলতে হবে।

স্টেজ-২ : জিএফআর সামান্য কমে যাবে যার লেভেল হবে ৮৯-৬০ মিলিলিটার/মিনিট। বাহ্যিক কোনো উপসর্গ এখানেও না থাকতে পারে।

স্টেজ-৩ : মডারেট ফেইলিউর। জিএফআর ৫৯-৩০ মিলিটার/মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

স্টেজ-৪ : সিভিয়ার ফেইলিউর। জিএফআর ২৯-১৫ মিলিলিটার/মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

স্টেজ-৫ : এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ বা ইএসআরডি। জিএফআর ১৫ মিলিলিটার/মিনিটের চেয়েও কম।

কখন বুঝবেন ক্রনিক কিডনি ডিজিজের প্রাথমিক পর্যায়

যখন দেখবেন ক্রমাগত তিন মাস আপনার জিএফআর বা সিরাম ক্রিয়েটিনিন লেভেল নরমাল কিন্তু বায়োপসি টেস্টে হিস্টোলজিক অ্যাবনরমালিটি তথা কিডনির ড্যামেজ প্রক্রিয়া ধরা পড়েছে।

যখন দেখবেন জিএফআর লেভেল ৬০ মিলিলিটার/মিনিটের নিচে অব্যাহতভাবে তিন মাস থাকবে অথচ বায়োপসি টেস্টে কোনো হিস্টোলজিক অ্যাবনরমালিটি নেই।

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ একটি ধীরে ধীরে কিন্তু স্থায়ীভাবে দুটো কিডনিই একসাথে বিকল হওয়া রোগ, যাকে আমরা বলি প্রগ্রেসিভ ডিজিজ। যার বিকল প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে সম্পূর্ণ বিকল না হওয়া পর্যন্ত কোনো ওষুধ দিয়েও থামানো যায় না। তবে এ রোগের চিকিৎসায় কিডনি বিকল হওয়ার গতি কমিয়ে আনা যায়।

যেখানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ শনাক্ত করতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদেরই বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, সেখানে সাধারণ মানুষের পক্ষে উপসর্গ বোঝা প্রায় অসম্ভব। এ জন্যই এই রোগটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে। তবে কিডনিতে ক্ষতি যখন অপরিবর্তনীয় হয়ে যায় তখন সতর্ক রোগীরাও বেশ কয়েকটি লক্ষণ অনুভব করতে পারেন, যেমন- গোড়ালি এবং পা ফোলা, ওজন হ্রাস, ক্ষুধা মন্দা, রক্তশূন্যতা হয়ে ফ্যাকাসে দেখানো, শারীরিক দুর্বলতা, প্রস্রাবে সমস্যা ইত্যাদি।

অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও অনেকটাই অকার্যকর এই চিকিৎসা। এই রোগ নির্ণয়ের একটি সহজ উপায় হলো সিরাম ক্রিয়েটিনিন করে কিডনি বিকল হয়েছে কি না অনেকটাই প্রাথমিকভাবে বোঝা যায় কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের কিডনির রিজার্ভ পাওয়ার অনেক বেশি হওয়ার কারণে কিডনি ফাংশন ৫০-৬০ শতাংশ লস না হওয়া পর্যন্ত সিরাম ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করলেও রিপোর্ট নরমাল দেখাবে। এ জন্যই একে নীরব ঘাতক রোগ বলা হয়।

সাধারণত ক্রমাগতভাবে উচ্চ রক্তচাপ ১০-১৫ বছর এবং ডায়াবেটিস ৫-১০ বছর আনকন্ট্রোল থাকলে কিডনি বিকল হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং একবার শুরু হয়ে গেলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থামে না। সুতরাং এ প্রাণঘাতী রোগ থেকে বাঁচার উপায় হলো- রোগ যাতে না হতে পারে সে ব্যবস্থা করা।

যদি কেউ এমন কোনো লক্ষণ অনুভব করেন, যা কিডনির রোগের ইঙ্গিত দেয় তবে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

কোনো পরীক্ষা না করেও আপনি কিডনি রোগে ভুগছেন কি না সন্দেহ করুন নিম্ন লিখিত উপসর্গ লক্ষ করে

প্রস্রাবের সাথে রক্ত বের হওয়া, বিশেষ করে রাতের বেলায় অল্প পরিমাণে কিন্তু বারবার প্রস্রাব হওয়া, কোনো কারণ ছাড়াই কিছুটা দুর্বল লাগতে থাকা, শরীরের চামড়া শুকনা খসখসে হতে থাকা, ফেনা ফেনা প্রস্রাব হওয়া, চোখের পাতা এবং পায়ের গোড়ালি ফুলে যাওয়া, ক্ষুধা মন্দা চলে আসা এবং মাংসপেশিতে কামড়ানো অনুভব করা।

পরিত্রাণের সহজ উপায়

চারটি স্তরে কিডনি রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রথম স্তর : কিডনি রোগ সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত কিডনি রোগের রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ যেসব কারণে রোগটি ত্বরান্বিত হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা। কিছু কারণ আছে সেগুলো মানুষ ইচ্ছা করলে কম বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, এলোমেলো ব্লাড লিপিড লেভেল, স্থূলতা, ধূমপান, মদ্যপান, প্রয়োজন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া ইত্যাদি।

পরিশ্রম, বালক্য থেকে মাঝারি ধরনের নিয়মিত ব্যায়াম যেমন যখন যতটা পারা যায় হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালনা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়া। ধূমপান-মাদক-নেশাদ্রব্য পুরোপুরি পরিহার করা। পর্যাপ্ত ঘুম হওয়া, পরিমিত বিশ্রাম ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপনকে অভ্যাসে পরিণত করা।

সর্বোপরি ভালো চিন্তা করা, সৎ ও ধর্মীয় জীবন পরিচালনা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, লোভ-লালসা পরিহার করা এবং ক্রোধ দমন করা; কারণ এসব জিনিসেই স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এক কথায়, কায়িক পরিশ্রম ও নিয়মিত শরীরচর্চা, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, সুপ্ত উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান, ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন না করা এবং নিয়মিত কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং পরিচ্ছন্ন জীবন পরিচালনা।

কিছু কারণ আছে যেগুলো মানুষের আওতার বাইরে। যেমন- জেনেটিক্যালি কিডনি রোগের রোগী বা বাহক হওয়া। বয়সের সাথে সাথে নেফ্রন বা ছাঁকনির পরিমাণ কমে যাওয়া ফলে জিএফআর কমে যাওয়া, কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস, কিডনি জটিলতা নিয়েই জন্মগ্রহণ বা জন্মগত ত্রুটি নিয়েই দুনিয়ায় আগমন ইত্যাদি ফ্যাক্টর, যা থাকা না থাকা মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই নেই।

তৃতীয় স্তর : সেকেন্ডারি প্রতিরোধ অর্থাৎ রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ ও রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করা। বর্তমানে ডায়াবেটিসের জন্য ব্যবহৃত একটি ওষুধ সোডিয়াম-গ্লোকোজ কো-ট্রান্সপোর্টার-২ ইনহিবিটর কিডনি রোগের ক্রমবর্ধমান ক্ষতি কমিয়ে থাকে।

এ ছাড়াও ভেসোপ্রেসিন রিসেপ্টর এন্টাগনিস্ট ওষুধ জন্মগত কিডনি রোগীর পলিসিস্টিক কিডনি রোগের ক্ষতি কমিয়ে দিতে পারে।

যারা ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, বংশগত কিডনি রোগ, কিডনির ক্ষতিকারক ওষুধ, হারবাল ওষুধ, নেশার জন্য ওষুধ, স্থানীয় কবিরাজি ওষুধ গ্রহণ করে এবং যাদের স্বাস্থ্য ইতিহাসে কিডনি অকেজো হয়েছিল এবং যাদের বয়স ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে- তাদের কিডনি রোগ পরীক্ষা করা।

চতুর্থ স্তর : টারশিয়ারি প্রতিরোধ হলো যখন রোগী কিডনি রোগে আক্রান্ত; সে ক্ষেত্রে কিডনি রোগের জটিলতা থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য চিকিৎসা প্রদান। ডায়ালাইসিস এবং ট্রান্সপ্লান্টেশন চিকিৎসাব্যবস্থা অব্যাহত রেখে আমরা জটিল কিডনি রোগের বিপর্যয়কর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে পারি।

লেখক : প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, সিজেএম কিডনি ডায়ালাইসিস অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটি'র নতুন কমিটি গঠন

৬২ পৃষ্ঠার পর

সোসাইটি। নিউইয়র্কে গত ৭ মে বুধবার সন্ধ্যায় পার্সন বুলোভার্ডের একটি রেস্টুরেন্টে নির্বাহি কমিটির সদস্যদের বৈঠকে সরাসরি সমর্থনে আগামী ৪ বছরের জন্য নতুন কার্যনির্বাহি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির কার্যনির্বাহি বৈঠকে বিভিন্ন কাজের প্রশংসা শেষে সংগঠনের নির্বাহি কমিটির সদস্যদের সরাসরি সমর্থনে পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেব নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ আলী। তিনি আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত 'বাংলাদেশ সোসাইটি'র বর্তমান সাধারণ সম্পাদক। কার্যনির্বাহি কমিটির সকল সদস্যের সমর্থনে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আমিন মেহেদী বাবু। সংগঠনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন কাজী এম আর খান সেলিম (সেলিম খান)। কার্যনির্বাহির বৈঠক সন্ধ্যা ৭ থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় রাত সাড়ে ১০টায়। কার্যনির্বাহি কমিটিতে বক্তব্য রাখেন মিজিক খান, কাজী জামান মিন্টু, নজরুল খান বাদল, আল আমিন, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, হাসান মাহমুদ, মিলন মোল্লা প্রমুখ।

বৈঠকে বিগত কোভিডকালিন কার্যক্রম থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন সামাজিক কার্যকান্ডের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরে কার্যনির্বাহি কমিটির সকলে তাদের মতামত তুলে ধরেন। মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন অনেকে। এজন্য সদস্যদের সমর্থনে একটি ফান্ড গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। নবগঠিত এই কমিটি আগামী দিনে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য আর কি কি বিষয়ে কাজ করতে পারে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ডিনারের মাধ্যমে কার্যনির্বাহি কমিটির বৈঠক সমাপ্ত হয়।

KARNAFULLY TRAVEL INC. (Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

মাঠে ফিরছেন সাকিব আল হাসান

আজকাল স্পোর্টস

গত বছরের নভেম্বরে আবু ধাবি টি-১০ লিগে খেলেছিলেন সাকিব আল হাসান। স্বীকৃত ক্রিকেটে সেটাই ছিল সাকিবের শেষ খেলা। প্রায় ৬ মাস পর আবারও ক্রিকেটে ফিরছেন সাকিব। লাহোর কালান্দার্সের হয়ে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) খেলবেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। সাকিবের লাহোরে যুক্ত হওয়ার খবর আগেই জানা গিয়েছিল। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে পিএসএলের ক্লাবটি। লাহোর কালান্দার্সের টিম ডিরেক্টর সামিন রানা এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমি সাকিবের লাহোর কালান্দার্স পরিবারে যুক্ত হওয়া নিয়ে রোমাঞ্চিত। তাঁর অভিজ্ঞতা, স্কিল ও অলরাউন্ড সক্ষমতা আমাদের দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনকুবিশেষত টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে। তাঁর উপস্থিতি আমাদের স্কোয়াডের গভীরতা বাড়াবে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে সাকিবের যোগ দেওয়া মাঠের ভেতরে ও বাইরে শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে।' সাকিব নিজেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। গণমাধ্যমকে পাঠানো এক বিবৃতিতে সাকিব বলেন, 'এই মৌসুমের জন্য পিএসএলে যুক্ত হতে পেরে আমি খুবই খুশি। আমরা টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আছি, যেখানে প্রতিটা ম্যাচ নিয়েই হিসাব হচ্ছে। এটা এমন টুর্নামেন্ট, যা দেখতে আমি পছন্দ করি। এখন আমি মাঠে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। কালান্দার্সের দারুণ সমর্থক গোষ্ঠী, টিম স্পিরিট আছে। তারা একটা ফল চায়, এমন দলের অংশ হওয়া নিয়ে আমি রোমাঞ্চিত।'

জানা গেছে, ১৭ মে লাহোর কালান্দার্সের সঙ্গে যোগ দেবেন সাকিব। তার পরের দিনই মাঠে নামার কথা রয়েছে দলটির। লাহোর এই ম্যাচে জিতলে তাদের প্লে অফের সমীকরণ টিকে থাকবে। আর হারলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়।

এদিকে, পিএসএল খেলতে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে অনাপত্তিপত্রের জন্য আবেদন করেছেন সাকিব আল হাসান।

বিসিবি অবশ্য এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে অনাপত্তিপত্রের ব্যাপারে বিসিবি বেশ ইতিবাচক বলে জানা গেছে।

লাহোরে মিচেলের বদলি হয়ে রোমাঞ্চিত সাকিব

আজকাল স্পোর্টস

সাকিব আল হাসান পিএসএলে লাহোর কালান্দার্সের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। প্রায় ২৪ ঘণ্টার পর এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এলো ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে। নিউজিল্যান্ড তারকা ড্যারিল মিচেলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের সেরা অলরাউন্ডার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই খবর নিশ্চিত করেছে লাহোর।

এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

রিয়ালে ৭১ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন এমবাপে

আজকাল স্পোর্টস

চলতি মরসুমে রিয়াল মাদ্রিদ ট্রফিহীন থাকতে পারে। কিন্তু ফরাসী তারকা কিলিয়ান এমবাপে রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক মৌসুমেই একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন। বুধবার রাতে মায়োরকাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। যেখানে একটি গোল করেছেন এমবাপে।

এই একটি গোল করেই ৭১ বছরের পুরনো একটি রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন ফরাসী এই তারকা। সে সঙ্গে রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক মৌসুমেই ছুঁয়ে ফেললেন ৪০ গোলের অসাধারণ এক মাইলফলক।

মায়োরকার বিরুদ্ধে ইনজুরি সময়ে গোল করে রিয়ালকে জিতিয়েছেন জাকোবো রামন। এর আগে দলের প্রথম গোলটি করেন এমবাপে। সে সঙ্গে রিয়ালের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসাবে লা লিগায় অভিষেক মৌসুমেই ২৮টি গোল করলেন তিনি।

১৯৫৩-৫৪ মৌসুমে লা লিগায় অভিষেকে কিংবদন্তি আলফ্রেডো ডি স্টেফানো ২৭টি গোল করেছিলেন। ৭১ বছর ধরে সেই রেকর্ড টিকে ছিল। অবশেষে সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন এমবাপে। ১৯৯৭ সালে বার্সেলোনার হয়ে ব্রাজিলের রোনালদোও ২৮টি গোল করেছিলেন।

অনেকেই বলছেন, এমবাপের মৌসুমটা খারাপ গিয়েছে। তবে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি ৪০টি গোল করেছেন। রোনালদো, করিম বেনজেমা, রুড ফন নিস্টেলরয় কেউ এই নজির গড়তে

এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

সরকারের সবুজ সঙ্কেত পেয়ে গেছে বিসিবি!

টাইগারদের পাকিস্তান সফর

আজকাল স্পোর্টস

আরব আমিরাতে ২ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে পাকিস্তান যাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের। সেখানে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানের মোকাবেলা করার কথা লিটন দাসের দলের।

সবই ঠিকঠাক ছিল; কিন্তু সব গড়বড় করে দিয়েছে ভারত-পাকিস্তানের ৪/৫ দিনের যুদ্ধ। যে কারণে বন্ধ হয়ে যায় পিএসএল, আইপিএল। শঙ্কায় পড়ে যায় বাংলাদেশ দলের পাকিস্তান সফর।

যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হওয়ার পর আবারও এই সিরিজ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। যদিও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়, বিষয়টা দুই বোর্ডের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া না হলে সফরও সম্ভব হবে না। অবশেষে পাকিস্তানে টাইগারদের সফরের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সবুজ সঙ্কেত পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ এ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আজ। ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুসারে, বিসিবি আজ (১৫ মে) বলেছে, তারা সরকারের কাছ থেকে পাকিস্তান সফরের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে গেছে।

বিসিবির এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেন, 'আমরা পাকিস্তান সফরের বিষয়ে (সরকারের কাছ থেকে) সবুজ সংকেত পেয়েছি। যদিও আমরা এখনও আনুষ্ঠানিক চিঠি পাইনি, যা আমরা শিগগিরই পাওয়ার আশা করছি। তবে যতদূর জানি সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা আসন্ন সফরের জন্য আমাদের পাকিস্তান যাওয়ার অনুমতি দেবে।'

এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা করল আর্জেন্টিনা

আজকাল স্পোর্টস

আগামী জুনে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে কলম্বিয়া ও চিলির বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। এই দুই ম্যাচের জন্য ২৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে চিলির বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। বাংলাদেশ সময় ৬ জুন সকাল ৭টায় মুখোমুখি হবে দুই দল। অপর ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। এই ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ১১ জুন সকাল ৭টায়।

আর্জেন্টিনা স্কোয়াড- জেরোনিমোরুল্লি, এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, অন্টার বেনিটেজ, নাহুয়েল মলিনা, জন ফয়েতে, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, লিওনার্দো বালের্দি, নিকোলাস ওতামেন্ডি, ফাকোন্দো মেডিনা, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, ভালেন্টিন বার্কো, অ্যালেক্সিস ম্যাক এলিস্টার, লিয়ান্দ্রো প্যারাদেস, নিকোলাস ডমিঙ্গেস, এন্জোকুয়েল প্যালাসিওস, রদ্রিগো ডি পল, থিয়াগো আলমাদা, জিওভানি লো সেলসো, এঞ্জো ফার্নান্দেজ, লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস পাজ, লাউতারো মার্টিনেজ, ভালেন্তিন ক্যাস্টেলানস, আলেসান্দ্রো গার্নাচো, নিকোয়ালাস গনজালেস, জিওলিয়ান সিমিওনে, অ্যাঞ্জেল কোরেয়া।

আর্জেন্টিনার স্কোয়াডে ফিরলেন মেসি

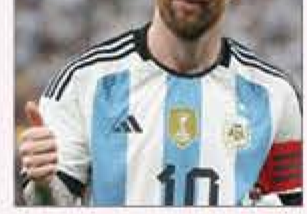

আজকাল স্পোর্টস

আগের দুই ম্যাচের স্কোয়াডে ছিলেন না লিওনেল মেসি। মাঠের বাইরে থেকে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ টিকিট পেতে দেখেছেন। তবে আগামী মাসের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফের আর্জেন্টিনার জার্সি পরার সুযোগ পাচ্ছেন বিশ্ব জয়ী অধিনায়ক। চিলি ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে প্রাথমিক স্কোয়াডে ফেরানো হয়েছে মেসিকে।

আগামী ৬ জুন স্যান্টিয়াগোতে চিলির মুখোমুখি হবে

এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | GET IT ON App Store

CONTACT

+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410

www.amaderservice.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker

75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

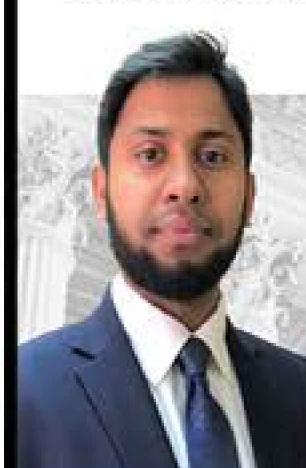

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

এবার মধ্যপ্রাচ্যে ‘বরবাদ’

আজকাল বিনোদন

শাকিব খান ভক্তদের জন্য এলো আরেকটি সুসংবাদ। দেশে দারুণ ব্যবসা করে শাকিব অভিনীত ‘বরবাদ’ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্কে। এবার সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। অর্থাৎ, মধ্যপ্রাচ্যের দর্শকরা এবার দেখতে পাবেন সিনেমাটি।

জানা গেছে, ১৫ মে ‘বরবাদ’ মুক্তি পাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (দুবাই), ওমান, কাতার ও বাহরাইনে। সেখানে সিনেমাটি ডিসট্রিবিউশন করছে পিএইচএফ।

বিষয়ে বরবাদ প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি জানান, ‘বরবাদ’ সিনেমার মাধ্যমে এই প্রথম বাংলাদেশি কোনো সিনেমা ডিস্ট্রিবিউশন করছে পিএইচএফ।

তিনি বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশে সেন্সর করিয়ে সিনেমা রিলিজ করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সবকিছু গুছিয়ে আনতে কিছুটা সময় লেগেছে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রচুর বাংলাদেশি থাকেন। সেইসঙ্গে ইন্ডিয়ান থাকেন। আশা করছি, তারা সকলে থিয়েটারে গিয়ে ‘বরবাদ’ দেখবেন।’

উল্লেখ্য, মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত ‘বরবাদ’-এ শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন কলকাতার ইধিকা পাল। এছাড়াও অভিনয় করেছেন মিশা সওদাগর, যীশু সেনগুপ্ত, মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

‘বরবাদ’র প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি জানিয়েছেন, এটি পিএইচএফ-এর মাধ্যমে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশি ছবি। তার ভাষায়, “মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশে সেন্সর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সিনেমা মুক্তি দিতে সময় লাগে। তবে সবকিছু গুছিয়ে এখন আমরা প্রস্তুত। সেখানে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি এবং ভারতীয় দর্শক আছেন, আশা করছি তারা হলে গিয়ে ‘বরবাদ’ উপভোগ করবেন।”

মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই ছবিতে শাকিব খানের পাশাপাশি অভিনয় এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

লন্ডনের মঞ্চে ‘ডিডিএলজে’, চমকে দিলেন শাহরুখ খান

আজকাল বিনোদন

১৯৯৫ সালের কালজয়ী রোমান্টিক সিনেমা ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’ (ডিডিএলজে) মঞ্চনাট্য হিসেবে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে ব্রিটেনে। ম্যানচেস্টার অপেরা হাউসে ২৯ মে থেকে ২১ জুন পর্যন্ত মঞ্চস্থ হবে এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

‘কথা দিয়েছিলাম আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরব’

আজকাল বিনোদন

পেহেলগামের ঘটনায় কনসার্ট বাতিল করেছিলেন ভারতীয় সংগীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। তবে ভক্তদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছিলেন, শিগগিরই ফিরবেন। মুম্বাইয়ে তার বহু প্রতীক্ষিত কনসার্টের জন্য ভক্তরাও ছিলেন মুখিয়ে। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সমর্থনে কনসার্ট স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। ১০ মে অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও, কনসার্ট স্থগিত করতে হয়। নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে শ্রেয়া জানান, চলতি মাসের শেষে অর্থাৎ ২৪ মে ফের পারফর্ম করবেন তিনি। গায়িকা লিখেছেন, ‘মুম্বাইয়ে নতুন দিন ঘোষণা। আপনাদের ভালোবাসা, ধৈর্য এবং আমাকে বোঝার জন্য ধন্যবাদ। কথা দিয়েছিলাম আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব। সংগীত দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করতে আসছি। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আবারও দেখা হবে।’

শুধু তাই নয়, সেই সময় কেটে রাখা পুরোনো টিকিটেই দেখা যাবে অনুষ্ঠান বলেও জানা গেছে। অনুরাগীদের অনুরোধেই দ্রুত তার ফিরে আসা বলেও উল্লেখ করেছেন শ্রেয়া। অনুষ্ঠান স্থগিত করার পাশাপাশি একটি আবেগঘন পোস্টে ভক্তদের উদ্দেশে শ্রেয়া লিখেছিলেন, ‘আমার প্রিয় ভক্তরা, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি জানাতে চাই যে, আমাদের দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে, মুম্বইয়ের ১০ মে-র নির্ধারিত কনসার্ট স্থগিত করা হচ্ছে।’

তার কথায়, ‘অনেক ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কনসার্ট আমার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান। আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে অনবদ্য একটি সন্ধ্যা কাটানোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’

বুবলীর ‘পুলসিরাত’ হয়ে গেল ‘সরদার বাড়ির খেলা’

আজকাল বিনোদন

চলতি বছরের শুরুতেই ঘোষণা হয়েছিল, ঢাকাই চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী ও জিয়াউল হক রোশান অভিনীত ছবি একটি ছবি আসতে চলেছে, যার নাম ‘পুলসিরাত’। তবে ছবিটির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন নাম রাখা হয়েছে ‘সরদার বাড়ির খেলা’। বিষয়টি গণমাধ্যমে জানিয়েছেন জিয়াউল হক রোশান। জানিয়েছেন, আপত্তির মুখে সিনেমাটির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয়েছে ‘সরদার বাড়ির খেলা’।

চিত্রনায়ক রোশান বলেছেন, ‘পুলসিরাত ইসলামিক নাম বলে এটি পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে। যদিও সিনেমাটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ‘পুলসিরাত’ নামেই সরকারি অনুদান পেয়েছিল।’

তবে পরবর্তীতে যখন প্রিভিউ কমিটিতে জমা দেয়া হয় সিনেমাটি, তখন নাম পরিবর্তন করতে বলা হয়- জানান রোশান।

এ নিয়ে পরিচালক রাখাল সবুজ জানিয়েছেন, গল্পে ইসলামিক কিছু নেই। যেহেতু অনুদানের সিনেমা, তাই মিনিস্ট্রির কথা রাখতে হয়েছে। দুই সপ্তাহ আগে সার্টিফিকেশন বোর্ড ‘সরদার বাড়ির খেলা’ নামে সেন্সর দিয়েছে।

উল্লেখ্য, আসছে কোরবানির ঈদে মুক্তি পাবে রোশান-বুবলীর এই ‘সরদার বাড়ির খেলা’।

৭৮তম কান উৎসব: নগ্নতা, শুল্ক, যুদ্ধ এবং ‘আলী’

আজকাল বিনোদন

নানাভাবেই এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিদেশি সিনেমার ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের শতভাগ শুল্ক আরোপ, তিন বছর পর হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজের ফেরা, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি, ‘নগ্নতা’কে নিষিদ্ধ ঘোষণা, স্বর্ণপামের লড়াই এবং লালগালিচার জৌলুস।

তবে সব ছাপিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের আলাদা নজর থাকবে আদনান আল রাজীব পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আলী’র দিকে। কানের ইতিহাসে এবারই প্রথম ছোট দৈর্ঘ্যের ছবির স্বর্ণপামের জন্য মনোনীত হলো বাংলাদেশের কোনও ছবি।

মঙ্গলবার (১৩ মে) ফ্রান্সের কান-সময় সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ১৫ মিনিট) উৎসবের প্রাণকেন্দ্র পালে দে ফেস্টিভ্যাল ভবনের গ্র্যান্ড থিয়েটার লুমিয়েরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। ফরাসি অভিনেতা লরেঁ লাফিত এই আয়োজন সঞ্চালনা করবেন। ২০১৬ সালে ৬৯তম কান উৎসবের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনার অভিজ্ঞতা আছে তার।

৭৮তম আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৮১ বছর বয়সী আমেরিকান অভিনেতা রবার্ট ডি নিরোকে আজীবন সম্মাননা হিসেবে সম্মানসূচক স্বর্ণপাম দেওয়া হবে। তার অভিনীত ও মার্টিন স্করসেসি পরিচালিত ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ ১৯৭৬ সালে ২৯তম কান উৎসবে স্বর্ণপাম জিতে নেয়। নায়ককে সম্মান জানিয়ে সেই সাফল্যের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন হতে যাচ্ছে এবারের আসরে।

কান উৎসবের ৭৮ বছরের রেকর্ড ভেঙে যাচ্ছে ফরাসি ভাষার কমেডি সিনেমা ‘লিভ ওয়ান ডে’র সুবাদে! এটি ফ্রান্সের আমেলি বোনাঁ পরিচালিত এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

১২ বার ভুল সিনেমাকে পুরস্কার দিয়েছে কান উৎসব

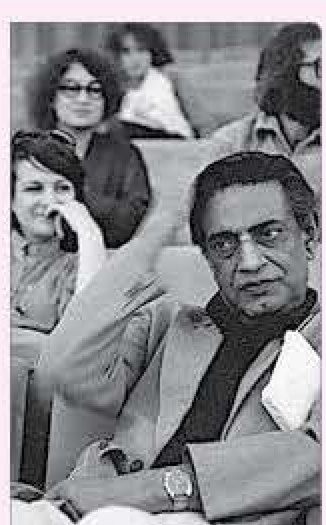

আজকাল বিনোদন

জাঁকজমক আয়োজনে আবারও শুরু হয়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসব। এই উৎসবের বিচার প্রক্রিয়া বরাবরই বেশ গোপন আর নিখুঁত হয়ে থাকে বলে সুনাম আছে। প্রতিবার মে মাসে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এই উৎসবে আট-নয়জন প্রখ্যাত নির্মাতা, অভিনেতা, লেখক কিংবা সমালোচক জড়ো হন, একটি ছবিকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণার দায়িত্বে।

১২ দিনের ভেতর তারা দেখেন প্রায় ২০টির মতো সিনেমা। সেখান থেকেই সেরা সিনেমাকে উৎসব এরপর ৪১ পৃষ্ঠায়

REAL ENERGY PRODUCTION & AZEEM HAROON PRESENTS
A RIDHI SIDHI ENTERTAINMENT PRODUCTION
PRODUCED BY SHAHREEN AKTER SUMI
SK FILMS
USA DISTRIBUTIONS
REAL ENERGY PRODUCTION
দর্শকদের ভালোবাসায় 'বরবাদ'
এখন পঞ্চম সপ্তাহে!
MEGASTAR SHAKIB KHAN
BORBAAD
DIRECTED BY: MEHEDI HASSAN HRIDOY
KEW GARDENS CINEMAS
81-05 Lefferts Boulevard, Kew Gardens, Queens, NY 11415
GET YOUR TICKET NOW
5/15/25 THU 4:00 PM 7:30 PM
5/16/25 FRI 2:00 PM 5:00 PM 8:00 PM
5/17/25 SAT 2:00 PM 5:00 PM 8:00 PM
5/18/25 SUN 2:00 PM 5:00 PM 8:00 PM
5/19/25 MON 2:00 PM 5:00 PM 8:00 PM
5/20/25 TUE 2:00 PM 5:00 PM 8:00 PM
5/21/25 WED 2:00 PM 5:00 PM 8:00 PM
5/22/25 THU 4:45 PM 7:45 PM
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
IN ASSOCIATED WITH:
Galaxy media
EVENT PARTNER:
GOLDEN AGE HOME CARE
MEDIA PARTNER:
আজকাল
SUPPORTED BY
NAWBAR
Design & Print by: ihopeprint.com 929-538-7903

জ্যাকসন হাইট্স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30, 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছি।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
- কম সময় এবং নূন্যতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
- কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

Clearview Eye Center

কুইন্সের বহু বছর যাবত চোখের চিকিৎসায় সাফল্য অর্জনকারী
ডাক্তার সাজ্জাদ আখতার এর চিকিৎসা নিন

* চোখ আপনার জীবনের অমূল্য সম্পদ
* সময় থাকতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চোখের সঠিক যত্ন নিন
* আমরা বাংলায় কথা বলি

All kinds of eye's Problems Solved by
SAJJAD AKHTAR, M.D.
117-04 Jamaica Ave, Richmond hill, NY 11418
Tel : 718-847-3937

25-19 35th Street, Suite: CFAstoria, NY 11103
Tel : 718-728-3606

We Accept most of Insurances.

ESTD 2017
Tribune Training Academy
Workplace Safety Training School
40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

Zillur Tax Accounting and Insurance
Accounting, Tax Filling, Audit, Insurance and Real State

Zillur Rahim
IRS Enrolled Agent, MBA
646-322-3254

Our Services:
- Personal tax filling
- Business tax filling
- New Business Set-up
- Immigration
- Insurance and all kind of form fill up
- Notary

IRS e-file

We help Buying, Selling and Renting
Zillur Rahim
Exit Realty Prime

88-11A, 169th St. (2nd floor) Jamaica NY-11432
646-322-3254, 718-374-3110
Email : zillurincometaxnyc@gmail.com
Zillurtaxandinsurance.com

সাপ্তাহিক
ইনকিলাব
সত্যের সন্ধানে আপোষহীন
WWW.WEEKLYINQILAB.COM
WEEKLY INQILAB
আপনার পত্রিকা
সংগ্রহ করুণ
এখন পাওয়া
যাচ্ছে সর্বত্র
ইনকিলাব
আপোষহীন সংবাদে অঙ্গীকারবদ্ধ
ইনকিলাব এখন পাঠকের হাতের মুঠোয়
অনলাইনে খবর পড়ুন যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গা থেকে
www.weeklyinqilab.com
929-328-5971 | info@weeklyinqilab.com
86-11 101 Avenue, Ozone Park, NY-11416
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER

ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

!! 100% HALAL & TASTY FOOD IN MANHATTAN !!

We do catering
HALAL CHINESE
HALAL FOOD
CURRY KING
RESTAURANT
حلال

PAKISTANI, INDIAN & BANGLADESHI CUISINE

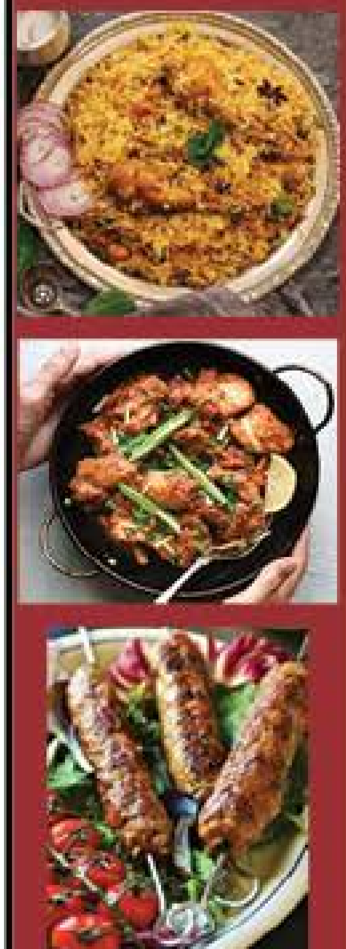

ম্যানহাটানের প্রাণকেন্দ্রে ১০০% হালাল ও সুস্বাদু খাবার

* PAKISTANI -BANGLADESHI- INDIAN CUISINE
COME & ENJOY
OUR DELICIOUS FOOD

CURRY KING

WE DO MONEY TRANSFER
AVAILABLE RECHARGE PHONE CARDS
FREE DELIVERY & ONLINE ORDER

MONEY TRANSFER

International Calls Worldwide
KeepCalling

সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং এর অর্ডার নেয়া হয়

942 COLUMBUS AVE. NEW YORK, NY 10025
TEL : 646-669-7826

শুরু হতে যাচ্ছে প্রথমবারে মতো অনলাইন ভিত্তিক মিউজিক্যাল রিয়েলিটি শো

"গোল্ডেন এইজ প্রেজেন্ট ৫২ রাইজিং স্টার ইউ এস এ"

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
Presents
52 RISING STAR USA

রেজিস্ট্রশনের জন্য আজই আপনার খালি গলায় গাওয়া যেকোনো একটি বাংলা গান মোবাইলে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

বিস্তারিত জানতেঃ
facebook.com/BayannoUSA
অথবা
youtube.com/@bayannousa

রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
০১৮৭৮১৮৪৩০৫ অথবা +১ (৩৪৭) ৫৪৫-৭০৩৯

নিয়মাবলীঃ
১. যেকোনো একটি বাংলা গান খালি গলায় অথবা একটি বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে মোবাইলে রেকর্ড করতে হবে।
২. ধারনকৃত ভিডিওটি এবং আপনার নাম, মোবাইল নম্বর ও ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিন উপরোক্ত যেকোনো একটি মাধ্যমে।

Title sponsor
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency

Media Partner
Rtv

News Print Partner
সাপ্তাহিক আজকাল

Online Partner
Rtv ONLINE

Magazine Partner
LOOK@ME

মোদির 'চিরস্থায়ী যুদ্ধ' ভারতকে আরও বিপদে ফেলবে

৬ পৃষ্ঠার পর

দেশ, যেখানে সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে। কিন্তু যাঁরা 'অপারেশন সিঁদুর'-এর উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল একেবারেই তিক্ত।

সরকারের সমালোচনা করতে চাইলে সাধারণত পার্লামেন্টে আলোচনা হয়। কিন্তু বিরোধী দল পার্লামেন্ট বসানোর দাবি জানালেও সরকার তা উপেক্ষা করে যাচ্ছে। এর মানে হলো, গণতান্ত্রিক সংলাপ সেখানে কার্যত বন্ধ।

এখন যেহেতু প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, 'অপারেশন সিঁদুর' শেষ হয়নি, তার মানে দেশের মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আনুগত্য চাওয়া হবে। বিরোধী দলগুলো আর সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন তোলার সাহস করবে না।

মুসলিমদের ওপর চাপ পড়বে এটি প্রমাণ করার জন্য যে তাঁরা দেশভক্ত। আর অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য (যার পেছনে সরকার নিজেই দায়ী) দোষ চাপিয়ে দেওয়া হবে যুদ্ধের ওপর।

এ পরিস্থিতিতে বাকস্বাধীনতা থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেটা শুধু বিজেপির পক্ষে যাঁরা কথা বলবেন, তাঁদের জন্য।

ফলে বলা যায়, ভারতের গণতন্ত্র এখন যেন একধরনের 'অসাড় অবস্থায়' আছে। কারণ, দেশকে এখন বলা হচ্ছে-তোমার সামনে এক 'চিরস্থায়ী শত্রু' আছে এবং সেই শত্রুর বিরুদ্ধে একটা 'চিরস্থায়ী যুদ্ধ' চলছে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া

অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

অপূর্বানন্দ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

রাষ্ট্রদূত মুশফিক ফজল আনসারীর বাবার রূহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া

৬২ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে। বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল সাদেক। দোয়া মাহফিলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দোয়া মাহফিলের পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা আজিজুল হক আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল কাহের চৌধুরী শামীম, বিএনপির জাতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ, কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, ইমরান আনসারী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূইয়া। দোয়া মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন সবুজ, আব্দুল সবুর, গিয়াস উদ্দীন, যুক্তরাষ্ট্র যুব দলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর খান হারুণ, খোরশেদ আলম, নিউইয়র্ক বিএনপি দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম, বিএনপি নেতা জেলাল উদ্দিন, আব্দুর রহিম, দেওয়ান কাউসার, মনির হোসেন, শিফাকত আলী, আনোয়ার জাহিদ, মিজানুর রহমান মিজান, শরিফুল খালিশদার, রিয়াজ মাহমুদ, রিপন মিয়া, নুরুল আলম, আবুল কালাম, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী, এনাম চৌধুরী, খলিলুর রহমান, ফারুক চৌধুরী, এবাদ চৌধুরী, সাদেক আহমেদ মালিক প্রমুখ।

ভারত-পাকিস্তানকে ডিনারের টেবিলে বসতে বলেছি

৬২ পৃষ্ঠার পর

করো। পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নয়।

মজার ছলে তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, হয়তো আমরা ওদের একসাথে ডিনারে পাঠাতে পারি। এদিকে, ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র টমি পিগট প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগকে উৎসাহিত করছি এবং আমরা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। দুই প্রধানমন্ত্রীকে শান্তির পথ বেছে নেওয়ার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই। ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসবাদে পৃষ্ঠপোষকতা'র অভিযোগ নিয়ে জানতে চাইলে পিগট মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করবো না। তবে আমরা চাই দুটি দেশ সরাসরি আলোচনা করুক। পাকিস্তান অবশ্য ভারতের এসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, বরং ভারতকেই আগ্রাসী মনোভাবের জন্য দায়ী করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে মার্কিন মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পিগট বলেন, আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে আমরা আবারও বলছি, সরাসরি যোগাযোগই আমাদের মূল লক্ষ্য।

সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী পাকিস্তানে কোনো গোপন পারমাণবিক স্থাপনায় রেডিয়েশন লিক হওয়ার বিষয়ে মার্কিন কোনও দল সেখানে পাঠানো হয়েছে কিনা- এই প্রশ্নের জবাবে পিগট বলেন, এ বিষয়ে বলার মতো কিছু নেই। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মনোভাব ওয়াশিংটনের জন্য হতাশাজনক কিনা- এই প্রশ্নে মুখপাত্র সরাসরি সমালোচনা এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্তুষ্ট। এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা চাই এটি বজায় থাকুক এবং আলোচনার পরিবেশ তৈরি হোক।

রাফাল ধ্বংস করে পাইলট আয়েশা এখন পাকিস্তানের শক্তির প্রতিক

৬২ পৃষ্ঠার পর

নারী পাইলটের আক্রমণে দুমড়েমুচড়ে গেল শত্রুপক্ষ ভারতের ২৮৮ মিলিয়ন ডলারের গর্ব 'রাফাল'। তার আঘাতে মধ্যরাতের আকাশে চুরমার হয়ে গেছে ফরাসি বিমানশিল্পের সাফল্য ইতিহাসও। আয়েশার ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রেই বিশ্বে প্রথমবারের মতো ভূপাতিত হয় আকাশযুদ্ধে পশ্চিমা 'পক্ষীরাজ' রাফাল।

এ ঘটনা নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সামরিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা, সংবাদমাধ্যম বিবিসি, নিউইয়র্ক টাইমস, এমনকি ফরাসি গণমাধ্যমও রাফাল ধ্বংসের বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আয়েশা পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম নারী যিনি সরাসরি শত্রু বিমানগুলো ভূপাতিত করেছেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডনও তাকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ৬ মে রাতের আকাশে ভারতীয় রাফাল যুদ্ধবিমানকে ধ্বংস করে গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে চমকে দেন পাকিস্তানের প্রথম নারী পাইলট আয়েশা। একটি এআইএম-১২০সি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, নারীরাও যে কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। ভারতীয় রাফাল ভূপাতিতের ঘটনা শুধু সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি পাকিস্তানে নারীদের ক্ষমতায়নেরও এক মাইলফলক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আয়েশার জন্ম পাঞ্জাবের বাহাওয়ালপুরে। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা হারান। পরিবারে তখন শুধুই লড়াই আর সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সেই পরিবেশেই আয়েশাকে একজন সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে গড়ে তোলেন তার মা। আত্মীয়স্বজনের আপত্তি আর সামাজিক বাধা ডিঙিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন- তিনি হবেন একজন ফাইটার পাইলট।

পাকিস্তানের রক্ষণশীল সমাজ এবং পুরুষপ্রধান পেশা হিসেবে পরিচিত বিমানবাহিনীতে নারীর প্রবেশ সহজ ছিল না। ফ্লাইট একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার পর তাকে শুনতে হয়েছে নানা কটুকথা। অনেকেই ভাবতেন, তিনি সফল হতে পারবেন না।

কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করতে গিয়ে আয়েশা পেছনে তাকাননি। কঠিন প্রশিক্ষণ, ১৪-১৮ ঘণ্টার পরিশ্রম, মানসিক চাপ-সব কিছু মোকাবিলা করেই হয়ে ওঠেন তিনি পাকিস্তানের সবচেয়ে দক্ষ পাইলটদের একজন। এক সাক্ষাৎকারে আয়েশা বলেন, আমাকে নারী বলে কেউ আলাদা করে দেখেনি। এখানে সবাইকেই যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যুদ্ধবিমান চালানো কোনো বিলাসিতা নয়। এটা দায়িত্ব, এটা প্রতিজ্ঞা। তিনি জানান, প্রতিদিন ভোর ৪টায় দিনের শুরু হয়। ফ্লাইট, ব্রিফিং, প্রশিক্ষণ এবং বিশ্লেষণ মিলিয়ে প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় এবং লোন পেতে বিশ্বস্ত রিয়েলটরের সেবা নিন
•Residential •Commercial • Investment
•Foreclosures •Auctions • Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud • Rentals
•Bank Owned/ REO Properties
List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64
AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

ঘরে বসে আয় করুন
আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?
তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

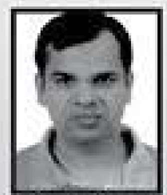

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

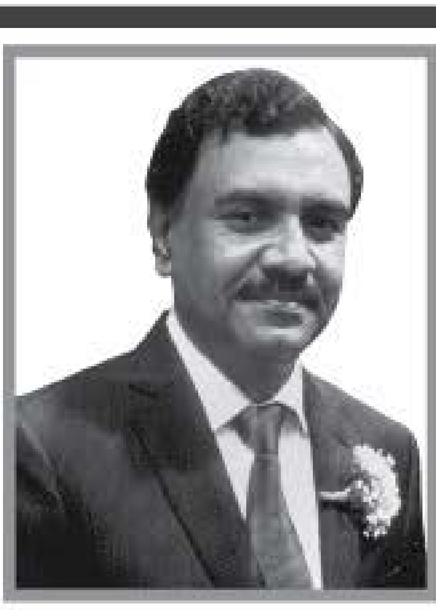

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.
USR BROKERAGE
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37-21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

LIBERTY
REAL ESTATE SCHOOL
NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে
কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office:
37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office:
167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব
Job Help Application Processing Service
917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamica, NY 11435
Phone/Fax: 917-300-6160

লাহোরে মিচেলের বদলি হয়ে রোমাঞ্চিত সাকিব

৪৪ পৃষ্ঠার পর

গত ৪ মে করাচি কিংসের বিপক্ষে পাকাফি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হাতের ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন মিচেল। তার জায়গায় নেওয়া হয়েছে টি-টোয়েন্টিতে ৭ হাজার ৫৩৮ রান ও ৪৯২ উইকেট পাওয়া সাকিবকে।

পিএসএলে এর আগেও খেলেছেন সাকিব। ২০১৬ সালে করাচি কিংসের হয়ে অভিষেক হয় তার। এছাড়া পেশাওয়ার জালমির হয়েও খেলেছেন এই অলরাউন্ডার।

পিএসএলে মোট ১৪টি ম্যাচ খেলেছেন সাকিব। ব্যাট হাতে ১৮১ রান করেছেন, ১৬.৩৬ গড়ে এবং ১০৭.১৪ স্ট্রাইক রেটে। সেই সঙ্গে বল হাতে ৮টি উইকেট নিয়েছেন, ৭.৩৯ ইকোনোমিতে।

গত ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে সাকিব একপ্রকার নির্বাসিত রয়েছেন। নিরাপত্তা শঙ্কায় বাংলাদেশে দেখা যায়নি তাকে। শেষবার তিনি প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেন গত বছর নভেম্বরে। ওইবার আবুধাবি টি টেন লিগে বাংলা টাইগার্সকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাতের পর স্থগিত পিএসএলের বাকি অংশ আগামী ১৭ মে শুরু হবে। নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকায় পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়া অনেক বিদেশি ক্রিকেটার আর খেলবেন না বলে জানানোয় সেই সংকট কাটাতে নতুন করে খেলোয়াড়দের সংযুক্ত করছে পিসিবি। আগামী রবিবার রাওয়ালপিন্ডিতে পেশাওয়ার জালমির বিপক্ষে লাহোর তাদের শেষ লিগ ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে। ওই ম্যাচেই দেখা যেতে পারে সাকিবকে। ৯ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থানে থেকে প্লে অফে খেলার সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে তারা।

পিএসএলে খেলার রোমাঞ্চ এভাবে ব্যক্ত করেছেন সাকিব, "চলমান পিএসএল মৌসুমে লাহোর কালান্দার্সে যোগ দিতে পেরে আমি সত্যিই খুশি। আমরা এখন প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে, যেখানে প্রতিটি ম্যাচ মূল্যবান। এই টুর্নামেন্ট দেখা আমি সবসময় উপভোগ করি। এখন আমি মাঠে অবদান রাখতে মুখিয়ে। কালান্দার্সের ভক্তরা দারুণ এবং দলের চেতনাও শক্তিশালী। এই দলের অংশ হতে পারা রোমাঞ্চকর, আমরা সর্বোচ্চ সাফল্য নিয়ে শেষ করতে চাই।"

গাড়ি ভাড়া

জরুরি ভিত্তিতে UBER/ LYFT এর জন্য গাড়ি ভাড়া Rent for Ford Explore TLC plate Uber X & XL immediately. 2020 Ford explorer 89k miles asking $450 weekly, super mint condition

Please call

(917) 770-1341

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের কি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যশীল।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের অটিজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারনায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যস্থানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্স্যুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস

+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১

amader.services@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | simple mobile | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School

37-13 74th ST. FL-2

Jackson Heights NY-11372

Phone: 718 255 1231

Cell: 929 670 2871

E-mail: swadeshdrv@gmail.com

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372

Between 74 Street & 73 Street

Tel: 718-424-8890 /347-497-8544

(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

We Provide Individual Lesson Also

2 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

Magical Natural & Homeophathy Inc
25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-
কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভূগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্টাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।
By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একমাত্র ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

* TAX SERVICES
* INSURANCE
  * Life Insurance MassMutual
  * Health • Auto • TLC
  * Home • Business
* Immigration Services
* DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
* Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

Hajj & Umrah Specialist

৭ দিনই খোলা

Emirates | Biman | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

PLACID EXPRESS | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসে ১ বেডরুম ভাড়া ২০০০ ডলার, ভেলিস্ট্রিম লং-আইল্যান্ডে ২ বেডরুম ভাড়া ২,০০০ ডলার। ওজোন পার্ক কুইন্সে ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম ভাড়া ৩০০০ ডলার। ব্রুকলিনের ইস্ট নিউইয়র্কে ৪ বেডরুম - ২ বাথরুম, ভাড়া ৩,৫০০ ডলার। কুইন্সের হলিসে মনোরম পরিবেশে ৮ বেডরুম, ৫ বাথরুম বাসা ভাড়া হবে, ভাড়া ৬,৫০০ ডলার।
আমরা CityPHEPS, Section-8 প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/সি)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

মেসপ্যাথ/উডসাইডে ব্র্যান্ড নিউ দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট, এপার্টমেন্ট আগামী ১ জুন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে সুপার মার্কেট এবং গ্রোসারি শপ। ৫ মিনিটে মেজর হাইওয়ে, হাফ ব্লক পর বাস স্টপ। ম্যানহাটন থেকে ২০ মিনিটের দূরত্ব।
ফোন : ৯১৭-৪৯৬-৩১৪৬
(০৫/১৬/০১/০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ জুন থেকে জ্যামাইকার ৮৫-৯৮, ১৪৮ স্ট্রিট, ৮৬ এভিনিউতে বেসমেন্টের ১ রুম শুধুমাত্র পুরুষ লোকের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৪৩৮-৮২৭৩
(০৫/১৬/০১/০১)

বাসা ভাড়া

জুন মাস থেকে হলিসে ১৯৭-০৩ ৯৯ রোডের সুন্দর পরিবেশে একটি এক বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ একজন ছেলের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ২৪ ঘণ্টা স্ট্রিট পার্কিংয়ের সুবিধা।
ফোন : ৩৪৭-৩৯৭-৯১৭৫
(০৪/২৫/০২/০১)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন **646-267-7751**। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়। ajkalnews@gmail.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডে ই-এফ ট্রেন কাছেই ১৬৯ স্ট্রিটে ১টি বড় বেডরুম, আলাদা রুম, লিভি-রুমের বাসা একজন মহিলার নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯২৯-৪৫৬-৭৯৪৬
(০৫/০২/০৯/০৫)

বেসমেন্ট ভাড়া

৬৪-০৫ উডসাইড এভিনিউয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে একটি মাস্টার বেডরুম, বাথরুম ও ফ্রিজসহ বাসা চলতি মাস/ জুন থেকে ভাড়া দেয়া হবে। একজন বা দুইজন মুসলিম কর্মজীবি নারী বা স্বামী/স্ত্রী। ৭ ট্রেন কাছেই।
ফোন : ৬৪৬-৫৯৫-৬৮৫৯
(০৫/০৯/০২/০৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

লং-আইল্যান্ডের বে-শোর, পাইন এয়ার ড্রাইভ এলাকায় বড় দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। টেঙ্গার মল ও ভিয়ার পার্ক, এলআইআরআর এর খুব কাছে। নো পেট, নো স্মোকিং।
ফোন : ৯১৭-২৮৫-৬২৪৩
(০৫/০৯/০৪/১২)

বেসমেন্ট ভাড়া

ফরেস্ট পার্কের কাছে তিন বেডরুমের একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেনের অতি নিকটে। যোগাযোগ করুন : ৬৪৬-২৬২-৩৭৯৪
(০৫/১৬/০২/০৫)

বাসা ভাড়া

সেন্ট অ্যালবান্স এলাকায় ২০০ স্ট্রিট ও ১১৫ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসার বেসমেন্টে ফুললি রেনোভেটেড দুই বেডরুম, লিভিং, কিচেনের বাসা আগামী জুন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। তিনজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী/স্ত্রী।
ফোন : ৯১৭-৮৫৮-৮২৪৯, ৯১৭-৫৪৭-৭২৯৮
(০৫/০৯/০২/১৪)

বাসা ভাড়া

হিলসাইডে ৯০ এভিনিউ ও ১৮৭ স্ট্রিটের কর্ণারে ও এফ ট্রেনের স্টেশনের কাছে ১ রুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুমের বেসমেন্ট আগামী ১ জুন থেকে কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-২৬১-৩০৩৯, ৬৪৬-২৬১-৩০৪০
(০৫/০৯/০১/১৩)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার কুইন্স হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলায় একটি ৩ বেডরুমের বাসা আগামী জুন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই বাস স্টপ।
ফোন : ৪৯৬-৮৮৮-৩৮৫৩
(০৫/১৬/০২/০৯)

House for Rent

3 bedrooms in East Elmhurst $3400, Two bedrooms in Jamaica Estate 3,000.Two bed-rooms in Queens Village $2500, Four bedrooms in South Jamaica $3,500,Two bedrooms in Woodhaven $3,000, One bedroom in Parkchester Condo ,Bronx $2,100 One bedroom basement in Valley Stream $1,800,One bedroom basement in Jamaica $1,600, One bedroom basement in Freeport $1600.
We accept CityPHEPS, PHEPS, Section 8 pro-grams.
Call:347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Island Advantage Realty

বাসা ভাড়া

সাউথ ওজোন পার্কে এ ট্রেনের ১১১ স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনের দুই ব্লক দূরে এক বেডরুম, এক বাথরুম ও এক কিচেনের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলা।
ফোন : ৩৪৭-৮৯১-৭১৪৫, ৩৪৭-২৬০-৭৭৭০
(০৫/১৬/০২/০৮)

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬১ স্ট্রিট ও ৩২ এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলায় তিন বেডরুম, লিভিং/ডাইনিং, বড় কিচেন, ১ বাথরুমসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ব্যাচেলরদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৫০৪-২৫৩১, ৯১৭-৯৪৫-৯৪৮৩
(০৫/০২/০৯/১০)

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকা লিনব্রোকে (জ্যামাইকার সন্নিকটে) দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৫১৯-১১৫১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২১৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজের দোতলায় দুই বেডরুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুম, বড় ব্যালকনিসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। নিউলি রেনোভেটেড। ভালো নেইবারহুড। কিউ-১১০ বাস সন্নিকটে।
646-591-8396

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২১৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে তিন বেডরুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। নিউলি রেনোভেটেড। ভালো নেইবারহুড। কিউ-১১০ বাস সন্নিকটে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ মিটার আলাদা।
646-591-8396

FOR SALE! FOR SALE!! FOR SALE!!!
Luxury Property
Address : 99-20 196St Hollis, NY 11423
Price : $1,179,999

Building size: 2,832sq
Lot Size : 4,000sq
7 Bedrooms & 6 Bathrooms
Contact:
718-600-6058

বাসা ভাড়া

হিলসাইডে ৯০এভিনিউ ও ১৮৭ স্ট্রিটের কর্ণারে ও এফ ট্রেনের স্টেশনের কাছে ১ রুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুমের বেসমেন্ট আগামী ১ জুন থেকে কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-২৬১-৩০৪০, ৬৪৬-২৬১-৩০৩৯
(০৫/১৬/০১/১২)

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের বিংহ্যামটনের প্রাইম লোকেশনে এক ফ্যামিলি হাউজ ভাড়া হবে। গ্রোসারি, মসজিদসহ সব কিছু কাছে রয়েছে।
ফোন : ৭১৮-৫০৩-২৮৩৫
(০৫/০২/০০/০৬)

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকার কুইন্সে একটি এক বেডরুমের ফুল বেসমেন্ট জুনের ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। আলাদা এন্ট্রান্স। এসি ও ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট আছে।
15514, 115th Drive, Jamaica, NY 11434
ফোন : ৩৪৭-৪৮৪-০৬৩৭
(০৫/১৬/০২/১৬)

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৯২ এভিনিউ ২১৮ প্লেসে ১ জুন থেকে প্রথম তলায় এক বেডরুমের বাসা দুইজন কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৫৫৩-৬১২৭
(০৫/০২/০১/১১)

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

ড্রাইভিং শিখুন

বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।

যোগাযোগ
৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

স্টুডিও রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনের নিকটে সেমিবেসমেন্টে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৯৪৫-৮৪৯৬
(০৫/০৯/০২/০৪)

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের ১৩২০ নোবেল এভিনিউতে এবং ১৭২ স্ট্রিট ও ১৭৪ স্ট্রিটের মাঝে ফ্যামিলি বাসায় শেয়ারে থাকার জন্য এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় তলায়, শুধুমাত্র ছাত্রী অথবা কর্মজীবি নারী।
ফোন : ৩৪৭-৪৩৫-৮৬৮৭
(০৫/০৯/০৪/০৫)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৫ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে এফ ট্রেন দুই ব্লকের মধ্যে, মসজিদের পাশে এটাচড বাথরুমসহ একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে।
ব্যাচেলরদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৩৬৫-৫৮০৫
(০৫/১৬/০২/১৫)

Room Rent

Looking for one bachelor male near 77street and Woodside Avenue, near E,F,M,R&7 trains, Jackson Heights. No drinking or smoking. Share kitchen & bathroom. Available Now.
646-331-3976. I speak Bangla.
(05/09/02/06)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ভালো লোকেশনে রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন বাথরুম শেয়ার। একজন/দুইজন ব্যাচেলর, অথবা স্টুডেন্ট।
ফোন : ৬৪৬-৪০৯-৫৯০১, ৬৩১-৮০৫-৮৮০৯
(০৫/০৯/১৬/০৯)

রুম ভাড়া

১৩০ স্ট্রিট লিভার্টি এভিনিউতে দুইটি বড় রুম ব্যাচেলর/স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৫২৬-৫৯৭৩, ৬৩১-৯৪৯-৭৪৯৯
(০৫/১৬/০২/১৪)

রুম ভাড়া

এলমহার্স্টহাসপাতালের নিকটে ভান স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে দুটি সুন্দর রুম তিন/চারজন হিন্দু ব্যাচেলরের কাছে আগামী ১ জুন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। এম ও আর ট্রেনের সাবওয়ে কাছেই।
ফোন : ৯১৪-৩০৩-১০১০
(০৫/১৬/০১/১০)

রুম ভাড়া

৬৪-০৫ উডসাইড এভিনিউয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে একটি মাস্টার বেডরুম, বাথরুম ও ফ্রিজসহ বাসা চলতি জুন থেকে ভাড়া দেয়া হবে। একজন বা দুইজন মুসলিম কর্মজীবি নারী বা স্বামী/স্ত্রী। ৭ ট্রেন কাছেই।
ফোন : ৬৪৬-৫৯৫-৬৮৫৯
(০৫/০৯/০২/০৪)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের পার্শের এ্যাপার্টমেন্টে একটি ছোট রুম একজনের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : রানা (অবকাশ) ৯১৭ ৯১৬ ৭৮৭৮
(০৫/১৬/০০/১৩/এস)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় দুইটি রুম ১ মে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই ভালো। রুম খালি আছে যে কোন সময় উঠা যাবে।
ফোন : ৩৩২-২৬০-২১৫৪
(০৫/০২/০০/০৭)

রুম ভাড়া

কুইন্সের সাউথ জ্যামাইকায় একটি ছোট স্টুডিও রুম আগামী ১ মে থেকে ভাড়া হবে। সেপারেট এন্ট্রেন্স, এটাচড বাথরুম, এসি, হিটার, রেফ্রিজারেটর কার্পেট প্রভৃতি সুবিধা আছে। 15514 115th Drive, Jamaica.
ফোন : ৩৪৭-৪৮৪-০৬৩

Non-Woven Shopping Bag

আপনার ব্যবসার জন্য কি শপিং ব্যাগের প্রয়োজন?
আমরা Reusable নন-ওভেন শপিং ব্যাগ-এর পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতা।
আমরা আপনাকে সেরা মূল্যে সেরা মানের ব্যাগ দিচ্ছি।
আপনার অর্ডারের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
Colors: Black, White. Size: 13x22x7 Inch. Fabric: 45 GSM. Per bundle: 1000 pcs.
BOLSA USA INC.
ফোন : 646-444-7071
Email : salse@bolsa-usa.com
ছোট বা বড় পরিমানে অর্ডার নিশ্চিত করার পরে আপনি আমাদের warehouse থেকে নিতে পারেন।
Pick up address:184-10 Jamaica Avenue, Jamaica NY11423

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮১ স্ট্রিটে ও জ্যামাইকা এভিনিউর উপর ছিমছাম পরিবেশে ১০০০ স্কয়ার ফিটের বড় অফিস রুম ভাড়া দেওয়া হবে। বেসমেন্টেও আলাদা রুম করা আছে।
646-591-8396

দোকান-অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে, প্রাইম লোকেশনে, ৭৩ স্ট্রিটের মাথায় কিংস প্লাজায় দুটি অফিস স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া সাবওয়ের ভিতরে একটি দোকান ভাড়া দেওয়া হবে।
917-213-2816(11am-11pm)

পার্কিং স্পেস ভাড়া

উডসাইডে ৩৭ এভিনিউ ও ৬৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসার গ্যারেজে একটি পার্কিং স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। টিএলসি গাড়ি অগ্রগণ্য। শুধু একান্ত আগ্রহীরা ম্যাসেজ করবেন। দয়া করে কল করবেন না।
646-934-2230

রুমমেট আবশ্যক

৩৭-৮০ ৬৪ স্ট্রিট উডসাইডে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ফ্যামিলি বাসায় একটি বড়রুমে শেয়ারে থাকার জন্য আগামী ১ জুন থেকে একজন মুসলিম পুরুষ রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : **929-421-9579**

বাড়ি-কন্ডো-হাউজ বিক্রি

বাড়ি বিক্রি

জ্যামাইকায় ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, মূল্য ৪৫০,০০০ ডলার। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে লিগ্যালি ৪ ফ্যামিলি হাউজ এবং বেজমেন্টে ২ ফ্যামিলি, মোট ৬ ফ্যামিলি ভাড়ার বাড়ি বিক্রি হবে। ১৭১৫ সেন্ট পিটারস এভনিউ-১০৪৬২, মূল্য ১,৫৫০,০০০ ডলার।
ওপেন হাউজ ২৭ এপ্রিল রোববার ১২-৩ টা।
জ্যামাইকায় ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। ১০৪-৮১ ১৬৫ স্ট্রিট, মূল্য ৪৫০,০০০ ডলার। (বাড়িটি মেরামত করতে হবে)।
জ্যামাইকা স্টেটে ১৭৮-৩৬ ওয়েক্স ফোর্ড টেরেসে দুই বেডরুমের বাড়ি বিক্রি হবে। মূল্য ৫৩০,০০০ ডলার। এছাড়া ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে শতাধিক রেগুলার ও ব্যাংকের বাড়ি বিক্রি হবে।
আমরা ব্যাংক, অকশন ও রেগুলার বাড়ি বিক্রি করি। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি।

বাড়ি বিক্রি

জ্যামাইকায় ১৭১ স্ট্রিট ও লিবার্টি এভিনিউতে লিগ্যাল টু ফ্যামিলি বাড়ি বিক্রি হবে। প্রতি ফ্লোরে তিন বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও ১ বাথরুম। বড় বেসমেন্ট আছে। নিউলি রেনোভেটেড।
ফোন : ৯১৭-৬০৭-৫২৮৮
(০৫/১৬/০২/০৩)

বাড়ি বিক্রি

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এস্টেটে এক ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। গ্রোসারি ও মসজিদসহ সবকিছুর কাছে।
নিউইয়র্কের বিংহামটনে এক ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। দাম ১৩৯,০০০ ডলার। কম ডাউন পেমেন্টে। সবকিছু কাছেই। বিনিয়োগ বা বসবাসের জন্য উপযুক্ত।
ফোন : ৭১৮-৫০৩-২৮৩৫
(০৫/০২/০০/০৬)

বাড়ি বিক্রি

ব্রংক্সের পার্কচেস্টার এরিয়াতে একটি সিঙ্গেল ফেমিলি বাড়ি (পার্কিংসহ) এবং একটি দুই ফেমেলির বাড়ি এবং একটা এক বেডরুমের কন্ডো বিক্রি হবে।
যোগাযোগ : মামুন আহমদ - ৩৪৭-৩৫৫-৮৫৩৭

গাড়ি ভাড়া-বিক্রি/ ড্রাইভার

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

২০১৮ সালের Toyota RAV-4 গাড়ি উবার লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে।
এছাড়া টিএলসি প্লেট ভাড়া হবে।
ফোন : ৪১৫-৬৫০-৭২৯৪
(০৫/০৯/০২/১০)

TLC Plate Rent

TCL Plate For Rent
Phone : 646-684-6875,718-690-6679
(04/04/11/07)

রুমমেট

ব্রুকলিন চার্চ ম্যাকডোনাল্ড - এর কাছে নিরিবিলি পরিবেশে অ্যাপার্টমেন্টে ২ জন বা ১ জন ধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। রুম ভাড়াও দেয়া হবে।
ফোন : (২১২)-৫১৮-৭৯১৫ (বিকাল ৩টার পর)
(০৫/১৬/০২/০২)

রুমমেট

জ্যাকসন হাইটসের ৭২ স্ট্রিট এবং ৩৭ এভিনিউতে ২ জন রুমমেট আবশ্যক। যে কোন সময় উঠতে পারবে।
ফোন : ৩৪৭-৩০০-৬৮৩৩ (টেক্সট/কল), ৯২৯-৫৯৯-০৫৩৫
(০৪/২৫/০০/০৮)

রুমমেট

১৮৪ হিলসাইডে একটি সেমিবেজমেন্টের একটি রুমে শেয়ারে থাকার জন্য একজন কর্মজীবি মহিলা রুমমেট চাই। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। পাশেই গ্রোসারি ও সাবওয়ে। এখনই উঠা যাবে।
ফোন : ৯১৭-৩৫০-৬৫৯৫
(০৫/০২/০৯/০৩)

রুমমেট

জ্যামাইকাতে ই-এফ ও জে ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে আগামী মে মাস থেকে ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলা রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ : ৯২৯-৭২১-৫২৬৭

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

Carpet World

উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ডাইরো গাড়িতে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। অবশ্যই ফুড ভেন্ডর লাইসেন্স থাকতে হবে।

646-420-8782

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা লোক (পুরুষ) আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203(10am-7pm)

বেবিসিটার আবশ্যক

কানেকটিকাটের রকিহিলে দুইটা বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য একজন ফুলটাইম লিভিং বেবিসিটার কাম হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক। নিউইয়র্ক থেকে দুই ঘণ্টার দূরত্বে। বাচ্চার বয়স ৯ বছর। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

917-375-4960

ন্যানী আবশ্যক

পেনসিলভেনিয়াতে বাংলাদেশি পরিবারের সাথে থেকে ছোট শিশুকে দেখাশোনার জন্য একজন অভিজ্ঞ ন্যানী আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন।

347-504-1655

ন্যানী আবশ্যক

একজন ডিমেনসিয়া ভদ্রমহিলাকে সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। থাকা খাওয়া ফ্রি। মাহুলি বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

ইমাদুল হক ৭০৭-৫৫২-৩৮১৫, ৭১৮-৪০৬-৬৬৪৮, মহসিন ননি ৯১৭-৬৫৩-০৯৪৬ (দুপুর ১২ টার পর)

লোক আবশ্যক

ম্যানহাটনের ১৩৯ ব্রডওয়েতে একটি সাবওয়ে স্যান্ডউইচ সপে ফুলটাইম মেল/ফিমেল এম্পলয়ি আবশ্যক।

646-691-5728

পাত্র /পাত্রী চাই

হিন্দু পাত্র চাই : Us Citizen, Computer Science Graduate চাকুরীজীবি মেয়ের জন্য USA তে বসবাসরত ভদ্র, হিন্দু পাত্র চাই।

যোগাযোগ : ৩৪৭-৬৫৬-৩১৪১

বেবিসিটার আবশ্যক

লংআইল্যান্ডের স্টোনিব্রুক এলাকায় বাংলাদেশির বাসায় ফুলটাইম লিভইন বেবিসিটার কাম হাউস কিপার আবশ্যক। থাকা খাওয়ার পাশাপাশি ভালো বেতন দেওয়া হবে। ৪০+ বয়সীদের অগ্রাধিকার।

Please contact Mezbha 718-450-4566

লোক আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে ব্রুকলিনের একটি গ্রোসারি শপে লোক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

929-397-1373

বান্ধবী চাই

আমি ফারুক, দীর্ঘদিন প্রবাসে নি:সঙ্গ একা। তাই আকাশের মতো উদার ও মুক্তমন নিয়ে কথাবার্তা বলে ঘনিষ্টজন হবে চায়, এমন একজন বান্ধবী চাই। প্রয়োজনে বাফেলোতে ফ্রি থাকার ব্যবস্থা আছে।

ফোন : ৭১৬-২৯২-৮৬৭৪

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী, ডিভোর্সড, আমেরিকান সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com

850-866-9012

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সিটিজেন, উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র ২৮ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য পাত্র আবশ্যক। পাত্রের বয়স ৩০+ বছর হতে হবে। একই সঙ্গে মার্জিত, ভদ্র ও উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। (পাত্র ডিভোর্সী হলেও চলবে)। সিরিয়াস প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন।

allow1686@gmail.com

718-912-8057

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম ২৬ বছর বয়সী সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স এবং কর্মজীবি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, বায়োসায়েন্স, ফিন্যান্স, দল', ডাটা সায়েন্স-এ আমেরিকায় অধ্যয়নরত অথবা কর্মজীবি হতে হবে। পাত্রীর বয়স ২৩ থেকে ২৫ বছর হতে হবে।

215-791-1291

পাত্র চাই

২৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।

929-235-2412(Nasrin)

ডাক্তার পাত্র চাই

নিউইয়র্ক-এ বসবাসরত বাংলাদেশ থেকে আগত সুশ্রী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত একজন পাত্রীর জন্য বাংলাদেশ থেকে আগত ডাক্তার পাত্র চাই । পাত্রী বাংলাদেশ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং নিউ ইউর্ক থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও এ্যাপলাইড ম্যাথামেটিক্সে ব্যাচেলার সম্পন্ন করেছেন। পাত্রের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ হতে হবে।

646-724-6983

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

BEST TAX EXPRESS INC

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অফিস সহকারী পদে পরিশ্রমী প্রার্থী আবশ্যক। ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্স ফাইলিং কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নবর্তী ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: **929-206-9520**

BEST TAX EXPRESS INC
159-06 Hillside Avenue Jamaica NY 11432.
besttaxexpress@gmail.com

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।

আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি

আমাদের প্যাকেজ বিবরণ

- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় টুর
- ১ দিন মদিনা টুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.

SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com

NAFS TRAVEL

37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

খান মো. রবিউল আলম-এর কলাম সংবাদমাধ্যম কি এমনি এমনি ভয় পাচ্ছে

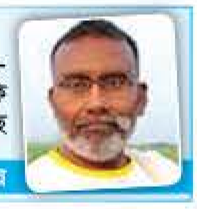

০৫ পৃষ্ঠায়

কামরান ইউসুফ-এর কলাম যুদ্ধের চড়া মূল্য

১০ পৃষ্ঠায়

মুজিব মাশাল-এর কলাম ভারত-পাকিস্তানের এই সংঘাত যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র-চীনেরও লড়াই

০৬ পৃষ্ঠায়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সৌদি আরবে খোলামেলা কথা

ভারত-পাকিস্তানকে ডিনারের টেবিলে বসতে বলেছি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের বিরোধ মেটানোর জন্য একসঙ্গে ডিনারের টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়েছেন। এর কয়েক ঘণ্টা পরই ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী এই দুই প্রতিবেশীকে সরাসরি যোগাযোগ উৎসাহী করছে ওয়াশিংটন। এদিকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানিয়ে দিয়েছেন- 'পাকিস্তান কাশ্মীরকে 'অবৈধভাবে দখল' করে রেখেছে, তা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে'। অনলাইন ডন জানায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত ও পাকিস্তানকে পারস্পরিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে 'একসাথে নৈশভোজে যাওয়ার' পরামর্শ দিয়েছেন। রিয়াদে সৌদি-মার্কিন বিনিয়োগ ফোরামে এক বক্তব্যে তিনি দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে সপ্তাহান্তে হওয়া যুদ্ধবিরতির উদ্যোগে নিজের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ট্রাম্প বলেন, 'আমি বললাম, ভাইয়েরা, চল একটা চুক্তি করি। যুদ্ধ নয়, তোমরা যা চমৎকার জিনিস বানাও, সেগুলো একে অপরের সঙ্গে বাণিজ্য এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

প্রবাসি সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন-এর নতুন কমিটি গঠন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে প্রবাসি সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন কমিটি ইউএসএ ইনক-এর নতুন কার্যনির্বাহি কমিটি ২০২৫ গঠন করা হয়েছে। সভাপতি মনোনিত হয়েছেন, এ্যাড মাহাবুবার রহমান বকুল, সাধারণ সম্পাদক কাজী এম আর খান সেলিম। সিনিয়র সহসভাপতি আমিন মেহেদি বাবু, সহ সভাপতি মোজাফফর হোসেন, সহ সভাপতি মোহাব্বত এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

রাফাল ধ্বংস করে পাইলট আয়েশা এখন পাকিস্তানের শক্তির প্রতিক

আজকাল রিপোর্ট

পাকিস্তানের পাইলট আয়েশার ক্ষেপণাস্ত্রের নিখুঁত নিশানায় কয়েক সেকেন্ডে ভারতের অহংকার 'রাফাল' ফাইটার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। মাত্র ২৭ সেকেন্ডে আক্রমণ, ৮.৭ সেকেন্ডে ধ্বংস এবং ৪ সেকেন্ডের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন। তারপর থেকেই আয়েশা পাকিস্তানের প্রতিক হয়ে উঠেছেন। নিজ দেশ ছাড়াও তাকে নিয়ে সারা বিশ্বেই এখন আলোচনা হচ্ছে। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সবচেয়ে চৌকশ এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটি'র নতুন কমিটি গঠন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির নতুন কার্যনির্বাহি কমিটি গঠন করা হয়েছে। 'চলো যাই মূলধারায়' এই স্লোগান নিয়ে সামাজিক কাজে যাত্রা শুরু করা কমিউনিটির একমাত্র সংগঠন হিসেবে মূলধারার সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করে প্রশংসিত হয়েছে 'বাংলাদেশি আমেরিকান এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

ব্রুকলীন থেকে এক বাংলাদেশী গ্রেফতার

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা হিসিবে পরিচিত ব্রুকলীন থেকে এক বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইউএস মার্শাল সদস্যরা গত ৬ মে দুপুর ১২টায় তাকে গ্রেফতার করেছে। বাংলাদেশি যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার নাম তারা প্রকাশ করেনি এবং কি কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে তাও জানানো হয়নি। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, ইউএস মার্শালের একটি দল তিন বাংলাদেশীকে নিউজার্সি থেকে অনুসরণ করে আসছিলো। যদিও তারা কানেকটিকাটের নম্বর প্লেটের একটি গাড়ি এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

রাষ্ট্রদূত মুশফিক ফজল আনসারীর বাবার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া

আজকাল রিপোর্ট

রাষ্ট্রদূত মুশফিক ফজল আনসারীর পিতা পীরজাদা আলহাজ আব্দুস মোছাব্বীর আনসারীর রুহের মাগফিরাত কামনা করে এক বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিসহ নেতৃবৃন্দ এই বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। গত ১২ মে বাদ মাগরিব দোয়া মাহফিল এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটিতে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

আজকাল রিপোর্ট

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ মে দুপুরে সিটির ৫৪৫, নর্থ আলবেনি এভিনিউতে অবস্থিত বদর ফিল্ডে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র।

জয়ন্ত সিনহার সঞ্চালনায় বিএএসির সভাপতি শহীদ খান ,সাধারন সম্পাদক সোহেল আহমেদ ,বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আবদুর রফিক, বেংগল ক্লাব এর সহ-সভাপতি এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়